পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 65 Tuesday, 4 February, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৬৫ সংখ্যা ❋ ২২ মাঘ ১৪৩১, মঙ্গলবার, ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

সোমবার দুরন্ত বার্তা ও সুচিকিৎসার কলকাতার অফিসে মহাধুমধামে পালিত হয় সরস্বতী পূজো। এই উপলক্ষ্যে এদিন সংস্থার সমস্ত কর্মী উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলেন। সংস্থার পক্ষ থেকে সকলকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়।

বুধবার থেকে বিশ্ববঙ্গ বানিজ্য সম্মেলন শুরু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ বুধবার থেকে বিশ্ববঙ্গ বানিজ্য সম্মেলন শুরুর আগে রাজ্য সরকার আরও একবার মন্ত্রীসভার বৈঠক ডেকেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির পৌরহিত্যে আগামীকাল বিকালে নবান্নে প্রস্তাবিত এই বৈঠকে সব দপ্তরের মন্ত্রীদের উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৈঠকে মূলত সম্মেলন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে বলে জানা গিয়েছে। এরপরে মুখ্যমন্ত্রীর নিউটাউনের ইকো পার্কে শিল্পপতি সহ বিভিন্ন বনিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক চা চক্রে মিলিত হওয়ার কথা রয়েছে।

দেবকে চিঠি মুখ্যমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ ফেব্রুযারি ঃ রাজ্য সরকার কেশপুর গ্রামীণ হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বাড়িয়ে ৩০ থেকে ৫০ করছে। এর জন্য ব্যয় হবে প্রায় ২৪ কোটি টাকা। রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি নিজে চিঠি লিখে ঘাটালের তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ দীপক অধিকারী (দেব) কে একথা জানিয়েছেন। মানুষকে আরো উন্নত মানের স্বার্থ পরিষেবা পৌঁছে দিতে এই উদ্যোগ বলে তিনি চিঠিতে জানিয়েছেন। সরকারের এই সদর্থক ভূমিকার কথা সাংসদকে নিজের এলাকার মানুষের মধ্যে যথাযথ প্রচারেরও তিনি নির্দেশ দেন।

যমুনার জল পান করুন, তারপর হাসপাতালে দেখা হবে ঃ রাহুল

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ যমুনার জল পান করুন, তারপর হাসপাতালে দেখা হবে। দিল্লির দূষণ নিয়ে এভাবেই অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে তোপ দাগলেন রাহুল গান্ধী। যমুনার দূষিত জল বোতলে ভরে আপ সুপ্রিমোকে চ্যালেঞ্জ করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। উল্লেখ্য, দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের আগে যমুনা নদীর দূষণ নিয়ে তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা। কেজরিওয়াল দাবি করেছেন দিল্লিকে বদনাম করতে যমুনার জলে বিষ মেশাচ্ছে হরিয়ানা। তার জেরে হরিয়ানা হাই কোর্টের নোটিসও পেতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু এই ইস্যুতে ' জোটের সঙ্গী আপের পাশে দাঁড়ায়নি কংগ্রেস। দিনকয়েক আগে রাহুল বলেছিলেন, পাঁচ বছর আগে কেজরিওয়াল বলেছিলেন তিনি যমুনায় স্নান করে যমুনার জল পান করবেন। পাঁচ বছর তো হল। এখনও কেজরিওয়াল যমুনার জলে স্নান করেননি। সাধারণ মানুষকে দূষিত জল খেতে হচ্ছে। আর কেজরিওয়ালজি শিশমহলে থাকেন। কোটি কোটি টাকার বাড়িতে বাস করেন। উল্লেখ্য, আপকে আক্রমণ করতে এই ধরনের মন্তব্য শোনা যায় বিজেপি নেতাদের মুখে। নির্বাচনের আগে জনসভা করতে গিয়ে যমুনা দূষণ ইস্যুতে আরও একবার কেজরিকে তোপ দাগলেন রাহুল। বক্তৃতা দেওয়ার সময়ে বোতলে করে দূষিত জল নিয়ে মঞ্চে উঠেছিলেন। ভাষণ দিতে গিয়ে সাফ বললেন, অরবিন্দ কেজরিওয়াল কথা দিয়েছিলেন, নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়বেন, দুর্নীতি ঘোচাবেন। ৫ বছরের মধ্যে যমুনা নদী পরিষ্কার সেখানে ডুব দেবেন। কিন্তু যমুনা এখনও দূষিত। আমি বলছি, যমুনা নদী থেকে এক ঢোঁক জল পান করুন কেজরিওয়াল। তারপরেই হাসপাতালে দেখা হবে। আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে যমুনা দূষণ নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন কেজরি। দাবি করেন, যমুনার জলে বিষ মেশাচ্ছে প্রতিবেশী হরিয়ানা। তার পালটা দিয়ে যমুনার জল পান করেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নয়াব সাইনি। নির্বাচন কমিশন, হরিয়ানা হাই কোর্ট নোটিস পাঠায় কেজরিকে। সবমিলিয়ে, যমুনা নিয়ে নাটকের অন্ত নেই রাজধানীতে।

জিবি সিনড্রোম রোগ সর্তকতায় রাজ্য সরকারের বিশেষ নির্দেশ

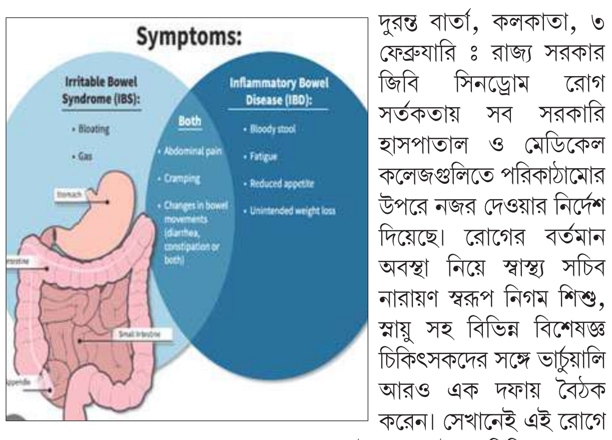

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ ফেব্রুযারি ঃ রাজ্য সরকার জিবি সিনড্রোম রোগ সর্তকতায় সব সরকারি হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজগুলিতে পরিকাঠামোর উপরে নজর দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। রোগের বর্তমান অবস্থা নিয়ে স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম শিশু, স্নায়ু সহ বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সঙ্গে ভার্চুয়ালি আরও এক দফায় বৈঠক করেন। সেখানেই এই রোগে আক্রান্ত হয়ে নতুন করে যেন কোন মৃত্যুর ঘটনা না ঘটে তা নিশ্চিত করতে সব ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিউরোলজি বিভাগে সি সি ইউ ইউনিট এবং শিশুদের জন্য পেডিয়াট্রিক ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিটে দুটি করে বেড প্রস্তুত রাখতে বলা হয়েছে। কোনোভাবেই হাসপাতাল গুলিতে যেন ওষুধের সংকট তৈরি না হয় সেই দিকেও নজর দিতে বলা হয়েছে। হাসপাতালে আসা রোগীদের মধ্যে কেউ জিবি সিনড্রোম পজেটিভ হলে সেই রোগী সংক্রান্ত জরুরি তথ্য বাধ্যতামূলকভাবে স্বাস্থ্য ভবনে পাঠানোর কথা বলা হয়েছে।

টাকা তুলেছে আইপ্যাক, তৃণমূল স্বচ্ছ ছিল ঃ মদন মিত্র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ ফের শিরোনামে উঠে এলেন মদন মিত্র। এবার আইপ্যাককে নিশানা করেছেন তিনি। কামারহাটির বিধায়কের দাবি, টাকা তুলেছে আইপ্যাক। তৃণমূল স্বচ্ছ ছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গায়ে কালিমা নেই। সোমবার সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খোলেন রাজ্যের প্রাক্তন পরিবহণ মন্ত্রী। তিনি জানান, সব থেকে বড় কথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও দুর্নাম ছিল না। যেটুকু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গায়ে কালি লেগেছে, তা প্যাকওয়ালাদের জন্য। মদনের আরও সংযোজন, প্যাকওয়ালাদের জন্যই বাংলার বাইরে থেকে সুযোগসন্ধানী একদল এল, মন্ত্রীর কাছে গিয়ে বলত, আমি ওমুক প্যাক থেকে এসেছি, এই কাজটা কালকের মধ্যে ছাড়তে হবে। তিনি আরও বলেন, কোনও প্যাক ছাড়াই আমরা উপনির্বাচনগুলো জিতেছি, মিটিং মিছিল করেছি। টাকার বিনিময়ে তৃণমূলের টিকিট বিক্রির অভিযোগও করেছেন মদন। তবে এখানেও তিনি আইপ্যাককে কাঠগড়ায় তুলেছেন। মদনের কথায়, এসব কথা শুনছি। এসব আমাদের দলে আইপ্যাকই শুরু করেছিল। ২০২১-এর আগে এসব শুরু হয়েছিল। টাকা নিয়েও নমিনেশন দেওয়া হয়নি। লোককে কাঁদতে দেখেছি। তাঁর আক্ষেপ, কিন্তু কিছু করা যাবে না কারণ ক্যাশে লেনদেন হয়েছে। নির্বাচনী সমীক্ষা সংস্থা আইপ্যাককে খোঁচা মেরে মদনের দাবি, ওরা কিছু লোকের নামে রেকমেন্ডেশন করে চলে গিয়েছে। ভোটে লড়াই করেছে আমাদের ছেলেরা। আইপ্যাকের ছেলে কোথায়? আইপ্যাক মানে প্যাক আপ। পরিশেষে তাঁর সংযোজন, দেখুন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বচ্ছতা একই জিনিস।

অ্যাপ ক্যাব সংস্থাগুলির উপর সরাসরি নজরদারি চালাবে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ যাত্রী হয়রানি রুখতে রাজ্য সরকার অ্যাপ ক্যাব সংস্থাগুলির কাজকর্মের উপর সরাসরি নজরদারি চালাবে। ওই সব সংস্থা রাজ্য সরকারের প্রবর্তিত নয়া নীতি মেনে পরিষেবা দিচ্ছে কিনা তাও এবার থেকে নিয়মিত খতিয়ে দেখা হবে বলে রাজ্যের পরিবহন দপ্তর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।। সম্প্রতি রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তী নেতৃত্বে পরিবহন দপ্তরের কর্তারা রাজ্যে পরিষেবা দেওয়া বিভিন্ন অ্যাপ ক্যাব সংস্থার সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে ওইসব সংস্থার ব্যবহৃত সফটওয়্যার সরকারি কর্তাদের নিয়মিত খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি কোন যাত্রীর সঙ্গে অপ্রীতিকর কোন ঘটনা ঘটলে তাও যাতে পরিবহন দপ্তর সরাসরি জানতে পারে সেই ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে। রাজ্যের ক্যাব নীতিতে বলা হয়েছে, ৬০ দিনের মধ্যে অ্যাপ ক্যাব সংস্থাগুলিকে নতুন করে লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকে অ্যাপ্লিকেশন ফি বাবদ ১০ হাজার টাকা দিতে হবে। সেই সঙ্গে লাইসেন্স ফি ধার্য করা হয়েছে ৫ লক্ষ টাকা। একইভাবে লাইসেন্স রিনিউ, ডুপ্লিকেট লাইসেন্স কিংবা ঠিকানা বদল করতে আড়াই হাজার টাকা ফি দিতে হবে। সিকিওরিটি ডিপোজিট হিসেবে অ্যাপ ক্যাব সংস্থাগুলিকে সরকারের ঘরে কমপক্ষে এক লক্ষ থেকে সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা জমা রাখতে হবে। এইসব নীতি কঠোরভাবে মেনে চলতে ওইসব সংস্থাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মহাকুম্ভে পদপিষ্ট কাণ্ড

ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক, মহাকুম্ভে মৃত্যুতে জনস্বার্থ মামলা খারিজ সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ মহাকুম্ভে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলা শুনল না শীর্ষ আদালত। কুম্ভে যা ঘটেছে তা 'খুবই

দুর্ভাগ্যজনক' বলে মন্তব্য করলেন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না। একইসঙ্গে মামলাকারীর আইনজীবীকে পরামর্শ দিলেন এলাহাবাদ হাইকোর্টে এই মামলার আবেদন করার জন্য। সোমবার শীর্ষ আদালতে প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি পিবি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চে ছিল এই মামলার শুনানি। সেখানে মহাকুম্ভের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রধান বিচারপতি বলেন, ' ঘটেছে তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু এই মামলায় বিচারবিভাগীয় .তদন্ত শুরু হয়েছে ইতিমধ্যেই। এই ইস্যুতে আপনাদের এলাহাবাদ হাই কোর্টের দ্বারস্থ হওয়া উচিত।' সুপ্রিম কোর্টে মামলাকারীর আবেদন ছিল, প্রয়াগরাজে সমস্ত রাজ্যের নিজস্ব সেন্টার স্থাপন করার নির্দেশ দেওয়া হোক যাতে, নিজ রাজ্য থেকে আসা পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সঠিক বার্তা দেওয়া যায়। তাছাড়া, মহাকুম্ভে বিভিন্ন ভাষায় ঘোষণা করা হোক এবং যে সব বোর্ড লাগানো হয়েছে তা একাধিক ভাষায় লাগানো হোক। যাতে ভিন রাজ্য থেকে এখানে আসা মানুষরা সেই বার্তা পাতে ও বুঝতে পারেন। পাশাপাশি সব রাজ্য যোগী সরকারের সহযোগিতায় নিজ নিজ রাজ্য থেকে একটি করে ছোট মেডিক্যাল টিম এখানে কুম্ভে পাঠাক। যেখানে চিকিসকের পাশাপাশি নার্সরাও যেন থাকেন। যাতে জরুরি অবস্থায় চিকিসাকর্মীর অভাব না ঘটে। এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয় শীর্ষ আদালত যেন এই দুর্ঘটনার বিষয়ে উত্তরপ্রদেশ সরকারের কাছে রিপোর্ট তলব করে। যাঁদের গাফিলতিতে এই ঘটনা তাঁদের বিরুদ্ধে কা। আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হোক। উল্লেখ্য, গত ২৯ জানুয়ারি মহাকুম্ভে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে বহু মানুষের। সরকারি তথ্য অবশ্য বলছে মৃতের সংখ্যা ৩০ এবং আহত ১০০-র বেশি। কিন্তু সাধারণ মানুষের দাবি, সংখ্যাটা বাস্তবে দ্বিগুণ। মৃতের সংখ্যার আসল তথ্য প্রকাশ করা হচ্ছে না। ডেথ সার্টিফিকেট ছাড়াই দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে সংখ্যা লুকোতে। এমনকী মুখে ৩০ জনের মৃত্যুর কথা বললেও মৃতের তালিকা এখনও প্রকাশ করা হয়নি।

সিবিআইয়ের পর ইডি,এসএসসি মামলায় চার্জশিট পেশ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় এবার চার্জশিট পেশ করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। সিবিআইয়ের পর এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় চার্জশিট দিল ইডি। আদালত ও ইডি সূত্রের খবর, বিচারভবনে ইডির বিশেষ আদালতে চারজন অভিযুক্তর বিরুদ্ধে ইডি চার্জশিট পেশ করে। অভিযুক্তরা হচ্ছেন শান্তিপ্রসাদ সিংহ, সুবীরেশ ভট্টাচার্য, কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায় ও অশোককুমার সাহা। এই চারজনের বিরুদ্ধে পেশ করা চার্জশিট শনিবারই গ্রহণ করে আদালত। এর পর এই চার অভিযুক্ত তথা প্রাক্তন এসএসসি কর্তার বিরুদ্ধে সমন জারি করেছে আদালত। তাঁদের আদালতে হাজিরা দিতে হবে। চার অভিযুক্তকে আগেই

গ্রেপ্তার করেছিল সিবিআই। তাঁদের বিরুদ্ধে সিবিআই চার্জশিটও পেশ করে। গত বছর প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি ছাড়াও এসএসসির নিয়োগ দুর্নীতিতে মামলা দায়ের করে ইডি। এসএসসি-র প্রাক্তন কর্তা শান্তিপ্রসাদ সিংহকে সিবিআইয়ের পর জেল থেকে গ্রেপ্তার করে ইডি। হেফাজতে নিয়ে ইডি তাঁকে জেরা করে বেশ কিছু নতুন তথ্য পেয়েছে বলে দাবি। যে পদ্ধতিতে এজেন্ট প্রসন্ন রায়ের মাধ্যমে প্রত্যেকটি জেলা থেকে চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে তোলা বিপুল টাকা শান্তিপ্রসাদ সিংহ ও অন্য প্রাক্তন এসএসসি কর্তাদের কাছে গিয়েছে, চার্জশিটে তা তুলে ধরা হয়েছে বলে জানিয়েছে ইডি। এখন দেখা যাক কি হয় আদালতে।

রাজ্যের ১২ লক্ষ ওবিসি শংসাপত্র বাতিল সংক্রান্ত মামলা খারিজ সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যের ১২ লক্ষ ওবিসি শংসাপত্র বাতিল সংক্রান্ত একটি মামলা খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। ওবিসি শংসাপত্র বাতিল সংক্রান্ত মামলা অনেক দিন ধরেই চলছে শীর্ষ আদালতে। তার মধ্যে সম্প্রতি এ বিষয়ে একটি নতুন মামলা দায়ের হয়। ওবিসি শংসাপত্রের বিষয়ে গত ৬ জানুয়ারি দায়ের হওয়া একটি মামলা খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। গত ৩১ জানুয়ারি ওই মামলায় বিচারপতি বিআর গভৈ এবং বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ বেঞ্চ জানায়, ওবিসি শংসাপত্র বাতিল নিয়ে কলকাতা হাই কোর্ট যে রায় দিয়েছে, তাতে হস্তক্ষেপ করা হবে না। ২০২৪-এর ২২ মে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা এবং বিচারপতি

তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্যের প্রায় ১২ লক্ষ ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল করে দেয়। হাই কোর্ট জানায়, ২০১০ সালের পর থেকে পদ্ধতি মেনে ওই সব সার্টিফিকেট তৈরি করা হয়নি। ওই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যায় রাজ্য। পরে রায়কে চ্যালেঞ্জ করে পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর শ্রেণি কমিশনও। সেই মামলার শুনানি শীর্ষ আদালতে চলছে। ১৮ ফেব্রুয়ারি পরবর্তী শুনানি রয়েছে। সেটিরও শুনানি হচ্ছে বিচারপতি গভৈয়ের বেঞ্চেই। এরই মধ্যে এ বিষয়ে নতুন করে দায়ের হওয়া মামলা খারিজ করে দিল শীর্ষ আদালত। এখন দেখা যাক গোটা বিষয়টা নিয়ে কি হয়।

'জনসেবক' খালেদা জিয়াকে প্রশংসাভরা চিঠি পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ কাছাকাছি এল পাকিস্তান-বাংলাদেশ! সে দেশের বিরোধী নেত্রী খালেদা জিয়াকে প্রশংসায় ভরিয়ে চিঠি লিখলেন পাক প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ। পাক দূতাবাসকে উদ্ধৃত করে এই খবর নিশ্চিত করেছে বিএনপি চেয়ারপার্সনের কার্যালয়। খালেদা জিয়ার দ্রুত সুস্থতা কামনা করে পাঠানো চিঠিতে শেহবাজ তাঁকে 'জনসেবক' বলে উল্লেখ করেছেন। লিখেছেন, বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটভূমিতে খালেদা জিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই মুহূর্তে বিএনপি নেত্রী আমেরিকায় রয়েছেন চিকিৎসার জন্য। আর বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে খালেদাকে লেখা শেহবাজের এই চিঠি দুদেশের নৈকট্য প্রমাণে অত্যন্ত অর্থপূর্ণ নিঃসন্দেহে। বিএনপি-র মিডিয়া সেলের সদস্য সাইরুল কবীর খান জানিয়েছেন, পাক প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ দলনেত্রীর কার্যালয়ে একটি চিঠি পাঠান। পাকিস্তান দূতাবাসের তরফে এই খবর নিশ্চিত করেছেন তিনি। চিঠিতে তিনি খালেদা জিয়ার শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন পাক প্রধানমন্ত্রী। লিখেছেন, আল্লাহর কাছে তাঁর আরোগ্য কামনা করেছেন তিনি। বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে খালেদা জিয়ার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ, জীবনভর জনসেবায় তাঁর কাজ অনুপ্রেরণা জোগাবে-চিঠির ছত্রে ছত্রে এভাবেই প্রশংসা করেছেন শেহবাজ শরিফ।

এসবের পাশাপাশি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বার্তাটি রয়েছে শেহবাজের চিঠিতে, তা হল বিএনপিকে সমর্থন জানিয়েছেন তিনি। দলের সমস্ত নেতা-কর্মীকে শুভেচ্ছা জানান। ইউনুসের বাংলাদেশ যে এখন অনেটাই পাক-পন্থী হয়ে গিয়েছে, তা প্রকাশিত। নজর এখন দ্বিপাক্ষিক সমীকরণের দিকে। মৌলবাদে উদ্বুদ্ধ নতুন বাংলাদেশকে ঠিক কী কীভাবে সাহায্যের হাত বাড়াচ্ছে পাকিস্তান, পাল্টা ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকারই বা কী সুবিধা দিচ্ছে, সেসবই এখন চর্চায়। এর আগে সরাসরি বাংলাদেশ-পাকিস্তান বিমান চালু করে সখ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন বাংলাদেশের হাইকমিশনার মহম্মদ ইকবাল হুসেন। এবার সরাসরি শেহবাজ চিঠি লিখলেন হাসিনারক কট্টর বিরোধী খালেদা জিয়াকে।

মহাকুম্ভে লাশের সারি!

মৃতের সংখ্যা গোপনের অভিযোগে উত্তাল সংসদ, ক্ষুব্ধ স্পিকার

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ যোগী সরকারের দাবি মৃতের সংখ্যা ৩০। তবে বেসরকারি মতে কুম্ভে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর বাস্তব সংখ্যাটা শতাধিক। সোমবার সংসদে বাজেট অধিবেশনে মৃত্যুর প্রকৃত সংখ্যা জানতে চেয়ে সরব হয়ে উঠলেন বিরোধী সাংসদরা। তুমুল হই-হট্টগোলের জেরে কার্যত শিকেয় উঠল অধিবেশন। কংগ্রেস, তৃণমূল, সপা-সহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলির গলায় শোনা গেল একটাই সুর, 'জবাব পে জবাব দো'। সোমবার সংসদ অধিবেশন শুরু হতেই কুম্ভ ইস্যুতে সরব হন বিরোধী দলের সাংসদরা। অভিযোগ করা হয়, মহাকুম্ভে পদপিষ্ট হয়ে যাঁদের মৃত্যু হয়েছে সেই তালিকা প্রকাশ করছে না সরকার। মৃতের পরিবার যোগী সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলছে। শুধু তাই নয়, দুর্ঘটনার ৪ ঘণ্টা পরও সরকারের তরফে ক্ষয়ক্ষতির কোনও তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। বিরোধী শিবিরের তরফে অভিযোগ তোলা হয় মৃতের প্রকৃত তথ্য গোপন করছে উত্তরপ্রদেশ সরকার। তথ্য প্রকাশের দাবিতে বিরোধী শিবির রীতিমতো হই-হট্টগোল শুরু করেন তখন তাঁদের শান্ত হওয়ার আবেদন করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু।

এই ঘটনায় রীতিমতো রুষ্ট হন স্পিকার ওম বিড়লা। টেবিল চাপড়ে স্লোগান দিতে থাকা অসমের কংগ্রেস সাংসদ প্রদ্যুত বরদোলোইকে বলেন, ' মানুষ আপনাকে সংসদে প্রশ্ন করতে পাঠিয়েছেন। এখানে টেবিল ভাঙবেন না। আর যদি সেটাই করতে চান, তাহলে আরও জোরে আঘাত করুন। যাতে টেবিল ভেঙে যায়।' এরপর মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সাংসদ অলোক শর্মাকে বক্তব্য রাখার আমন্ত্রণ জানানো হয়। তবে বিরোধীদের স্লোগান ও চিকারের জেরে রাগে নিজের হেডসেট খুলে ফেলেন স্পিকার। লোকসভার পাশাপাশি রাজ্যসভাতেও এই ইস্যুতে সরব হন বিরোধী সাংসদরা। সরকার কুম্ভ নিয়ে আলোচনায় রাজি না হওয়ায় শেষে সংসদের দুই কক্ষেই বিরোধীরা ওয়াক আউট করেন। এ প্রসঙ্গে কংগ্রেস সাংসদ প্রমোদ তিওয়ারি বলেন, আমরা এক ঘণ্টার জন্য ওয়াক আউট করেছি। আবার ফিরে গিয়ে এই ইস্যুতেই সুর তোলা হবে। আমরা লাগাতার ফোন পাচ্ছি। দুর্ঘটনার পর সাধারণ মানুষ তাদের পরিবারের সদস্যদের খুঁজে পাচ্ছেন না। আমরা জানতে চাই যদি ৩০ জন মারা গিয়ে থাকেন তবে সরকার কেন সেই ৩০ জনের নামের তালিকা প্রকাশ করছে না।

একটি বাড়িতে সন্তুষ্ট নন কেজরিওয়াল, তাই 'শীশ মহল' ঃ অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সোমবার দিল্লিতে একটি নির্বাচনী জনসভায় অমিত শাহ বলেছেন, ২০১৩ সালে কেজরিওয়াল বলেছিলেন, তিনি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে বাড়ি, গাড়ি অথবা নিরাপত্তা নেবেন না। কিন্তু তিনি গাড়িও নিয়েছেন এবং বাংলোও নিয়েছেন। অমিত শাহ আরও বলেছেন, তিনি একটি বাড়িতে সন্তুষ্ট হননি, তাই তিনি 'শীশ মহল' নির্মাণ করেন। এই ৫১ হাজার কোটি টাকা কার? এটা দিল্লির মানুষের। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমরা জনসাধারণের দেখার জন্য 'শীশ মহল' খুলে দেব। কেজরিওয়াল কোটি টাকার দুর্নীতিতে লিপ্ত হওয়ার পর, তাকে কি আবার ক্ষমতায় আসতে হবে?

তিনগুণ বরাদ্দ, রেলমন্ত্রীর দাবি উড়িয়ে তৃণমূল বলল, 'কথায় কেল্লাফতে

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ বাজেটে বৈষম্যের অভিযোগের মাঝেই পশ্চিমবঙ্গে রেলের উন্নয়নে এবার বিপুল বরাদ্দ করা হয়েছে বলে দাবি করলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। রীতিমতো পরিসংখ্যান তুলে ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমানার সঙ্গে তুলনা করে মন্ত্রীর দাবি, মমতার জমানার চেয়ে এবার তিনগুণ বেশি বরাদ্দ হয়েছে বাংলার রেলে। যদিও পালটা তৃণমূলের দাবি, বাংলা বিরোধী বিজেপি সরকার খাতায় কলমে ফান্ড দেখালেও বাস্তবে সেই টাকা এসে পৌঁছয়নি। কোনও উন্নয়ন না করেই কেল্লাফতে করার চেষ্টা চলছে।

গত শনিবার সংসদে বাজেট পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। সেই বাজেটে বিহারের জন্য মোদি সরকার দুহাত উজা। করে দিলেও বাংলার জন্য সেভাবে কোনও বরাদ্দ করা হয়নি বলে অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। এহেন ডামাডোলের মাঝেই সোমবার বাংলার জন্য রেলবাজেটের বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশ্যে আনেন রেলমন্ত্রী। যেখানে তাঁর দাবি, ২০০৯ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন রেলমন্ত্রী ছিল সেই সময় থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত বাংলার জন্য রেলে বরাদ্দ করা হয়েছিল ৪,৩৮০ কোটি টাকা। সেটাই ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বরাদ্দ করা হয়েছে ১৩,৯৫৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রায় ৩ গুণ। একইসঙ্গে রেলমন্ত্রী বলেন, 'দয়া করে রাজনীতি করবেন না। সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিতে আসুন একসঙ্গে কাজ করি। প্রধানমন্ত্রী এত কিছু বরাদ্দ করছেন, আপনি জমি অধিগ্রহণ করে এবং আইন শৃঙ্খলায় নজর দিয়ে আসুন বাংলার রেল পরিকাঠামোর উন্নতি করি।' তবে রেলমন্ত্রী এহেন দাবির পাল্টা বঞ্চনার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে তৃণমূল। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূল অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, রেলমন্ত্রী থাকাকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একের পর এক প্রকল্প শুরু করেছিলেন। রেল যাত্রীদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে তিনি ট্রেনে 'অ্যান্টি কলিসন ডিভাইস' স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। গোটা দেশে রেল সংযোগ আরও জোরদার করে তুলতে বহু নতুন ট্রেনের সূচনা করেন। রেলমন্ত্রী এত ব। ব। কথা বলছেন আদতে কী করেছেন? পরপর রেল দুর্ঘটনায় কবচ সিস্টেমের কাজ কতদূর এগিয়েছে। খাতায় কলমে ফান্ড অ্যালোট করা হলেও আসলে তা এসেই পৌঁছয়নি। মেট্রো হোক কিংবা দূরপাল্লার ট্রেন বা স্টেশনগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নে কাজ না করেই কথায় কেল্লাফতে করছে এই বিজেপি সরকার। উল্লেখ্য, গত কয়েক বছরে দফায় দফায় দুর্ঘটনার খবর প্রকাশ্যে এসেছে ভারতীয় রেলে। মৃত্যু হয়েছে শয়ে শয়ে মানুষের। অথচ দুর্ঘটনা রুখতে ২০০৯ সালে রেলমন্ত্রী থাকাকালীন ' মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এনেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলায় ৩৩৩৭ কিলোমিটার রেলপথকে কবচের আওতায় আনা হলেও, এর মধ্যে কাজ শুরু হয়েছে মাত্র ৮৩১ কিলোমিটার পথে।

বাজেট মোদী সরকারের বিশ্বাসঘাতকতার বক্তব্য ছাড়া আর কিছুই নয়ঃবৃন্দা কারাট

বিজওয়াড়া, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় বাজেটের তীব্র সমালোচনা করলেন সিপিআই (এম) নেত্রী বৃন্দা কারাট। তাঁর মতে, বাজেট মোদী সরকারের বিশ্বাসঘাতকতার বক্তব্য ছাড়া আর কিছুই নয়। সোমবার বিজওয়াড়ায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বৃন্দা কারাট বলেছেন, খাদ্য ভর্তুকি কম ব্যয় করা হয়েছে। এই সরকার গরীবদের জন্য ব্যয় করার চেয়ে ধনীদের ছাড় দিতে পছন্দ করেছে। বৃন্দা কারাট আরও বলেছেন, এমন সময়ে যখন ভারত বিশ্বের অন্যতম অসম দেশ, এই সরকার ধনীদের কর দিতে অস্বীকার করেছে।

৪ ফেব্রুয়ারি অস্ত্রোপচার, কুলদীপকে দু'দিনের জামিন দিল দিল্লি হাইকোর্ট

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ উন্নাও ধর্ষণ মামলায় অভিযুক্ত বহিষ্কৃত বিজেপি নেতা কুলদীপ সিং সেঙ্গারকে দু'দিনের জন্য অন্তর্বর্তী জামিন দিল দিল্লি হাইকোর্ট। সোমবার দিল্লি হাইকোর্ট কুলদীপকে দু'দিনের জামিন মঞ্জুর করেছে। ৪ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার দিল্লির এইমস-এ অস্ত্রোপচার হবে কুলদীপ সিং সেঙ্গারের।অস্ত্রোপচারের পরবর্তী দিন, ৫ ফেব্রুয়ারি তাকে আত্মসমর্পণ করতে নির্দেশ দিয়েছে দিল্লি হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। অর্থা অস্ত্রোপচারের পরই আত্মসমর্পণ করতে হবে কুলদীপ সিং সেঙ্গারকে।

হিমাচলের কুল্লুতে মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্প, কম্পাঙ্ক ৩.৪

শিমলা, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল হিমাচল প্রদেশের কুল্লু। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৩.৪। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, সোমবার সকালে ৬.৫০ মিনিট নাগাদ কুল্লুতে ৩.৪ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ৩১.৭৫ অক্ষাংশ, ৭৭.৪৯ দ্রাঘিমাংশ।উত্তরাখণ্ডের দেহরাদুন থেকে ১৬৮ কিলোমিটার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে, পঞ্জাবের জলন্ধর থেকে ১৮৭ কিলোমিটার পূর্ব ও উত্তর-পূর্বে, উত্তরাখণ্ডের ঋষিকেশ থেকে ২০০ কিলোমিটার

সোনিয়ার বিতর্কিত মন্তব্যর পর মায়ের হয়ে সাফাই প্রিয়াঙ্কার

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারিঃ সংসদের বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর ভাষণের প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করলেন কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী। রাষ্ট্রপতির ভাষণের সমালোচনা করে তিনি তাঁকে 'বেচারা লেডি' বলে কটাক্ষ করেন। এই নিয়ে মুখ খুললেন সোনিয়া গান্ধীর কন্যা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী।প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বলেছেন, আমার মা একজন ৭০-৮০ বছরের মহিলা, তিনি খুব সাধারণভাবেই বলেছেন যে রাষ্ট্রপতি এত দীর্ঘ বক্তৃতা পড়েছেন এবং ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, বেচারা... তিনি (সোনিয়া গান্ধী) ভারতের রাষ্ট্রপতিকে সম্পূর্ণভাবে সম্মান করেন। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে এই ধরনের জিনিস সংবাদমাধ্যম ভুলভাবে উপস্থাপনা করছে।উল্লেখ্য, রাষ্ট্রপতির ভাষণের বিষয়ে সোনিয়া গান্ধীকে প্রশ্ন করা হলে, শুরুতে তিনি সরাসরি কিছু বলেননি। তবে, সোনিয়া ও রাহুল গান্ধীকে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে দেখা যায়। এরপর, রাষ্ট্রপতির ভাষণ সম্পর্কে সোনিয়া বলেন, 'এগুলো মিথ্যা প্রতিশ্রুতি'। এরপর রাহুল গান্ধী বলেন, রাষ্ট্রপতির ভাষণ একঘেয়ে ছিল। তখন সোনিয়া গান্ধী বলেন, 'বেচারা মহিলা... রাষ্ট্রপতিজি শেষের দিকে খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন।'

বিদেশে ভারতকে অসম্মান করতে ভালোবাসে কংগ্রেসঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩ফেব্রুয়ারিঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সম্পর্কে কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধীর মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দিল্লির দ্বারকায় এক নির্বাচনী প্রচারে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, দ্রৌপদী মুর্মুজি আদিবাসী পরিবার থেকে এখানে এসেছেন। তাঁর মাতৃভাষা হিন্দি নয়, ওড়িয়া। তিনি সম্প্রতি সংসদকে চমকারভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন, ভাষণ দিয়েছেন। কিন্তু কংগ্রেসের শাহী পরিবার তাকে অপমান করতে শুরু করেছে।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, শাহী পরিবারের এক সদস্য বলেন, আদিবাসী কন্যা বিরক্তিকর বক্তৃতা দিয়েছেন। আরেক সদস্য আরও একধাপ এগিয়ে রাষ্ট্রপতিকে বেচারা বলেছেন। তারা আদিবাসী কন্যার বক্তৃতা বিরক্তিকর মনে করে। এটা দেশের ১৬ কোটি আদিবাসী ভাই-বোনের অপমান। এটা দেশের প্রতিটি গরিব মানুষের অপমান...তারা মানুষকে গালি দিতে, বিদেশে ভারতকে অপমান করতে এবং শহুরে নকশালদের কথা বলতে পছন্দ করে। দিল্লিকে খুব সতর্ক থাকতে হবে।

বিজেপি নেতৃত্বাধীন মণিপুর সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার জেডিইউ-এর একমাত্র বিধায়ক মহম্মদ আব্দুলের

ইমফল, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ মণিপুরে বিজেপি নেতৃত্বাধীন নংথমবাম বীরেন সিং সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করেছেন জনতা দল (ইউনাইটেড)-এর একমাত্র বিধায়ক মহম্মদ আব্দুল নাসির। জনতা দল (ইউনাইটেড)-এর মণিপুর ইউনিটের তরফ থেকে গত (২২ জানুয়ারি) দলীয় বিধায়ক নাসিরের সমর্থন প্রত্যাহার সংবলিত চিঠি রাজ্যপাল অজয় কুমার ভাল্লার কাছে পাঠানো হয়েছে। রাজ্যের একমাত্র জেডিইউ বিধায়ক মহম্মদ আব্দুল নাসির এখন বিরোধী বেঞ্চে বসবেন, জানিয়েছেন দলের প্রদেশ সভাপতি কে বীরেন সিং।এদিকে মহম্মদ আব্দুল নাসিরের সমর্থন প্রত্যাহারে এন বীরেন সিং সরকারের ওপর কোনও প্রভাব ফেলবে না বলে দাবি করেছেন বিজেপির প্রদেশ সভানেত্রী শারদা অধিকারিমায়ুম দেবী। তিনি বলেন, ৬০ সদস্যের মণিপুর বিধানসভায় বিজেপির দখলে ৩৭টি আসন। এছাড়া নাগা পিপলস ফ্রন্টের পাঁচ এবং তিনজন নির্দলীয় বিধায়কের সমর্থন রয়েছে বীরেন সিং সরকারের ওপর। রাজ্যপাল অজয় কুমার ভাল্লার কাছে প্রেরিত চিঠিতে জেডি (ইউ)-এর প্রদেশ সভাপতি কে বীরেন সিং বলেছেন, '২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিমার্চে অনুষ্ঠিত মণিপুর রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে জেডি (ইউ)-এর ছয় প্রার্থী বিজয়ী হয়েছিলেন। কয়েক মাস পর জেডি (ইউ)-এর পাঁচ বিধায়ক বিজেপিতে যোগ দেন। ওই পাঁচ বিধায়কের ভারতের দশম তফশিলের অধীনে স্পিকারের ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন।'এছাড়া রাজ্যে চলমান জাতিগত সহিংসতা মোকাবিলায় বিজেপি-নেতৃত্বাধীন সরকারের ব্যর্থতায় অসন্তোষ বলে এই সিদ্ধান্তের পেছনে প্রধান কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছে জেডি (ইউ)। দলের প্রদেশ সভাপতি জানিয়েছেন, রাজ্যপাল ছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই পদক্ষেপ সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে।

অরুণাচলের চাংলাং-এ মুখ্যমন্ত্রী খাণ্ডুর হাতে উন্মোচিত রাশিয়ায় তৈরি ঐতিহাসিক টি-৫৫ ট্যাংক

ইটানগর, ৩ ফেব্রুয়ারিঃ অরুণাচল প্রদেশের চাংলাং জেলার অন্তর্গত জয়রামপুরে প্রদর্শনীর জন্য রাশিয়ায় তৈরি ঐতিহাসিক টি-৫৫ ট্যাংকের উন্মোচন করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খাণ্ডু। এই ট্যাংকারটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এবং পরবর্তীতে ১৯৬৫ সালে ভারত-চিন যুদ্ধে এই ট্যাংকটি অরুণাচল প্রদেশে (তদানীন্তন নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ার এজেন্সি সংক্ষেপে নেফা) ভারতীয় সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।ট্যাংকারটি চাংলাঙের জয়রামপুরে পরিত্যক্ত অবস্থায় মাটির স্তূপে ঢাকা পড়েছিল। ভারতীয় সেনাবাহিনী তাকে খুঁড়ে বের করে সংস্কার করার পর মুখ্যমন্ত্রী পেমা খাণ্ডুর হাত দিয়ে তা উন্মোচন করানো হয়েছে। এই ট্যাংক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছাড়াও ১৯৬৫ সালে ভারত-চিন যুদ্ধে অরুণাচল প্রদেশে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এটি এখন ভারতের সাঁজোয়া যুদ্ধের উত্তরাধিকারী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক বলে তুলে ধরা হয়েছে।সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী পেমা খাণ্ডু ট্যাংকার উন্মোচনের মুহূর্ত শেয়ার করে লিখেছেন, 'চ্যাংলা জেলার জয়রামপুরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কবরস্থানে একটি ঐতিহাসিক টি-৫৫ রাশিয়ায় তৈরি যুদ্ধ-ট্যাংক উন্মোচন করতে পেরে গর্বিত। ১৯৬৫ সালে একে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এই ট্যাংক আমাদের দেশের সাঁজোয়া যুদ্ধের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এখন এই ট্যাংকারটি বাতিল করা হলেও এটি আমাদের সৈন্যদের সাহসিকতা এবং উৎসর্গের নিদর্শন হিসেবে থাকবে।'পেমা খাণ্ডু আরও লিখেছেন, 'ভারতের সামরিক ঐতিহ্যকে সম্মান করার একটি বৃহত্তর উদ্যোগের অংশ। লেফটেন্যাঃট কর্নেল টিসি তাইয়ুম এটা সহ চারটি ট্যাংক অরুণাচল প্রদেশে আনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। অনুরূপ মোট আটটি ট্যাংক রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শনের জন্য রাখার পরিকল্পনা করা হয়েছে। একসময় যুদ্ধে গর্জনকারী এই ট্যাংকগুলি এখন জনগণের মধ্যে, বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে দেশপ্রেম ও

সরকারকে প্রশ্ন করার পরিবর্তে বিঘ্ন ঘটানো ঠিক নয়ঃকিরেন রিজিজু

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ লোকসভার কাজকর্মে বিঘ্ন ঘটানোর জন্য বিরোধীদের ভূমিকার নিন্দা করলেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। সোমবার লোকসভায় রিজিজু বলেছেন, সরকারকে প্রশ্ন করার পরিবর্তে বিঘ্ন ঘটানো মোটেও ঠিক নয়। সোমবার লোকসভার অধিবেশনের শুরুতে বিরোধীদের উদ্দেশ্যে অধ্যক্ষ ওম বিড়লা অনুরোধ জানান, আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য। এই অনুরোধে শান্ত হননি বিরোধীরা।তখন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেছেন, আমি বারবার বিরোধীদের অনুরোধ করেছি প্রশ্নোত্তর পর্ব বিঘ্নিত না করার জন্য। প্রশ্নোত্তর পর্ব সদস্যদের এবং তা সরকারের কাছে প্রশ্ন করার জন্য। সরকারকে প্রশ্ন করার পরিবর্তে এইভাবে সংসদে ঘটানো ঠিক নয়। জনসাধারণ আপনাকে প্রশ্ন করবে, আপনি যদি নিজের দায়িত্ব পালন না করেন, তাহলে সংসদে কেন এসেছেন।

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় প্রধানমন্ত্রীর, এএপি সরকারকে বিঁধলেন মোদী

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লির শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথোপকথনের সময় দিল্লির আম আদমি পার্টির সরকারকে নিশানা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। দিল্লি সরকার কীভাবে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্য নষ্ট করেছে তা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, আমি দিল্লিতে শুনেছি, তাঁরা (এএপি সরকার) নবম শ্রেণির পরে বাচ্চাদের উঁচু ক্লাসে যেতে দেয় না। শুধুমাত্র সেই ছেলে-মেয়েদের যেতে দেওয়া হয়, যাদের পাস করার নিশ্চয়তা রয়েছে। কারণ তাদের ফলাফল খারাপ হলে তাদের সরকারের সুনাম নষ্ট হবে, সেই কারণে খুব অস কাজ করা হয়।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে

নয়াদিল্লি(পিআইবি),৩ ফেব্রুয়ারিঃ আই বা কৃত্রিম মেধার অন্তরালে থাকা কর্মীরা বঞ্চিত । এই ভারতীয় স্টার্টআপ তারই সমাধান চায় ।নারিকেল গাছের ছায়ায় চন্দ্রিকা রোদ থেকে আড়াল করতে স্মার্টফোনের স্ক্রিনটা একটু ঘোরালো । ভারতের দক্ষিণের রাজ্য কর্নাটকের আলাহাল্লি গ্রামের এক সকাল । কিন্তু, গরম ও গুমোট ক্রমশ বাড়ছে । স্ক্রিনে আঙুল দিয়ে চন্দ্রিকা একের পর এক অডিও ক্লিপে ক্লিক করে । সদ্য শুরু করেছে এই অ্যাপটির ব্যবহার । সেটি কেমন সহজ তা বোঝা যাচ্ছে । প্রতিবার ট্যাপ করলেই মাতৃভাষায় তার কন্ঠ শোনা যাচ্ছে ।এই অ্যাপটি ব্যবহার শুরু করার আগে ৩০ বছরের চন্দ্রিকার (যে অন্য অনেক দক্ষিণ ভারতীয়ের মতোই বাবার নামের প্রথম অক্ষরকে ব্যবহার করে নামের শেষ অংশের বদলে) ব্যাঙ্কে ছিল মাত্র ১৮৪ টাকা(২.২৫ ডলার) । তবে, এপ্রিলের শেষ দিকে বেশ কয়েকদিন ধরে ৬ ঘন্টা করে খেটে সে পায় ২,৫৭০ টাকা (৩১.৩০ ডলার)। এই টাকাটা দূরের স্কুলে শিক্ষকতা করে পাওয়া মাস মাইনের প্রায় সমান । তাও সেখানে যেতে আসতে তাকে তিনবার বাসের ভাড়া গুনতে হয় । সেখানে যেমন শিক্ষকতা করে মাসান্তে বেতন মেলে, এই অ্যাপে তাও নয় । ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ে যায় মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে । মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় ৬ কোটি মানুষ প্রধানত যে ভাষায় কথা বলে, সেই মাতৃভাষা কন্নড়ে চেঁচিয়ে পড়ে দিলেই । চন্দ্রিকা এই অ্যাপ ব্যবহার করে ঘণ্টায় প্রায় ৫ ডলার উপার্জন করে । ভারতে ন্যূনতম আয়ের প্রায় কুড়ি গুণ । আর কিছুদিনের মধ্যেই আরও টাকা আসতে থাকবে । সেইসঙ্গে একবার ৫০ শতাংশ বোনাস ভয়েস ক্লিপ ঠিকঠাক হলেই ।চন্দ্রিকার কন্ঠ এই উপার্জন করতে পারছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম মেধার রমরমার জন্যই । বর্তমানে তো এআইইই সব । যেমন চ্যাট জিপিটি-র মতো বড়সড় ভাষা মডেল ইংরেজির মতো ভাষা নিয়েই কাজ করে । অন লাইনে যার টেকসট এবং অডিও ডেটা আখছারই পাওয়া যায় । অন্যদিকে, কন্নড় ভাষা কয়েক লক্ষ মানুষ ব্যবহার করলেও ইন্টারনেটে তার বিশেষ সন্ধান মেলে না । (উইকিপিডিয়ায় ৬ মিলিয়ন ইংরেজি নিবন্ধ আছে, কিন্তু কন্নড়ে আছে মাত্র ৩০ হাজার) । এই ভাষা নিয়ে যদি কাজ করতেই হয়, তাহলে এআইকে আরও সড়গড় করে তুলতে হবে যাতে স্থানীয় বাকভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা না হয় । ইংরেজির ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করা খুব সোজা । কিন্তু, কন্নড়ের মতো ভাষার ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হতে হবে ।বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসট অথবা ভয়েস ডেটা সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে । এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায় । একই মাপের চাহিদা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে । বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিন্দিরই চল বেশি । এই বর্ধিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকাই বুঝতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান ।তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল চালিকাশক্তি তা ভারতে নতুন নয় । বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে । একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে সেই তথ্য নিয়ে কাজ চলছে । এবং পূর্বের মতোই শিল্পে বেতন বা মজুরি নিয়ে বিরোধ বহাল আছে । যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তা আইন মাফিক হলেও অতি ন্যূনতম । কারণ ওই তথ্যই বিদেশি ক্লায়েন্ট দের কাছে বিক্রি হচ্ছে অনেক বেশি দামে । ২০২২-এ বিশ্বজুড়ে এআই ডেটা ক্ষেত্রের মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ২০৩০-এর মধ্যে ১৭ বিলিয়ন ডলার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । তার মাত্র কিছু অংশই ভারত, কেনিয়া, ফিলিপিন্সের ডেটো কর্মীদের কাছে পৌঁছয় ।এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কর্মীই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম বিশেষ□জোনাস ভ্যালেন্তে বলছেন, আমরা এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি, যা আমাদের সমগ্র সমাজে প্রভাব ফেলে । এবং একমাত্র কর্মীরাই ওই ব্যবস্থাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারে । যদি আমাদের কর্মীরা মৌলিক অধিকারটুকু পায় তাহলে আমার বিশ্বাস ফলাফল আরও ভালো হবে । বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা আরও উচ্চমানের হবে ।আলাহাল্লি এবং চিলুকাভাদি লাগোয়া গ্রামগুলিতে একটি ভারতীয় স্টার্টআপ নতুন মডেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে । চন্দ্রিকা কাজ করে কারিয়া কোম্পানিতে । বেঙ্গালুরুতে এই অলাভজনক সংস্থাটির পথ চলা শুরু হয়েছিল ২০২১-এ । এরা নিজেদের বলে বিশ্বের প্রথম নীতিনিষ্ঠ ডেটা কোম্পানি । অন্য প্রতিপক্ষ কোম্পানির মতোই এরা বড় বড় টেক কোম্পানি এবং অন্য খরিদ্দারদের তথ্য বেচে বাজারদরে । তবে, নিজের খরচাটা তোলার পরে মুনাফার বাকি অংশটা খরচ করে ভারতের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য । (কারিয়া স্থানীয় এনজিওগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিদের পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক মানুষজনের কাছে তাদের অর্থ পৌঁছয়) । ন্যূনতম ঘন্টায় ৫ ডলারের পাশাপাশি কারিয়া তার কর্মীদের তথ্যের মালিকানাও প্রদান করে । ফলে, যখন সেটি আবার বিক্রি হয়, তখন তার একটা অংশ কর্মী পায় তার মজুরি বাদেও । এমন একটি মডেল আর কোথাও এই শিল্পে নেই ।কারিয়ার এই কাজের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যাদের ভাষা অন লাইনে তেমন স্থান পায় না তারাও এআই সহ প্রযুক্তির সুবিধা পায় । ২৩ বছরের ছাত্র বিনুতা বাবা-মার ওপর নির্ভরতা কমাতে কারিয়াকেই অবলম্বন করেছে । তার কথায়, গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ ইংরেজি জানে না । যদি একটা কমপিউটার কন্নড় বোঝে, তাহলে খুবই উপকার হয় । কারিয়ার সিইও ২৭ বছরের মনু চোপড়া বলছেন, বর্তমানে যা মজুরির হার, তাকে বাজারের ব্যর্থতাই বলতে হয় । আমরা অলাভজনক থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কারণ আপনি কখনও বাজারে ঢুকে বাজারের ব্যর্থতার সমাধান করতে পারবেন না ।মূল কথাটি হল কাজটা অতিরিক্ত । প্রথমেই কারিয়া তার কর্মীদের যেটা বলে, সেটা হল এটা কোনো স্থায়ী চাকরি নয় । বরং দ্রুত আয় বাড়াবার একটি উপায়, যাতে অন্যান্য কাজ করার উৎসাহ পাওয়া যায় । অ্যাপ ব্যবহার করে একজন কর্মী সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ৫০০ জলার পর্যন্ত রোজগার করতে পারে, যা ভারতের গড় বার্ষিক আয়ের সমান । এরপরে, তারা অন্যজনের জন্য রাস্তা করে দেয় । কারিয়া জানিয়েছে সারা দেশে ৩০ হাজার গ্রামীন মানুষকে তারা মজুরি হিসেবে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা(প্রায় ৮ লক্ষ ডলার)দিয়েছে । ২০৩০-এর মধ্যে এটিকে ১০ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান চোপড়া । তিনি বলেছেন, ঠিকঠাক চললে আমি মন থেকে বিশ্বাস করি যে, এটাই লক্ষ লক্ষ মানুষকে দ্রুত দারিদ্রমুক্ত করতে পারবে । চোপড়া দারিদ্রের মধ্যেই বড় হয়েছেন । স্টানফোর্ডে বৃত্তি পাওয়ার পর তার জীবনটাই বদলে যায় । চোপড়া বলছেন, এটা একটা পুরোপুরি সামাজিক প্রকল্প । সম্পদই শক্তি । আর আমরা চাই পিছিয়ে থাকা মানুষজনের মধ্যে সম্পদের পুনবন্টন ।চোপড়াই প্রথম প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান নয়, যারা বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষের উপকারের জন্য এআই তথ্যের সম্ভাবনা নিয়ে ভেবেছে । চ্যাট, জিপিটি এবং মেটার ফেসবুকের জন্য কাজ করা আউটসোর্সিং কোম্পানি সামাও গ্লোবাল সাউথের মানুষজনকে দারিদ্রমুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করে বলে নিজেদের পরিচয় দেয় । কিন্তু, কেনিয়ার অনেক চ্যাট জিপিটি কর্মীই ঘন্টায় ২ ডলারের কম রোজগার করে । তারা বলেছে, তাদের সঙ্গে পরিচয় করানো হয় প্রশিক্ষণ তথ্যের, যাতে তারা দিশাহারা । ওই কোম্পানি ফেসবুকের জন্যও একই ধরনের কাজ করে । তাতে যুক্ত এক কর্মী জানিয়েছে, আরও ভালো কাজের পরিবেশের দাবি করায় তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । সামার বক্তব্য কর্মীদের বেশি মজুরি দিলে স্থানীয় অর্থনীতি নড়বড়ে হয়ে যেতে পারে । তাতে ভালোর চেয়ে খারাপই হবে বেশি । তবে কর্মীদের বক্তব্য মালিকদের এই কথা ইতিহাসকেই স্মরণ করায় ।চোপড়া বলছেন, গত ৫ বছরে সবচেয়ে বেশি যেটা শিখেছি, এটা নিশ্চয়ই সম্ভব । এটা আকাশ কুসুম কল্পনা নয় । ন্যূনতম মজুরি ২০ গুণ বাড়ালেও সংস্থা লাভজনকই থাকবে ।কারিয়ার কথা প্রথম শুনলে একটু সন্দেই হবে, কেননা সামাও তার পথ চলা শুরু করেছিল অলাভজনক সংস্থা হিসেবে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে । কিন্তু, পরে তারা মুনাফাখোর ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে । তাহলে কারিয়া কি পারবে তার নীতির প্রতি নিষ্ঠা রাখতে ? যদি পারে, তা সেটাও বা কতদিন । একটা বিষয় পরিস্কার সব প্রশ্নের উত্তর পেতে ভারতের থেকে ভালো পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থান আর হয় না । সেখানে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে সস্তা ডেটা মোবাইল ডেটা । যে দেশে গ্রামের একজন গরীব মানুষেরও স্মার্টফোন ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে । আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী

আচরণ অবশ্যই অনুকরণীয়, বিবেচ্য ও গঠনমূলক হতে হবে ঃজগদীপ ধনখড়

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ আচরণ অবশ্যই অনুকরণীয়, বিবেচ্য ও গঠনমূলক হতে হবে। সোমবার এই মন্তব্য করলেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়। রাজ্যসভার অধিবেশনের শুরুতে তিনি বলেছেন, আমাদের আচরণ অবশ্যই অনুকরণীয় হতে হবে, আমাদের চিন্তাভাবনা বুদ্ধিমান এবং গঠনমূলক এবং আমাদের ক্রিয়াকলাপগুলি ১৪০ কোটি নাগরিকদের কল্যাণে চালিত হতে হবে, যারা আমাদের প্রতি নিজেদের বিশ্বাস রাখেন।রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখ। আরও বলেছেন, প্রাণবন্ত ও কার্যকরী সংসদ হল গণতন্ত্রের প্রাণ। মহান মহাকুম্ভ ভারতের আধ্যাত্মিক এবং সাংস্কৃতিক সারাংশের একটি উজ্জ্বল উদযাপন, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, সম্মিলিত মঙ্গল এবং সত্য, সহনশীলতা ও সম্প্রীতির প্রতি চিরস্থায়ী প্রতিশ্রুতি প্রদান করে।

দিল্লিতে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের চেয়ে বড় গুন্ডা আর নেইঃগিরিরাজ সিং

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে তীব্র আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং। সোমবার সংসদ ভবন চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গিরিরাজ সিং বলেছেন, দিল্লিতে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের চেয়ে বড় গুন্ডা আর নেই।গিরিরাজ সিং আরও বলেছেন, অরবিন্দ কেজরিওয়াল গরিবদের ঠকিয়ে ও নোংরা জল দিয়ে'গুন্ডাগর্দি' করেছেন। অরবিন্দ কেজরিওয়াল গত দশ বছর ধরে দিল্লির মানুষের সঙ্গে 'গুন্ডাগর্দি' করছেন, তাঁর চেয়ে বড় 'গুন্ডা' আর কেউ নেই।

স্কুলের শিক্ষক পতন পাটের বস্তা দিয়ে সরস্বতী তৈরী মুর্তি পুজো রামচন্দ্র হাই স্কুলে

ধনঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় গুসকরাঃছাত্র ছাত্রীদের আবদারের এবং শিক্ষক শিক্ষিকাদের উৎসাহে পাটের চটের বস্তা দিয়ে সরস্বতী মুর্তি করে ঐ স্কুলের শিক্ষক তপন দাস । ছয় ফুট উঁচু এই মুর্তি তৈরি করতে প্রায় ৪০ দিন সময় লাগে। তার তৈরি সরস্বতী মুর্তি নিজের বিদ্যালয়ে পুজো হওয়ায় ভীষণ খুশি তপন বাবু। বলেন ছাত্র ছাত্রীদের আবদারের পুরন করতে পেরেছি । ছাত্র ছাত্রী সাথে সহকর্মী রাও খুশি। পেশায় শিক্ষক তপন দাস পরিত্যক্ত ব্রজ দ্রব্য দিয়ে কখনো পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির কখনো দক্ষিণেশ্বরে মন্দির তৈরি

করেছেন।গত কালী পুজো কলাগাছের বাকল দিয়ে তৈরি করেন কালী মূর্তি।যেটি গুসকরা ছন্নছাড়া ক্লাবের পুজো প্যান্ডেলে প্রদর্শিত হয়। গুসকরা বাসী তপন বাবু নতুন নতুন চিন্তা ভাবনা নতুন নতুন কিছু করে থাকেন মনের তাগিদে।

কাঁকুড়গাছিতে লরি ও বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ, আহত বেশ কয়েক জন

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ মহানগরী কলকাতায় ফের দুর্ঘটনা! কাঁকুড়গাছি রেলব্রিজের নীচে একটি যাত্রিবাহী বেসরকারি বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হল লরির। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন কয়েক জন যাত্রী। রবিবার রাতে যাত্রিবাহী একটি বাস উল্টোডাঙার দিকে যাচ্ছিল। কাঁকুড়গাছি রেলব্রিজের নীচে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বাসটি।

আজ ক্রিকেটার পঙ্কজ রায়ের প্রয়াণ দিবস

কলকাতা, ৩ফেব্রুয়ারি ঃ ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম নক্ষত্র বাংলার পঙ্কজ রায়। ১৯২৮ সালের ৩১ মে অবিভক্ত ভারতবর্ষের ঢাকা শহরে জন্মগ্রহণ করেন এই উপমহাদেশের অন্যতম ক্রিকেটার পঙ্কজ রায়।উত্তর কলকাতার বাগবাজারের কুমোরটুলি পার্কের ৮ নম্বর অভয় মিত্র স্ট্রিটের পঙ্কজ ছিলেন ডানহাতি ব্যাটসম্যান ও মিডিয়াম পেসার।দেশের হয়ে তিনি প্রথমবার প্রতিনিধিত্ব করেন ১৯৫১ সালে ভারত সফররত ইংল্যান্ড দলের বিরুদ্ধে। ১৯৪৬ সালে বাংলার হয়ে রঞ্জিতে অভিষেকে উত্তর প্রদেশের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করেন পঙ্কজ রায়।টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে তাঁর অনেক রেকর্ড আছে, অনেকগুলি আবার ভেঙেও গিয়েছে। যার মধ্যে ১৯৬৬ সালে পঙ্কজ রায় এবং বিণু মানকাড়ের ওপেনিং জুটির সেই রেকর্ড যা চেন্নাইয়ে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে হয়েছিল ৪১৩ রানের। পঙ্কজ রায় করেছিলেন ১৭৩ রান এবং বিনু মানকড় করেছিলেন ২৩১ রান। কেরিযারে তিনি ৪৩ টি টেস্ট খেলেছিলেন, যেখানে তিনি ৩২.৫৬ গড়ে ২৪৪২ রান করেছিলেন। তাঁর ব্যাট থেকে এসেছিল ৯টি হাফ-সেঞ্চুরি এবং ৫ টি সেঞ্চুরি।১৮৫ টি প্রথম শ্রেণীর খেলায় পঙ্কজ রায় মোট ১১৮৬৮ রান করেন, এর মধ্যে ১টি ডবল সেঞ্চুরি, ৩৩ টি সেঞ্চুরি আর ৫০টি হাফ সেঞ্চুরি। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে বল হাতে নেন ২১ টি উইকেট, একবার এক ইনিংসে৫ উইকেটও নিয়েছিলেন ৫৩ রানের বিনিময়ে, বোলিং গড় ছিল ৩০.৮৫।অবসরের পর তিনি নির্বাচক হিসাবেও দাযিত্ব পালন করেছিলেন। ১৯৮৩ বিশ্বকাপের জন্য ভারতীয় নির্বাচন কমিটিরও একজন ছিলেন। ২০০০ সালে কলকাতার শেরিফ নিযুক্ত হন। ক্রিকেটে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য ১৯৭৫ সালে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মশ্রী দিয়েও ভূষিত করেছিলেন। ২০০১ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছিল এই তারকা ক্রিকেটারের।

জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন আরও পাঁচ বছর চলবেঃপীযূষ গোয়েল

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারিঃ জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন আরও পাঁচ বছর চলবে। এক সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বলেছেন, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন আরও পাঁচ বছর চলবে।মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল আরও বলেছেন, মন্ত্রিসভা কাঁচা পাটের জন্য এমএসপি অনুমোদন করেছে, প্রতি কুইন্টাল ৫,৬৫০

আবহাওয়া

মহানগরী কলকাতায় তাপমাত্রার পারদ ঊর্ধ্বমুখীই, শুক্রবারও কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকল ২১ ডিগ্রির ঘরেই। ফলে শীতের আমেজ একধাক্কায় উধাও হয়ে গিয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী চার-পাঁচ দিনও স্বাভাবিকের উপরেই থাকবে তাপমাত্রা। অর্থাৎ সরস্বতী পুজোয় এবার ঠান্ডা মালুম হবে না। একের পর এক পশ্চিমী ঝঞ্জাতেই মাঘ মাসে শীত উধাও। এ ছাড়া, অসম এবং হরিয়ানায় রয়েছে জোড়া ঘূর্ণাবর্ত। সঙ্গে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে আসছে জোড়া পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। ফলে আপাতত বঙ্গে শীতের ফেরার কোনও সম্ভাবনা নেই। সরস্বতী পুজোর সময়েও কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে থাকবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহের শেষে পারদ সামান্য নামতে পারে। সেই সময় দিন কয়েকের জন্য শীতের আমেজ ফিরলেও ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝিই এই যাত্রার মতো বঙ্গ থেকে বিদায় নেবে শীত। জোয়ার-সকাল ১১ টা ৫২ মিনিট এবং রাত ১১টা ৫২ মিনিট। ভাটা-সকাল ৮ টা৫২মনিট এবং রাত ২ টা ৫২মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ১৫মিনিট এবং অস্ত ৫টা ২০মিনিট

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

২১মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ,সোমবার, ইংরেজীঃ২□ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ১৯ মাঘ, চান্দ্রঃ ১২ মাধব মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিত্রঙ্কম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ ১৮মাঘ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ ১৯মাঘ ১৯৪৬, মৈতৈঃ১২ বাকচিং, আসামঃ২৬ পুহ, মুসলিমঃ১১-রজব-১৪৪৬ হিজরী।শ্রীকুর্ম দ্বাদশীসূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ২১ঃ১৬ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ০৭ঃ২৯।চন্দ্র উদয়ঃদুপুর ০২ঃ৩০ঃ৩৭(১১) এবং অস্তঃশেষ রাত্রি ০৪ঃ৪৭ঃ৪২(১১)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃ ত্রয়োদশী (জয়া) শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ৫৮ঃ১২ দং ৫৯১৫২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃরোহিণী দুপুর ঘ ০০ঃ১৮ঃ২১ দং ১৪৫২২৭.৫ পর্যন্ত পরে মৃগশিরাকরণঃকৌলব রাত্রিঃ০৬ঃ৪৬ঃ২৬ দং ৩১২৪০ পর্যন্ত পরে তৈতিলযোগঃশুক্র দুপুর ঘ ০০ঃ০৩ঃ৩৭ দং ১৪১৫৩৭.৫ পর্যন্ত পরে ব্রহ্মঅমৃতযোগঃদিন ০৬ঃ২১ঃ২২ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ২৭ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৪৭ঃ৩২ থেকে - ০৯ঃ৫৬ঃ৪৬ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০৬ঃ০১ থেকে - ০২ঃ৫৮ঃ২০ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৪১ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০১ঃ০৩ঃ৫১ থেকে - ০২ঃ৪৯ঃ৪১ পর্যন্ত।মহেন্দ্রযোগঃ রাত্রি ০২ঃ৪৯ঃ৪১ থেকে - ০৩ঃ৪২ঃ৩৭ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ০৭ঃ০৪ঃ২৭ থেকে - ০৭ঃ৪৭ঃ৩২ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ থেকে - ০৬ঃ০০ঃ৩০ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০১ঃ০৫ঃ১৫ থেকে - ০২ঃ২৬ঃ০২ পর্যন্ত। কালবেলাঃ দিন ০৬ঃ২১ঃ২২ থেকে - ০৭ঃ৪২ঃ০৯ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৪৬ঃ৪৮ থেকে - ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ থেকে - ০৬ঃ৪৬ঃ৪৮ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ৪২ঃ০৯ থেকে - ০৬ঃ২১ঃ২২ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৮২৭৩২৫ (২১) ১ পদচন্দ্রঃ২৩৪৪২ (৫) ৩ পদমঙ্গলঃ৩৪৫০১৭ (৮) ১ পদবুধঃ৮১০৯৭ (১৯) ৪ পদবৃহস্পতিঃ১১৮৫১৩ (৪) ৩ পদশুক্রঃ১০১৩৩০১১ (২৪) ৩ পদশনিঃ১০১৮১২৪৬ (২৪) ৪ পদরাহুঃ১১৯০১ (২৬) ২ পদকেতুঃ৫৯০১ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রিবৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃ ধনু রাশি সকাল ০৬ঃ৩৪ঃ৫৪ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ০৮ঃ২১ঃ৪৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ০৯ঃ৫৫ঃ১১ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ১১ঃ২৬ঃ১৬ পর্যন্ত। মেষ রাশি দুপুর ০১ঃ০৬ঃ৫০ পর্যন্ত। বৃষ রাশি দুপুর ০৩ঃ০৫ঃ১৩ পর্যন্ত। মিথুন রাশি বিকাল ০৫ঃ১৮ঃ৩২ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৭ঃ৩৪ঃ১৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি রাত্র ০৯ঃ৪৫ঃ৩৫ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্র ১১ঃ৫৫ঃ৪৭ পর্যন্ত। তুলা রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ০৯ঃ৫৬

বাঘাযতীনের ফ্ল্যাটকান্ডে হরিয়ানা থেকে গ্রেফতার ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থার কর্ণধার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ বাঘাযতীনের হেলে পড়া ফ্ল্যাট বিপর্যয়ের ঘটনায় এবার গ্রেফতার হলেন ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থার কর্ণধার। হরিয়ানা থেকে অভিষেক নাগরা নামে ওই ব্যক্তিকে সোমবার সকালে ধরেছে নেতাজি নগর থানার পুলিশ। অভিষেকের সংস্থাই বাঘাযতীনের হেলে পড়া ওই ফ্ল্যাটটিকে সোজা করার দায়িত্ব নিয়েছিল। তবে তাতে কাজের কাজ হয়নি। উল্টে আরও হেলে বড়সড় বিপর্যয় নেমে এসেছে বাসিন্দাদের জীবনে। কেন কাজে এমন গাফিলতি? কারা কাজের দায়িত্ব দিয়েছিল, সমস্ত খুঁটিয়ে জানতে অভিষেককে পুলিশ নিজেদের হেফাজতে নিতে চায়।

সাত সকালে অস্ত্র নিয়ে মাছ ব্যবসায়ীর ওপরে হামলা

দুরন্ত বার্তা, বসিরহাট, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ বলিরহাট মহকুমার বসিরহাট থানার সংগ্রামপুর পশ্চিম পাড়ার ঘটনা। আজ ভোর চারটা নাগাদ কলকাতার উদ্দেশ্যে মাছ কিনতে রওনা দিয়েছিলেন ব্যবসায়ী মোস্তফা মন্ডল, সেই সময় কয়েকজন দুস্কৃতী ঘিরে ধরে তারপর আগ্নেয় অস্ত্র নিয়ে কোপাতে থাকে। কিছু বুঝে ওঠার আগে নগদ ৩০,হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দেয় দুস্কৃত দল। কিছু সময় পর আশপাশের লোক বেরিয়ে এসে এই ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করে। তারপর জানা যায় প্রথমে ব্যবসায়ীকে ঘিরে ধরে তারপর গলায় মামলার পেঁচিয়ে ধরে চোখে মুখে বালি দিয়ে দুস্কৃতীরা ছিনতাই করে পালিয়ে যায়। কাউকে চিনতে পারিনি। এই ঘটনার পর আতঙ্ক রয়েছে গোটা গ্রাম ঘটনাস্থল থেকে ঢিল ছড়া দূরত্ব বসিরহাট পুলিশ জেলার সুপারের অফিস সেখানে ভোরবেলায় এই ধরনের ঘটনায় যথেষ্ট পরিমাণে চিন্তিত সাধারণ মানুষ। বসিরহাট থানায় অভিযোগ জানালে ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে তদন্ত শুরু করেছে। এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার বা আটক করা যায়নি।

সুন্দরবনের মামুদপুরে এছরের থিম শহর কলকাতা

সৌরভ দাশ,হিঙ্গলগঞ্জ, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ সুন্দরবনের মামুদপুরে জাঁকজমকপূর্ণ সরস্বতী পুজো অনুষ্ঠিত হয় প্রতিবছরই।এবারও বিভিন্ন ক্লাব সংগঠনের তরফে মনোগ্রাহী থিমের পুজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এবছর ৫৮ তম বছরে পদার্পণ করছে হিঙ্গলগঞ্জের মামুদপুরের নেতাজি সঙ্ঘ। এবারের বাণী বন্দনায় এই ক্লাবের উদ্যোক্তাদের ভাবনায় উঠে এসেছে শহর কলকাতা। কলকাতা শহরের বিভিন্ন রকমের দৃশ্য পট তুলে ধরা হয়েছে মন্ডপে। শহরের ফুটপাতের দৃশ্য থেকে ফুটে উঠেছে ট্রামের চিত্র, ঠেলা গাড়িও রাখা হয়েছে মন্ডপে। ফুটিয়ে তোলা হয়েছে রানী রাসমণি রোড, হাজরা রোড, সহ একাধিক ঐতিহ্য বাহী সড়ক ও স্থান গুলিকে, তুলে ধরা হয়েছে রবীন্দ্র সরোবর, বঙ্কিমচন্দ্র লাইব্রেরী থেকে হারিয়ে যেতে বসা ডাক বাক্স কেও।

গত ২ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় মুম্বাই শহরের যোগেশ্বরী (ইষ্ট)-র নবারুন মণ্ডল সংস্থা আয়োজিত ৫৯ তম বছরের সরস্বতী পুজোর উদ্বোধন করলেন পরিচালক পায়েল চৌধুরী ।

মহিলা এবং এক নাবালক সহ মোট ৪ বাংলাদেশী 'রোহিঙ্গা'কে গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ মহিলা এবং এক নাবালক সহ মোট ৪ জন বাংলাদেশী 'রোহিঙ্গা'কে গ্রেফতার ধরল জিআরপি। জানা গেছে, ধৃতদের মধ্যে একজনকে হাওড়া স্টেশন চত্বর ও বাকিদের শালিমার স্টেশন চত্বর থেকে ধরা হয়। হাওড়া স্টেশন থেকে যাকে ধরা হয় তিনি সিঙ্গাপুর থেকে বাংলাদেশের রিফিউজি শিবিরে এসেছিলেন। সেখান থেকে ভারতে এসে হাওড়া স্টেশন হয়ে দক্ষিণ ভারতের ট্রেন ধরতে যাচ্ছিলেন কাজের আশায়। শালিমার থেকে ধৃত ৩ জন বাংলাদেশের কক্সবাজার এলাকায় শরণার্থী শিবিরে থাকতেন। ধৃতদের মধ্যে একজনের বয়স ১৬। এদের কথাবার্তায় বিস্তর অসঙ্গতি রয়েছে। এদের কাছে পাসপোর্ট সহ ভারতে আসার বৈধ কোনও কাগজপত্র ছিলনা। তবে কিভাবে এবং কি উদ্দেশ্যে এরা ভারতে এসেছিলেন তা স্পষ্ট নয়। রেল পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে। জিআরপি সূত্রে জানা গেছে জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পেরেছে মায়ানমার থেকে বহুদিন আগে এরা বাংলাদেশে আসে। সেখানে একটি রিফিউজি ক্যাম্পে কিছুদিন ছিল তারা। এরপর এরা কোনো বৈধ কাগজপত্র ছাড়াই চোরাপথে ভারতে ঢোকে। রবিবার সন্ধ্যার দিকে রোহিঙ্গাদের দলটিকে সাঁতরাগাছি স্টেশনে উদ্দেশহীনভাবে ঘোরাফেরা করতে থেকে সন্দেহ হয় জিআরপির। এরপর তাদের গ্রেফতার করা হয়।

'চিত্র যেথা ভয়শূন্য' সাড়া জাগিয়েছে শহরে

অশোক সেনগুপ্তঃ কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ রমরম করে চলছে কলকাতা ফটো জার্নালিস্ট

অ্যাসোসিয়েশনের দ্বিতীয় বার্ষিক চিত্র প্রদর্শনী। এসপ্লানেডে এই প্রদর্শনী দেখতে আসছেন নানা পেশার, নানা বয়সের মানুষ। 'চিত্র যেথা ভয়শূন্য ' নামে ওই প্রদর্শনীতে আছে নানা বিষয়ের সংবাদ-চিত্র। সারা বছর তাঁরা ঘোরেন খবরের সন্ধানে। কাঁধে ক্যামেরার ব্যাগ নিয়ে ছুটে বেড়ান দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। সারা বছর তাঁদের চোখ থাকে ক্যামেরার ভিউ ফাইন্ডারে। তাঁদেরই তোলা ছবি, পাঠকদের হৃদয় ছুঁয়ে গিয়েছে, আজ তাঁরা যেন পাঠকদের মুখোমুখি। টি এন সেসনের নির্দেশে সারা দেশে যখন সচিত্র ভোটার কার্ড তৈরীর প্রস্তুতি চলছিল, নিয়ম মেনে আজকের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ও এসেছিলেন ভোটার কার্ডের ছবি তোলাতে। কনজাঙ্গটিভাইটিস হওয়ায় তাঁর চোখে ছিল কালো চশমা। অভিজ্ঞ আলোকচিত্রী দেবাশিস রায়ের তোলা সেই ছবি যেমন আছে প্রদর্শনীতে, তেমনই আছে ১৯৯০-এর ১৬ আগস্ট হাজরার মোড়ে শুভঙ্কর চক্রবর্তীর তোলা মমতা বন্দোপাধ্যাযের আক্রান্ত হওয়ার ছবি। এই প্রতিবেদকের সামনে সেই ছবি তুলতে গিয়ে হামলাকারীদের হাতে আক্রান্ত হন শুভঙ্কর নিজেও। বিকাশ দাস, অমিত ধর-সহ সুপরিচিত কিছু অভিজ্ঞ সংবাদ আলোকচিত্রীর ভাবনার ফসল এই প্রদর্শনী। নিউজ ফটোগ্রাফি থেকে শুরু করে ফিচার ফটোগ্রাফি, খেলা-বিনোদন সব ধরনের ছবি তুলে ধরা হয়েছে এতে। অংশগ্রহণকারী চিত্র সাংবাদিকদের থেকে দু'টি করে ছবি প্রদর্শনীর জন্য নেওয়া হয়েছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় বছর স্বল্প পরিসরে এই আয়োজন করা হলেও, আগামী দিনে আরও ব্যাপক আকারে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করতে ইচ্ছুক উদ্যোক্তারা। পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবিগুলোর মধ্যে আছে শুভঙ্কর দাস (মনোক্রোম), শীষেন্দদু গায়েন (নেচার), বিশ্বনাথ বাগ (কালার) প্রমুখের ছবি। ১ ফেব্রুয়ারি থেকে প্রদর্শনী শুরু হয়েছে ডেকার্স লেনের পাশে, চলবে ৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও প্রতিদিন পত্রিকার সম্পাদক সৃঞ্জয়. বসু উদ্বোধন করেন। এসেছিলেন প্রাক্তন সাংসদ-সাংবাদিক কুণাল ঘোষ, বাম নেতা রবীন দেব-সহ বেশ কিছু বিশিষ্টজন।

উদ্যোক্তা-আলোকচিত্রী দেবাশিস রায় জানিয়েছেন, এই পেশায় কিন্তু বিপদ, ঝুঁকি আছে। তা গায়ে না মেখেই কাজ করি। তাই আমাদের থিম 'চিত্র যেথা ভয়শূন্য'। চারদিনের এই প্রদর্শনীতে কলকাতার প্রেস ফটোগ্রাফারদের তোলা প্রায় ২৪০টি ছবি প্রদর্শিত হচ্ছে। বেশির ভাগই প্রিন্ট মিডিয়াতে প্রকাশিত। উদ্যোক্তারা জানান, দর্শনার্থীদের আনন্দ দেখে মুগ্ধ আমরা সকলেই। কাজের প্রতি আরও দায়িত্ববোধ বেড়ে গেল। দেবাশিস জানান, সরস্বতী পুজোর দিন সকাল সকাল স্নান সেরে পরিস্কার জামাকাপড় পরে এক দৌড়ে চলে এসেছিলেন সিধো কানহু ডহরের ৬ এসপ্লানেড ইস্টে আয়োজিত কলকাতা ফটো জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রদর্শনী ও মন্ডপে। প্রথমে সেখানে সামনে এসে বেশ কিছুক্ষণ অবাক হয়ে ছবির দিকে তাকিয়ে থাকেন। সরস্বতী প্রতিমায় প্রণাম ঠুকে এক দৌড়ে প্রসাদ বিতরণের জায়গায়।

জয়নগরে এক গৃহবধূকে ধর্ষণ ও খুনের চেষ্টার অভিযোগে গ্রেফতার এক

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ জয়নগরে এক গৃহবধূকে ধর্ষণ ও খুনের চেষ্টার অভিযোগে গ্রেফতার এক অভিযুক্ত। ধৃতকে সোমবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে জয়নগর থানার পুলিশ। এক গৃহবধূকে ধর্ষণের পর খুনের চেষ্টা করা হয় । ফাঁকা মাঠে আশঙ্কাজনক অবস্থায় গ্রামবাসীরা দেখতে পান গৃহবধূকে। খবর দেওয়া হয় জয়নগর থানার পুলিশকে। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি জয়নগর থানার পুলিশ গিয়ে ওই মহিলাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য স্থানীয় পদ্মেরহাট গ্রামীন হাসপাতালে পাঠায়। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থানার জাঙ্গালিয়া পঞ্চায়েতের জাঙ্গালিয়া গ্রামে। গ্রামবাসীরা ফাঁকা মাঠের মধ্যে শনিবার রাতে এক মহিলার আর্তনাদ শুনতে পায়। জয়নগর থানার জাঙ্গালিয়ায় গ্রামের ফাঁকা মাঠে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে যান গ্রামবাসীরা। এক গৃহবধূ ঠিক ভাবে কথা বলতে পারছে না। জামা কাপড়ে কাদার দাগ, মুখে ও গায়ে রক্তের দাগ। গলায় ওড়না জড়ানো আছে । তৎক্ষনা খবর দেওয়া হয় জয়নগর থানার পুলিশকে। জয়নগর থানার পুলিশ গিয়ে ঐ গৃহবধূকে উদ্ধার করে প্রথমে পদ্মেরহাট গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে গৃহবধূর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় চিকিৎসকরা তাকে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে স্থানাতরিত করে।আর বারুইপুর

মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে ঐ গৃহবধূ রবিবার জানায় তাকে সাবির সেখ নামে এক ব্যক্তি ধর্ষণ করে গলায় ওড়নার ফাঁস লাগিয়ে খুনের চেষ্টা করেছে। ঐ গৃহবধুর শশুর বাড়ি মগরাহাট থানার কলস এলাকায়। তিনি বিবাহিত। সাত বছর আগে বিবাহ হয়ে ছিল। বাপের বাড়ি মগরাহাট থানার খোনকার বাজার এলাকায়। পুলিশ তদন্তে নেমে রবিবার রাতে অভিযুক্ত ৩২ বছরের সাবির সেখকে মগরাহাট থেকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। ধৃতের বাড়ি মগরাহাট থানার কলস এলাকায়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান,ধৃত সাবিরের সাথে ঐ গৃহবধূর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিলো। সাবির ঐ গৃহবধূকে জয়নগর থানার জাঙ্গালিয়ায় এক আত্মীয়ের বাড়ি নিয়ে আসার নাম করে ফাঁকা মাঠে নিয়ে গিয়ে তাকে ধর্ষণ করে গলায় ওড়না জড়িয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করে। কিন্তু ঐ গৃহবধূর চিৎকারে গ্রামবাসীরা এসে গেলে সে পালিয়ে যায়। আর হাসপাতালে শুয়ে ঐ গৃহবধূ সাবির সেখের নামে অভিযোগ জানানোর পরেই রবিবার রাতে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। ধৃতকে সোমবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশ। ধৃতের ৮ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন করেছে জয়নগর থানার পুলিশ। ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় জয়নগর থানার পুলিশ।

ইছামতী নদীতে বিশাল আকারে মাছ

সৌরভ দাশ,হিঙ্গলগঞ্জ,৩ ফেব্রুয়ারি ঃ সুন্দরবনে ইছামতী তে বিশাল আকারের মাছ ধরা পরলো। জেলে প্রদীপ হালদার ইঞ্জিন ভ্যানে করে মাছটিকে নিয়ে আসেন বাঁকড়া মস্য আড়তে। মাছটির ওজন প্রায় ১৪৫ কেজি।

লেনিনগড় শিক্ষা নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসে স্বাস্থ্য শিবির

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ লেনিনগড় শিক্ষা নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়ের ৫৫ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন উপলক্ষে সোমবার বিদ্যালয়ে ড. এপিজে আবদুল কালাম নামাঙ্কিত অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হল চতুর্থ বর্ষের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। শুরুতে এদিন সকালে বিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলন করেন প্রধান শিক্ষক স্বপন কুমার রায়। মহতি সেবা মূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নববারাকপুর পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, উপপুরপ্রধান স্বপ্না বিশ্বাস, ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর রাজবংশী, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ কর্মাধ্যক্ষ সজল দাস, বিলকান্দা ২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপা পাইক, বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি বিদ্যুৎ কুমার পাল, শিক্ষক দীপক মন্ডল সহ শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষানুরাগীরা। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্বপন কুমার রায় বলেন ১৯৭১ সালে ৩ ফেব্রুয়ারি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড এবং ওড়িশা সহ রেলওয়ের জন্য বাজেট অনুদানে বৃদ্ধি

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারীঃ ২০২৫-২৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড এবং ওড়িশায় রেলওয়ের জন্য বাজেট অনুদানে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটেছে। নয়াদিল্লি থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মাননীয় রেলমন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন যে কেন্দ্রীয় বাজেটে (২০২৫-২৬) রেলের জন্য একটি বড় বরাদ্দ রাখা হয়েছে।এই বাজেটে (২০২৫-২৬) পশ্চিমবঙ্গের জন্য রেকর্ড ১৩,৯৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যেখানে ২০০৯ থেকে ২০১৪ সময়কালে গড়ে ৪,৩৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। ২০২৫-২৬ সালের বাজেট বরাদ্দ ২০০৯-১৪ সালের গড় বাজেট বরাদ্দের চেয়ে প্রায় ৩ গুণ বেশি। এই বর্তমান বাজেটে, ঝাড়খণ্ডে রেলওয়ের আধুনিকীকরণ এবং সম্প্রসারণের জন্য মোট ব্যয় ৭,৩০৬ কোটি টাকা, যেখানে ২০০৯ থেকে ২০১৪ সালের গড় ব্যয় ৪৫৭ কোটি টাকা ছিল। ২০২৫-২৬ সালের বাজেট বরাদ্দ ২০০৯-১৪ সালের গড় বাজেট বরাদ্দের চেয়ে প্রায় ১৬ গুণ বেশি। ২০০৯ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে ওড়িশার জন্য মোট ১০,৫৯৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যেখানে ২০০৯ থেকে ২০১৪ সালের গড় ব্যয় ৮৩৮ কোটি টাকা ছিল। ২০২৫-২৬ সালের বাজেট বরাদ্দ ২০০৯-১৪ সালের গড় বাজেট বরাদ্দের তুলনায় প্রায় ১২.৫ গুণ বেশি। মাননীয় রেলমন্ত্রীর ভিডিও কনফারেন্সের সময় দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক শ্রী অনিল কুমার মিশ্র এসইআর সদর দপ্তর, গার্ডেন রিচে উপস্থিত ছিলেন। মহাব্যবস্থাপক এসইআর রেলওয়ের জন্য বাজেট অনুদান সম্পর্কে গণমাধ্যমকর্মীদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং এসইআরের বিভিন্ন রেল প্রকল্প সম্পর্কেও অবহিত করেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর আমলে, উত্তর প্রদেশে রেল বাজেট ১৮ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছেঃ শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব

গোরক্ষপুর, ০৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ঃ ভারত সরকারের মাননীয় রেল, তথ্য ও সম্প্রচার এবং ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে উত্তর প্রদেশে রেল প্রকল্পগুলির দ্রুত সমাপ্তির জন্য রেকর্ড বাজেট বরাদ্দ করেছেন। ২০২৫-২৬ তিনি এর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মাননীয় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং বলেন যে উত্তর প্রদেশে রেলের উন্নয়নে মোট ১,০৪,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হচ্ছে। প্রদেশ। যার কারণে রাজ্যে ডাবল লাইন, থার্ড লাইন, অমৃত ভারত স্টেশন ইত্যাদির কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। তিনি বলেন, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে উত্তর প্রদেশে রেলওয়ের উন্নয়নের জন্য ১৯,৮৫৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যা ইউপিএ সরকারের (২০০৯-১৪) তুলনায় ১৮ গুণ বেশি। ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উত্তর, উত্তর-মধ্য এবং উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার এবং বিভাগীয় রেল ব্যবস্থাপকদের উপস্থিতিতে স্থানীয় সাংবাদিকদের বাজেটের বিধান সম্পর্কে তথ্য প্রদানকালে, শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন যে গত ১০ বছরে, উত্তর প্রদেশে ৫,২০০ কিলোমিটার রেলপথ নির্মিত হয়েছে। রেলপথ স্থাপন করা হয়েছে, যা সমগ্র সুইজারল্যান্ড বা বেলজিয়ামের রেলপথের দৈর্ঘ্যের চেয়েও বেশি। উত্তর প্রদেশের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী যোগী আদিত্যনাথ জী'র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি বলেন যে, উত্তর প্রদেশের জন্য অনুমোদিত রেল প্রকল্পগুলি সময়মতো সম্পন্ন করার জন্য তিনি বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছিলেন এবং সেগুলি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় অবদান রেখেছেন। কানপুরে এলিভেটেড ট্র্যাক প্রকল্পের বাধা দূর করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী যোগী আদিত্যনাথ জি বিশেষ অবদান রেখেছেন।রেলমন্ত্রী বলেন, উত্তর প্রদেশের ১৫৭টি স্টেশনকে অমৃত স্টেশন হিসেবে উন্নীত করে এর ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। উত্তর প্রদেশে, ১৪টি

বন্দে ভারত ট্রেন ২০টি জেলার মধ্য দিয়ে চলাচল করছে এবং তাদের ২৫টি স্টেশনে স্টপেজ দেওয়া হয়েছে। দারভাঙ্গা-আনন্দ বিহার টার্মিনাল অমৃত ভারত এক্সপ্রেসকে উত্তর প্রদেশের ১০টি জেলার ১০টি স্টেশনে স্টপেজ দেওয়া হয়েছে। গোরক্ষপুর, লখনউ এবং বারাণসী থেকে অমৃত ভারত এক্সপ্রেস চালানোর বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে রেলমন্ত্রী স্পষ্ট করে বলেন যে অমৃত ভারত ট্রেনগুলির জন্য পরিকল্পিতভাবে কাজ করা হচ্ছে। পুনে, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই, দিল্লিতে নতুন টার্মিনাল তৈরি হচ্ছে। আগামী চার বছরে অনেক ট্রেন এই স্টেশনগুলি থেকে যাওয়া সম্ভব হবে। তিনি বলেন, প্রতিটি ভ্রমণ টিকিটে ৫৫ শতাংশ ছাড় দেওয়া হচ্ছে। এই বছর ভারতীয় রেলপথে ৭৪০ কোটি যাত্রী ভ্রমণ করেছেন। ২০২৪ সালের জুলাই থেকে এখন পর্যন্ত ৪০,০০০ কোটি টাকার রেল প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। মিঃ বৈষ্ণব বলেন যে উত্তর প্রদেশে ৪৮০০ কিলোমিটার রেল নেটওয়ার্কে কভার সিস্টেম বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে এবং আগামী ছয় বছরের মধ্যে, সমগ্র ভারতীয় রেলওয়েতে কভার সিস্টেমটি বাস্তবায়ন করা হবে।এরপর সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক শ্রীমতী সৌম্য মাথুর বলেন যে গোরক্ষপুর জংশন। স্টেশনটির পুনর্নির্মাণের কাজ তিন বছরের মধ্যে সম্পন্ন হবে। গোরক্ষপুর জংশন রেলস্টেশনে একটি নতুন ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণের কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। তিনি বলেন, সাহজানওয়া-দোহরিঘাট, ঘুঘলি-মহারাজগঞ্জ-আনন্দ নগর এবং খলিলাবাদ-বাহরাইচের নতুন লাইন নির্মাণের কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। গোরক্ষপুর ক্যান্টনমেন্ট-গোরখপুরের মধ্যে তৃতীয় লাইন নির্মাণের কাজ শীঘ্রই সম্পন্ন হবে।

ভারতে বৈদ্যুতিক রেলওয়ের ১০০ বছর, ভারতীয় রেলের জন্য একটি মাইলফলক

৩ ফেব্রুযারি ঃ ভারতে বৈদ্যুতিক রেলপথের ১০০ বছরঃ ভারতীয় রেলপথের জন্য একটি মাইলফলকরেলপ্রেমীরা প্রায়শই ১৮২৫ সালের সেপ্টেম্বরকে সেই মাস হিসেবে মনে রাখেন যখন বিশ্বের প্রথম ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছিল, যেখানে ১৬ এপ্রিল, ১৮৫৩ তারিখটি ভারতীয় ভাষায় খোদাই করা আছে। ভারতে প্রথম ট্রেন চলাচলের দিন হিসেবে রেলওয়ের ইতিহাস। তবে, ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯২৫ আরেকটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত - ভারতের প্রথম বৈদ্যুতিক চালিত ট্রেন যাত্রা, ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ টার্মিনাস (সিএসএমটি) থেকে মুম্বাইয়ের কুরলা পর্যন্ত। ২০২৫ সালে ভারতে বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশনের ১০০ তম বার্ষিকী, দেশটি তার ব্রডগেজ নেটওয়ার্কের ১০০ বিদ্যুতায়ন অর্জনের দ্বারপ্রান্তে। এই অর্জন, ভারতের প্রথম রেল পরিচালনার মতোই স্মরণীয়, অগ্রগতির এক শতাব্দীর প্রতীক। রেলওয়ে বিদ্যুতায়নের পথঃ এক শতাব্দী দীর্ঘ যাত্রাবিশ্বের প্রথম ট্রেনের মাত্র ২৮ বছর পর ভারতে রেলপথ চালু হতে সময় লেগেছিল, কিন্তু বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশন গ্রহণের প্রক্রিয়াটি ছিল একটি ধীরগতির। যদিও বিশ্ব তার প্রথম বৈদ্যুতিক যাত্রীবাহী ট্রেন প্রত্যক্ষ করেছিল ১৯৯৯ সালে ১৮৭৯ সালে জার্মানিতে, এই প্রযুক্তি চালু করতে ভারতকে

আরও ৪৬ বছর সময় লেগেছিল। ১৮৭৯ সালে বিশ্বের প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রেন উপস্থাপনের কৃতিত্ব ওয়ার্নার ভন সিমেন্সকে দেওয়া হয়, কিন্তু ভারত প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রেনটি কেবল ১৯২৫ সালে দেখেছিল।বাষ্পীয় ইঞ্জিনের তুলনায় বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশন দ্রুত স্পষ্ট সুবিধা প্রদর্শন করেছিল। বিশেষ করে শক্তি, ত্বরণ এবং দক্ষতার দিক থেকে। বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভগুলির কম রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন হত, কোনও দূষণ হত না এবং খাড়া ঢালের উপর দিয়ে দীর্ঘ, ভারী ট্রেন পরিবহন করতে সক্ষম ছিল। প্রাথমিকভাবে বিদ্যুতায়নের উচ্চ ব্যয় একটি বাধা ছিল, কিন্তু এর সুবিধাগুলি - বিশেষ করে শহরতলির যাত্রীদের জন্য - শীঘ্রই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই প্রযুক্তিটি বিশেষ করে ভারী যানবাহন এবং খাড়া ঢালু পথের জন্য উপযুক্ত ছিল, যা এটিকে বোম্বে, বর্তমানে মুম্বাইয়ের শহুরে এলাকার জন্য আদর্শ করে তুলেছিল। .মুম্বাইয়ের বিদ্যুতায়নঃ প্রথম পদক্ষেপবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, মা রাজ্যপাল বোস আরও বলেছেন, এই বাজেট সমগ্র ভারতের জন্য নিবেদিত এবং ভারতের আত্মা এতে প্রতিফলিত হয়েছে। এটি আকাঙ্খা ও রূপান্তরমূলক ভারতের প্রতীক। আমি এই বাজেটটিকে অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর এবং এমন একটি হিসাবে বিবেচনা করি যা দেশের দরিদ্র মানুষের সার্বিক উন্নয়নে নেতৃত্ব দেবে। প্রতিভাবান এবং অবিশ্বাস্যভাবে শক্তিশালী দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী গতিশীল এবং অসামান্য অতীশি জি। তাদের সমাবেশে আপনাদের সামনে ভাষণ দেওয়ার সুযোগ পাওয়া আমার জন্য সম্মানের। আমি, আপনাদের নিজের শত্রুঘ্ন সিনহা, আপনাদের নিজের বিহারী বাবু, আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

কুলতলির মৈপীঠে এক নাবালিকা ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেফতার এক টোটোচালক

দুরন্ত বার্তা,কুলতলি, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ সরস্বতী পুজোর দিনে এক নাবালিকা ছাত্রীর শ্লীলতাহানির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো কুলতলির মৈপীঠ উপকূল থানা এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,রবিবার সরস্বতী পুজোর দিন টোটোর মধ্যে একা পেয়ে ১২ বছরের এক নাবালিকা ছাত্রীর শ্লীলতাহানি করে এক টোটো চালক। ঐ টোটোচালক ঐ নাবালিকাকে অন্যত্র তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। আর ঐ নাবালিকার চিৎকারে স্থানীয় মানুষ এসে ঐ নাবালিকাকে উদ্ধার করে এবং ঐ টোটো চালককে পোস্টে বেঁধে রেখে পুলিশকে খবর দেয়। জানা যায়, মৈপীঠ উপকূল থানার ভুবনেশ্বরী থেকে ১২ বছরের এক নাবালিকা ছাত্রী টোটোতে চেপে আত্মীয়ের বাড়ি ভাষা গুড়গুড়িয়া এলাকায় যাচছিল। টোটোতে ওই

ছাত্রী একা থাকায় টোটো চালক তাঁর সঙ্গে চরম দুর্ব্যবহার করে। এবং টোটো থামিয়ে অন্যত্র তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তখন কোনক্রমে টোটো থেকে ঝাঁপ দিয়ে নিচে পড়ে যায় সে।সেখানে স্থানীয় লোকজন ছুটে এসে মেয়েটিকে উদ্ধার করে ও টোটোর চালককে ধরে ফেলে। তাঁর পরে তাকে পোস্টে বেঁধে চর থাপ্পড় মারে।ঐ টোটো চালকের বাড়ি কুলতলি থানার কুন্দখালী এলাকায়।এর পরে মৈপীঠ উপকূল থানার পুলিশ এসে ঐ টোটো চালককে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়। ধৃত টোটো চালককের নাম আলতাফ সেখ।ধৃতকে সোমবার মৈপীঠ উপকূল থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় পুলিশ। ধৃতের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ৬৫ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২১ মাঘ, ১৪৩১

পাক নিশানা

নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, কোনও দেশ যেন আফগানিস্তানের স্পর্শকাতর পরিস্থিতিকে নিজেদের রাজনৈতিক অস্ত্র করে তোলে সেটা দেখতে হবে। যুদ্ধবিধ্বস্ত কাবুলের সাধারণ মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ানার জন্য তিনি বিশ্ববাসীকে আহ্বান করলেন বটে। তবে ভারত আফগান সম্পর্ক সতর্ক হয়েছে সেটাও জানাতে ভুললেন না। হাক্কানি নেটওয়ার্ক তালিবানদের সঙ্গে হাত মিলিয়েআফগানিস্তানে সরকার গঠন করেছে। ফলে আগামি দিনে পাকিস্তান তালিবানদের কাজে লাগিয়ে কাশ্মীরে নাশকতা বৃদ্ধি করতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছে। যদিও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান অবশ্য বলেছেন, আগামি দিনে ভারতের সঙ্গে কোনও রকম বৈরতার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে না পাকিস্তান। প্রায় একশো বছর পাকিস্তান ভারত বিরোধিতায় অংশ গ্রহণ করবে না। তবে ভারত পীঠিকস্তানের কথা ভুলে থাকছে না। যেভাবে চিনা অস্ত্র থেকে শুরু করে যুদ্ধ বিমান এবং যুদ্ধ জাহাজ পাকিস্তানে প্রবেশ করতে শুরু করে দিয়েছে তাতে শঙ্কা বৃদ্ধি পাচ্ছে ভারতের। সেই কারণে রাশিয়ার কাছ থেকে ক্ষেপনাস্ত্র এস-৪০০ কেনা হয়েছে। আমেরিকা তে অবশ্য কোনও রকম কথা বলেনি। ভারত তাদের নিরাপত্তার জন্য রাশিয়ার কাছ থেকে উপযুক্ত সমস্ত অস্ত্র কিনেছে বলে আমেরিকার বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে। ভারত আশঙ্কা প্রকাশ করতে শুরু করেছে

সম্পাদকীয়

যে তালিবানদের আফগানিস্তান দখল করাকে সামনে রেখে ভারতের অভ্যন্তরে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার চেষ্টা করবে পাকিস্তান। সেটা যাতে করতে না পারে তার জন্যই বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রের কাছে ভারত আবেদন রাখতে শুরু করে দিয়েছে। ভারত সতর্ক হয়ে রয়েছে। কিন্তু পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী নেতারা চুপ করে বসে নেই। তারা ফুঁক কষতে শুরু করে দিয়েছে। তালিবান শক্তিকে সামনে রেখে ভারতের মধ্যে রাজনৈতিক সন্ত্রাস সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। পাশাপাশি চিন একাধিপত্যের অধিকারকে সরাসরি উল্লেখ না করে সমুদ্রপথকে সম্প্রসারণবাদ থেকে মুক্তি করার ডাক দিল মোদি সরকার। সমুদ্র পথকে সবার জন্য উন্মুক্ত রাখার প্রয়োজন। সমুদ্র পথটা কারোর যেন ব্যক্তিগত সম্পত্তি না হয় সেটা ওঠে তার দিকে সবাইকে নজর রাখতে হবে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে স্কোয়াড বৈঠকে এই নিয়ে বিশদে আলোচনা হয়েছিল। রাষ্ট্রপুঞ্জের আলোচনায় কৌশলগত আশঙ্কা থেকে বেশি জায়গা করে নিয়েছে এবারে। ভারত এখন যুদ্ধ করতে উভয় ইচ্ছা প্রকাশ করছে না বটে। কিন্তু ভারতকে তাদের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে সতর্ক হয়ে থাকতে হচ্ছে। ভারতের সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হলে ভারতীয় সেনারা চুপ করে বসে থাকবে না সেটাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। পর্যবেক্ষকদের মত প্রকাশ করেছে যে ভারত এখন তাদের বিদেশনীতিতে জাতীয় স্বার্থপূরণ বার্তা বহন করতে শুরু করেছে। জাতীয় নিরাপত্তা থেকে শুরু করে জাতীয় স্তরে দেশকে আরও বেশি করে উন্নত করাই হচ্ছে বর্তমান ভারত সরকারের মূল লক্ষ্য। ভারত জাতীয় স্বার্থকে উন্নত করতে সব রাষ্ট্রের কাছে আবেদন করেছে যে করোনা আবহের মধ্যে যে কোনও রাষ্ট্র ভারতে প্রতিষেধক কোম্পানি স্থাপন করতে চাইলে তাকে সুযোগ করে দেওয়া হবে। ভারত সরকার আগামি দিনে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ওপরে বেশি করে জোর দিতে শুরু করে দিয়েছে। বিশ্ব মৈত্রীর ওপরে জোর দিচ্ছে বর্তমান মোদি সরকার। ভারতের গণতন্ত্রের সঠিক চিত্রটি প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বিদেশ মন্ত্রক। আন্তঃ সীমান্ত সন্ত্রাস বন্ধ করার কঠোর বার্তা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি কোভিড অতিমারির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সহযোগিতা পাওয়ার ওপরে জোর দেওয়া হয়েছে। সন্ত্রাসবাদকে যারা এখন অস্ত্র করার চেষ্টা করছে তারাই এখন সন্ত্রাসবাদের শিকার। পাকিস্তান ভয় পেতে শুরু করে দিয়েছে তালিবানদের। তালিবানদের ভয়ে পাকিস্তান বাধ্য হচ্ছে তাদেরকে সাহায্য করতে হচ্ছে। তালিবানরা পরিস্কার করে বলে দিয়েছে পাকিস্তান যদি তাদেরকে সহযোগিতা না করে তাহলে পাকিস্তানের সমস্ত স্তরে জঙ্গি সংগঠনগুলি পাক প্রশাসনের বিরুদ্ধে বন্দুক তাক করে থাকবে। আফগানিস্তানকে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে বেশ কিছু জঙ্গি সংগঠন। তারা যাতে আফগানকে সন্ত্রাসের স্তরে ব্যবহার না করতে পারে তার দিকে কড়া নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছে ভারত। তালিবানী অস্ত্রে যেন ভারতের অভ্যন্তরে সন্ত্রাস সৃষ্টি না করতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। আফগানিস্তানে তালিবান সরকার এখন সেখানকার সাধারণ মানুষের সহানুভূতি পায়নি। সবাইকে আতঙ্কের মধ্যে রেখে দিয়ে কাবুলে সরকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। আফগান মহিলা বিদ্রোহ করতে শুরু করেছে। এই রকম জঙ্গি সরকারকে কোনও রকমভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা ভাবছে না ভারত এখনই। তালিবানরা কথা দিয়েছে তারা সেখানে গণতান্ত্রিক পথ অবলম্বন করে সরকার গঠন করবে। সব গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের নিয়ে সংসদ তৈরি করা হবে। শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। বিজ্ঞান চর্চা প্রসারিত হবে। খেলাধুলায় মহিলা পুরুষ অংশ গ্রহণ করতে পারবে। তবে শরিয়তি আইন চালু হলে তা কি সম্ভব হবে তা নিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করে দিয়েছে আন্তর্জাতিক স্তরে। তবে তালিবান সরকার বলেছে, শরিয়তি আইন দিয়ে আপাতত দেশ শাসন করা হলেও আগামি দিনে সংবিধান রচনা করে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা আফগানে প্রতিষ্ঠা করা হবে। চিন এখন যুদ্ধ এবং সমুদ্র পথ দখল করার চেষ্টা করছে। চিন সাগর তাদের বলে দাবি করতে শুরু করেছে। সেখানে বিদেশি জাহাজ ঢুকে গেলেই চিন প্রশ্ন করতে শুরু করে দিয়েছে। চিনের সঙ্গে তাই চিন সংঘর্ষ করার পথটা খুলে দিচ্ছে। চিন চাইছে সব কিছুকে গ্রাস করে নিতে। সেটা করতে পারছে না বলেই চিন এত বেশি উগ্রতা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তালিবানদের সহযোগিতা করতে শুরু করেছে। ভারতকে কোনঠাসা করার চক্রান্ত করতে শুরু করে দিয়েছে চিন সরকার। তার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে পাকিস্তান। সীমান্ত সমস্যা জটিল করে তুলেছে পাকিস্তান। চিনকে ভারত বিরোধী উস্কানি দিচ্ছে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ভারতের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক গড়ে তোলার আহ্বান করেছেন বটে। কিন্তু পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই ঠিক তার বিপরীত কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে গোপনে। ভারতের অভ্যন্তরে নাক গলানোর চেষ্টা করছে। পাকিস্তানের কথা কোনও ভাবেই বিশ্বাস করতে পারছে না ভারত। তার জন্যই নিরাপত্তার খাতিরে ভারত বিদেশি অস্ত্র কিনছে। ফ্রান্স কথা দিয়েছিল এই উপমহাদেশে বারত ছাড়া আর কাউকে রাফাল বিক্রি করবে না। সেই কারণে পাকিস্তান ফ্রান্সের রাফাল যুদ্ধ বিমান ক্রয় করতে। ভারতের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার জন্য চিন থেকে যুদ্ধ বিমান গ্রহণ করেছে পাকিস্তান। ফলে যুদ্ধ করার মানসিকতা গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে পাকিস্তান সরকার।

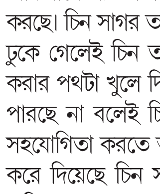

ভগিনী নিবেদিতা অমৃত কথা

ভগিনী নিবেদিতা চাইতেন, ভারতের মুক্তি সংগ্রামে শক্তিশালী তরুণরা অংশ গ্রহণ করুক সেটা চাইতেন। তিনি পাড়ায় পাড়ায় কুস্তির আখড়া তৈরি করার উৎসাহ দিতেন। তরুণরা শরীর চর্চা করুক সেটা তিনি চাইতেন মনেপ্রাণে। তিনি বিপ্লবীদের উৎসাহ দিতেন। তিনি ভারত মাতার মুক্তি কামনা করতেন। সেই কারণে তিনি বারবার শিক্ষার ওপর জোর দেওয়ার কথা বলেছেন। শিক্ষা যদি শক্তিশালী হয় তাহলে তার গতি রোধ করা একেবারে অসম্ভব। শিক্ষাকে শক্তিশালী করতে হবে। প্রকৃত শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ না করলে কোনও জাতি সমাজে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দ শক্তির কথা বলতেন। মনের শক্তি। শারীরিক শক্তি। মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার শক্তির কথা তিনি বলতেন। তিনি বলতেন, জ্ঞানের শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। শুধু নিজের শক্তি বৃদ্ধি করলেই চলবে না। সবার শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে।

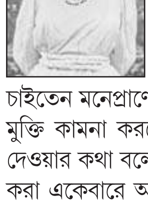

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল বলতেন, ঈশ্বরকে এক মনে ডাকতে হবে। তিনি অবশ্যই ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। তিনি আছেন বলেই পরম আত্মা জাগরিত হতে পারে। তিনি আছেন বলেই মানব জগতটা একটি নিয়মে চলাফিরা করে। তিনি আছেন বলেই পৃথিবীর আহ্নিক গতি এবং বার্ষিক গতি রয়েছে। গোটা সমাজ থেকে শুরু করে সংসার ধর্ম এবং জগতটা একটি নিয়মে পরিচালিত হতে পারছে। নিয়ম থাকে বলেই সবাই চলাফেরা করতে সক্ষম হচ্ছে। জীবনে উন্নতি করা সম্ভব হয়। যিনি দান করেন তাঁর ধন কোনওদিন ফুরায় না। আর যিনি ধ্যান করেন তিনি পরম আত্মার সাক্ষাৎ পান। পরম আত্মা শরীরে অবস্থিত থাকেন। তিনি মহান। তাকে কেন্দ্র করে সারা জীবন অতিবাহিত হতে থাকে। তিনি হচ্ছেন জগতের সারা। তিনি আছেন বলে সবাই শারীরিকভাবে বেঁচেবর্তে থাকেন। তিনি না থাকলে এই জগতে নিজেকে রক্ষা করা খুবই মুশকিল হতো।

ভারতের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সাধারণতন্ত্র

রবীন্দ্র কুমার শীল

ভারতের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সাধারণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ভারতে প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করার পক্ষে ছিলেন। তিনিই ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করে শাসন ব্যবস্থা চালু করে গিয়েছেন। তাঁর কথাতেই বাবা সাহেব আম্বেদকর সংবিধান রচনা করে সেখানে প্রজাতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে যান। ভারতের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা রূপ গ্রহণ করা হয়েছিল তিনটি দেশের সংবিধান থেকে। প্রথমটি হচ্ছে আমেরিকার সংবিধান। তারপরে ফ্রান্সের সংবিধান এবং সবার শেষে ব্রিটেনের সংবিধান। আমেরিকার সংবিধান থেকে রাষ্ট্রপতির চিন্তাধারাকে গ্রহণ করা হয়েছে। ব্রিটেনের সংবিধান থেকে পার্লামেন্টের চিন্তাধারা গ্রহণ করা হয়েছে। ফ্রান্সের সংবিধান থেকে জনগণের শাসন ব্যবস্থার চিন্তাধারাকে গ্রহণ করা হয়েছে। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ তিনটি দেশের সংবিধানের মিশ্রনে ভারতের সংবিধান প্রস্তুত হয়েছে। তার ফলে ভারতের সংবিধানে যেমন আমেরিকার মতো ফেডারেল ব্যবস্থা রয়েছে? পাশাপাশি ব্রিটেনের মতো পার্লামেন্টের ব্যবস্থা রয়েছে আবার ফ্রান্সের মতো জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধির শাসন ব্যবস্থা রয়েছে। ভারতের সংবিধান বিশ্বের সবচেয়ে বড় সংবিধান বলা হয়ে থাকে। ভারতের সংবিধানটিকে অলংকৃত করেছিলেন শিল্পী নন্দলাল বোস। তিনি ভারতের সংবিধানের প্রচ্ছদ নির্মাণ করেন। তবে আমেরিকার গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় প্রায় দেখতে পাওয়া যায় একনায়কতন্ত্রের ছায়া। আমেরিকার শাসন ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার কথা থাকলেও তা সেটা একেবারে ভেঙে পড়তে শুরু করে দিয়েছিল ট্রাম্পের সময়ে। আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যে নির্বাচনে পরাজিত হতে পারেন এটা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তিনি পরিস্কার করে বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন যে জালিয়াতি করে তাকে পরাস্ত করা হয়েছে। তিনি নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে মামলাও করেছিলেন। তাঁর পরাজয়ে কেন্দ্র করে প্রায় ছয়শোটির বেশি মামলা করা হয়েছিল। সেটা কিন্তু পরবর্তীকালে আদালত গ্রাহ্য করেনি। ফলে ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিলেন ট্রাম্প। তিনি সমর্থকদের জমায়েত করে সেনেটে ভাঙচুর চালায়। তবে তাঁর আচরণে ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল প্রশাসন। এমনকী মার্কিন সেনাধ্যক্ষ আমেরিকার প্রেসিডেন্টের কথাকে অগ্রাহ্য করতে শুরু করেন। তার ফলে বাধ্য হয়ে আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্টকে হোয়াইট হাউস ত্যাগ করতে হয়। জো বাইডেনকে জয়ী বলে স্বীকার করে নেন। আমেরিকার মতো পরিস্থিতি ভারতে কোনও দিন তৈরি হয়নি। এখনকার মানুষেরা এত বেশি অশান্তবাজ নয়। ভারতের নাগরিকেরা বলতে গেলে খুবই শান্ত প্রকৃতির। বহুবার ভারতের গণতন্ত্র বিপন্ন হওয়ার পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু বারতের জনগণ তাদের ইচ্ছায় আবার গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যে ফিরে যায়। আমেরিকার মতো একটি বিশাল গণতান্ত্রিক দেশ যে দৃষ্টান্ত দেখালো তা বিশ্বের কাছে কলঙ্কিত অধ্যায় বলে পরিচিত। ভারতের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় এখনও রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে বিবাদ দেখতে পাওয়া যায় বটে। কিন্তু তা বলে সংসদ ভবনে হামলা করে না ভারতের জনগণ। বিক্ষুব্ধ কৃষকেরা প্রায় সাড়ে একবছর ধরে দিল্লির সীমান্তে কেন্দ্রীয় সরকারের তিন কৃষি আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়ে ছিল। তারা গত বছরের সাধারণতন্ত্র দিবসের দিন দিল্লি রাজপথ দখল করে নিয়েছিল। কিন্তু ভারতের সংবিধানকে কালো করার কোনও চিন্তার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়নি। ভারতের সংবিধানের ওপরে আস্থা রেখে প্রতিবাদী কৃষকেরা তিন বিল প্রত্যাহার করার জন্য সরকারকে টাপ দিতে শুরু করেছিল মাত্র। তারপরে প্রধানমন্ত্রী গুরু নানকের জন্ম দিনে কৃষকদের কথাকে মান্যতা দিয়ে তিন কৃষি আনি প্রত্যাহার করে নেন। এটাই হল ভারতের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সৌজন্যতা। সাধারণতন্ত্রের বিকাশ বলা যেতে পারে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় এই রকম নজর বিশ্বের আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায়নি। রাশিয়ায় কমিউনিস্ট শাসনের অবসান ঘটল। সেখানেও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হল। এখন কিন্তু দেখতে পাওয়া গেল পুতিন আজীবন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট থেকে যাচ্ছেন। তিনি সর্বময় কর্তা হয়ে গেলেন। রাশিয়ার পার্লামেন্টে নির্বাচন হল। সেখানে কোনও বিরোধী প্রার্থী দেখতে পাওয়া গেল না। পুতিনই একমাত্র প্রার্থী। ফলে তিনিই পুনরায় জয়ী হয়ে গেলেন। এই তো অবস্থা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায়। একচেটিয়া গণতন্ত্র বলে কোনও বস্তু আছে কিনা জানা নেই। তবে খাতায় কলমে লেখা না থাকলেও সেটা বাস্তবে রয়েছে। ভারতীয় সংবিধানে ধর্মনিরেপক্ষ রাষ্ট্রের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কোথাও কোথাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখতে চায় না বহুজন। তারা গায়ের শক্তি দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতাকে লঙ্ঘন করে এগিয়ে যেতে চায়। আসলে গণতান্ত্রিক চেতনাকে জাগ্রত করার কোনও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি। গণতন্ত্রণটা আসলে কী সেটাকে উপলব্ধি করতে কোনও রকম প্রশিক্ষণ কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা রিচালনা করার ব্যবস্থা হয়েছিল কিনা জানা নেই। রাজনৈতিক দলের রাজনীতি বিষয় শিবির হয়ে থাকে। ভারতকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে আপত্তি ছিল ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের। তিনি বলেছিলেন, ভারতবাসীরা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মানে জানে না। তারা কীভাবে গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হয় সেই শিক্ষাই এখনও পর্যন্ত পায়নি। কথাটা কতখানি সত্য সেটা বিচার করার ভার রয়ে গেল দেশের বর্তমান জনগণের ওপরে। তবে যেভাবে ভারতের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চলছে এবং নির্বাচিত রাজনৈতিক দল যেভাবে বিরোধীদের বাধা দিতে শুরু করে দিয়েছে তাতে ভারতের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা নিয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে উঠতে দেখা দিয়েছে। ভারতবর্ষকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করার আগ্রহ দেখিয়েছিলেন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। তিনি আবার জোট নিরপেক্ষ রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে ভারতকে বিশ্বের সমানে তুলে ধরার চেষ্টা করে গিয়েছেন নেহরু। আবার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতকে জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিত করিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন নেহরু। তখন বিশ্ব দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। একটি হচ্ছে রুশপন্থী এবং আর একটি হচ্ছে আমেরিকাপন্থী। রুশপন্থীদের মধ্যে ছিল যুগোস্লাভাকিয়া, রুমানিয়া, চেকোস্লাভাকিয়া, পূর্ব জার্মান সহ বেশ কয়েকটি দেশ । বিশেষ করে পূর্ব ইউরোপের প্রায় দেশ রুশপন্থী হয়ে গিয়েছিল। আর আমেরিকার পক্ষে ছিল পশ্চিমী ইউরোপের দেশগুলো ব্রিটেন, ইতালি, পশ্চিম জার্মান, ফ্রান্স থেকে শুরু করে বেশ কয়েকটি রাষ্ট্র। বিশেষ করে ন্যাটো গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলো সবাই আমেরিকার পক্ষ অবলম্বন করেছিল। গোটা বিশ্ব তখন দুটো ভাগে বিভক্ত। ঠিক সেই সময়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বুদ্ধি খাটিয়ে জোটনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করলেন। কোনও শক্তিধর রাষ্ট্রে পক্ষে না থেকে মধ্যস্থান অবলম্বন করে আন্তর্জাতিক মহলে টিঁকে থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। যদি এই নীতি গ্রহণ করে বহু সময়ে ভুলে শিকার হয়েছেন নেহরু। তবুও তিনি জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে ইন্দোনেশিয়াকে পাশে পেয়েছিল। কিন্তু আজকে ধর্মনিরপেক্ষ এবং জোট নিরপেক্ষ নীতির কোনওটাই দেখতে পাওয়া কি সম্ভব হচ্ছে? যুগের পরিস্থিতি একেবারে সব কিছু পাল্টে গিয়েছে। জোট নিরপেক্ষ নীতি ভারত যখন গ্রহণ করেছিল তখন গোটা বিশ্বের শক্তিশালী দেশগুলো দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। আজকে আর সেই ভাগ নেই। রাশিয়া ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে। পূর্ব জার্মান পশ্চিম জার্মানের সঙ্গে মিশে গিয়ে একটি জার্মানে পরিণত হয়েছে। কেজিবি এবং সিআইএ'য়ের লড়াই থেমে গিয়েছে। যদিও কেজিবি অস্তিত্ব রয়েছে। তবে শক্তিশালী কেজিবি'র কোনও প্রয়োজন পরছে না। আবার সিআইএ এর মতো শক্তিশালী আমেরিকার গুপ্তচর সংস্থা থাকলে তার কোনও প্রয়োজন হচ্ছে না তার কারণ হচ্ছে সারা বিশ্ব এখন করোনাভাইরাসের আবহে মধ্যে জর্জরিত হয়ে গিয়েছে। নতুন শক্তি উঠতে শুরু করে দিয়েছে। ইসরায়েল দেশ মাথা চাড়া দিয়েছে। এদিকে কোরিয়া মতো দেশ শক্তিশালী হয়েছে। চিনও সামরিক দিক দিয়ে শক্তিশালী হয়ে আমেরিকার মতো দেশকে চ্যালেঞ্জ করে বসেছে। আগে দুটো দেশের মধ্যে সামরিক শক্তির লড়াই দেখতে পাওয়া যেত। একজন হচ্ছে রাশিয়া। অপরজন হচ্ছে আমেরিকা। কার কতখানি শক্তি সেই পরীক্ষা চলছে। তাই এখনই ভারতের সাধারণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্রের খুবই প্রয়োজন। সারা বিশ্বের কাছে ভারতের সাধারণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র একটি জাতীয় ঐক্যের দিক তুলে ধরেছে যা সর্বকালের জন্য অতি প্রয়োজনীয়।

যুদ্ধ বন্ধে ভারতকে পাশে চায় আমেরিকা

বিশেষ প্রতিনিধি

যুদ্ধ বন্ধে ভারতকে পাশে চায় আমেরিকা সেই কথা জানালেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট এর সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা হল ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। টেলিফোনেই কথা হয়েছে। তবে কী কথা হয়েছে তা অবশ্যই জানা যায়নি। তবে ট্রাম্প এখন আর যুদ্ধের পক্ষে নন। তিনি ইসরায়েল প্যালেস্টাইন যুদ্ধ বন্ধ করার পক্ষে রয়েছেন। তবে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়া হুর সঙ্গে এ ব্যাপরে ট্রাম্প সরাসরি দেখা করে কথা বলতে চান। সেই কারণে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আমন্ত্রণ করেছেন। হোয়াইট হাউসে এ ব্যাপারে আলোচনা হবে। এদিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি আমেরিকা সফর করতে চলেছেন। তিনি ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলবেন। ভারত আমেরিকার বাণিজ্য নীতি থেকে শুরু করে দুই দেশের প্রতিরক্ষা সম্পর্ককে আরও বেশি করে জোর দেওয়ার ওপরে জোর দেওয়া হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। আমেরিকায় ভারতের বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্করের সঙ্গে সেখানকার বিদেশ মন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গেও কথা হয়। সবার একটি মত হচ্ছে ইউক্রেন যুদ্ধকে থামাতে গেলে ভারতকে পাশে থাকতে হবে। নাহলে কিন্তু এই যুদ্ধ থামবে না। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন একমাত্র ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কথায় কান দিতে পারেন। আর কারোর সেই ক্ষমতা বর্তমানে নেই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পুতিনের সঙ্গে কথা বলে যুদ্ধ থামানোর চেষ্টা করতে পারেন বলে বিশ্বাস করতে শুরু করে দিয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। প্রতিরক্ষা এবং দুই দেশের বিদেশ মন্ত্রীর সঙ্গে টু প্লাস টু আলোচনা শুরু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের আলোচনার মধ্যে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ প্রাধান্য লাভ করেছিল। তা ছাড়া বর্তমান বিশ্বের আর্থিক অবস্থা, পরিবেশ এবং রাজনীতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমেরিকা এবং ভারতের মৈত্রী কোন স্থানে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং তা আগামি দিনে কতখানি এগিয়ে যাওয়া সম্ভব তা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে দুই রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে। বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক দেশ হল ভারত এবং আমেরিকা। আগামি দিনে গণতান্ত্রিক দেশগুলি বিপদের মুখে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। মাথা চাড়া দিতে শুরু করে দিয়েছে একনায়কতন্ত্র বা ফ্যাসিবাদ। তাকে কীভাবে দমন করা যেতে পারে এবং গণতান্ত্রিক দেশের সংখ্যা বিশ্বে অধিক সংখ্যক করা সম্ভব হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এখন সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে বিশ্বের সব গণতান্ত্রিক দেশগুলিকে একটি ছাতার তলায় নিয়ে আসতে হবে। নাহলে কিন্তু গণতন্ত্র কথাটা ইতিহাসে পরিণত হতে থাকবে। সর্বত্র মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে একনায়কতন্ত্র। ফ্যাসিবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে যার ফলে গণতন্ত্র আজকে বিপন্ন বোধ করতে শুরু করেছে। ইউক্রেন যুদ্ধ বিশ্বের রাজনীতির পরিস্থিতিটাকে একেবারে পাল্টে দিয়েছে। আফগানিস্তানে গণতান্ত্রিক সরকার বিপন্ন হয়েছিল। সেখানে তালিবান সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। আমেরিকার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে এছাড়া আমেরিকার আর কিছুই করার ছিল না। কতকাল ধরে আফগানকে তালিবান মুক্ত রাখবে আমেরিকা। সেখানকার সরকার ছিল একেবারে নড়বড়ে। গণতান্ত্রিক সরকার সেখানে শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারেনি। আমেরিকার আফগানের গণতান্ত্রিক সরকারকে শক্তিশালী করার জন্য রসদ দিতে শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু তারা তা ব্যবহার করতে পারেনি। তালিবানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার মতো শক্তিশালী সেনা সংগঠন তৈরি করতে পারেনি। তালিবানরা যেভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছিল তা আফগানের গনি সরকার করতে পারেনি। তার ফলে তালিবানদের

কাছে গনি সরকারকে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল। আমেরিকার সেখানে করার কিছুই ছিল না। আমেরিকা চেয়েছিল সেখানে গণতান্ত্রিক সরকার থাকুক। ভারতও আফগানের গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে ছিল। কিন্তু কতদিন ধরে সেই সরকারকে আগলে রাখবে আমেরিকা। আমেরিকার সেনারা বহুদিন ধরে ঘরবাড়ি ছাড়া। তাদেরকে ঘরে ফেরানোর উদ্যোগ গ্রহণ করাটা অপরাধ নয় আমেরিকার। আজকে ইউক্রেনকে ফ্যাসিবাদ সরকার বলে আক্রমণ করতে শুরু করে দিয়েছে রাশিয়া। রাশিয়া ইউক্রেন দেশটাকে ভাগ করে দিতে চেয়েছে। সেটা করতে শুরু করে দিয়েছে অস্ত্র দিয়ে। যুদ্ধ করে। শক্তি দিয়ে ইউক্রেনের ঐক্যকে একেবারে বিনিষ্ট করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করতে শুরু করেছে রাশিয়া। আসলে রাশিয়া ভাবতে শুরু করে দিয়েছে যে তাদের হাত থেকে গোটা পৃথিবীটা হাতছাড়া হয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে। রাশিয়ার পাশে কোনও দেশ নেই। কমিউনিস্ট দশগুলি ছাড়া বিশ্বের কোনও দেশ রাশিয়ার পাশে নেই। আজকে রাশিয়া ক্রমশ একঘরে হয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে রাশিয়া উদারপন্থী নয়। সঙ্কির্ণপন্থী দলের অংশ। উদার হতে গেলে মনটাকে পরিস্কার করার প্রয়োজন রয়েছে। অস্ত্র দিয়ে পৃথিবী শাসন করা যায় না। রাশিয়া আগেকার চিত্রটা সেই রকমই ছিল। রাশিয়া গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলিকে রাশিয়া অস্ত্র দিকে বন্দুক দিয়ে শাসন করতে গিয়ে রাশিয়ার হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে। রাশিয়া আবার অস্ত্র দিয়ে তাদেরকে রাশিয়ার ছাতার তলায় নিয়ে আসার চেষ্টা করছে বলপূর্ব। সেটা কিন্তু সম্ভব নয়। রাষ্ট্রপুঞ্জ এর মানবাধিকার কাউন্সিল থেকে রাশিয়াকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাশিয়া সেখানে আর প্রবেশ করতে পারবে না এবং মানবাধিকার নিয়ে কথা বলার কোনও অধিকার থাকবে না রাষ্ট্রপুঞ্জে। এটা রাশিয়ার মতো একটি বড় দায়িত্বশীল দেশের পক্ষে আঘাত বলা যেতে ারে। ভারতও পর্যন্ত এই প্রস্তাবের পক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দেয়নি। কারণ ভারত সরকার আগেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল তারা ভোটাভুটিতে অংশ গ্রহণ করবে না। যার ফলে রাশিয়া খানিকটা ক্ষুব্ধ হলেও ভারতের কোনও কিছু করার ছিল না। ইউক্রেনের ওপরে ভয়ঙ্কর হামলা করতে শুরু করে দিয়েছে রাশিয়ার সেনারা। সেখনে শিশু থেকে শুরু করে নারী ধর্ষন, গণহত্যা করতে শুরু করেছে রুশ সেনারা। কীভাবে যুদ্ধ বন্ধ করা যেতে পারে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা চালিয়ে যাবে ভারত এবং আমেরিকা। শান্তিপূর্ণ উপায়ে কূটনীতির মাধ্যমে যুদ্ধকে বন্ধ করতে হবে। তাতে ভারতের অংশ গ্রহণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছেন, ইউক্রেনের অবস্থা উদ্বেগজনক। কুড়ি হাজার ভারতীয় ছাত্র সেখানে আটকে পড়েছিল। তাদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছেন, ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ বন্ধ হতে পারে একটি মাত্র পথ ধরে সেটা হচ্ছে দুই দেশের রাষ্ট্র প্রধানকে মুখোমুখী বসিয়ে শান্তি আলোচনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া। তার ফলে যুদ্ধ থামতে পারে। এছাড়া আর কোনও পথ খোলা নেই। ইজারয়েল এবং হামাস যুদ্ধ বিরতি মেনে নিয়েছে। ইরাক ইরান মিশর সহ আরব দুনিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। তবে আপাতত রশি ইউক্রেন যুদ্ধ পরিস্থিতি শান্ত। ঠাণ্ডা মাথায় শান্তির আলোচনাকে অগ্রাধিকার দিলেই যুদ্ধ থেমে যাবে। ভারত এ ব্যাপারে ইউক্রেন এবং রাশিয়ার কূটনীতিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে শুরু করে দিয়েছে। রাশিয়ার কাছ থেকে ভারত যে তেল কিনছে তার কথাও উল্লেখ করেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। প্রধানমন্ত্রী মোদি শুরুতে বলেছেন ইউক্রেন যুদ্ধকে ভারত সমর্থন করছে না। তার সঙ্গে তেল কেনার কোনও সম্পর্ক নেই। ভারত বরাবর যুদ্ধ বিরোধী দেশ। দ্বিপাক্ষিক মুক্ত চুক্তির ভিত্তিতে ভারত রাশিয়ার কাছ থেকে অস্ত্র কিনছে। আমেরিকার শুরুতেই ভারতের ওপরে চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করে দিয়েছিল। তারা প্রথম থেকে বলতে শুরু করেছিল রাশিয়াকে বয়কট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু ভারত সে ব্যাপারে সজাগ ছিল। তবে ভারত থেকে বলা হয়েছে যে ভারত সব সময়ে ভারসাম্য নীতি নিয়ে চলে।

ভারতের জাতীয় চরিত্র শ্রীকৃষ্ণ

বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ উপন্যাসে ধর্মীয় জাতীয় জাগরণের কথা তিনি বললেন। ধর্মকে আধুনিক হতে হবে। ধর্মকে মানুষের ব্যবহারে কাজে লাগাতে হবে। ধর্ম কেবল মাত্র মানুষের হিতার্থে ব্যবহৃত হবে। ধর্ম কিন্তু শোষনের অস্ত্র নয়। ধর্ম হচ্ছে মানুষকে চলার পথ তৈরি করে দেবে। বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণ চরিত্র' রচনা করলেন। তিনি সেখানে কৃষ্ণ চরিত্রে ভাগবত গীতার কৃষ্ণকে গ্রহণ করলেন না। তিনি মহাভারতের কৃষ্ণকে গ্রহণ করলেন। বীর শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে চর্চা করলেন। তিনি কৃষ্ণকে ভারত মুক্তি অবতার রূপে প্রতিষ্ঠিত করলেন। ভারতবর্ষকে একটি রাষ্ট্রে পরিণত করার স্বপ্ন দেখে ছিলেন মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ। বীর শ্রীকৃষ্ণ। চতুর শ্রীকৃষ্ণ। প্রেম ভক্তিময় শ্রীকৃষ্ণ নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বেশি মাথা ঘামাননি। তিনি স্বাধীন ভারত দেখতে শ্রীকৃষ্ণের মতো একজন বলিষ্ঠ নেতার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন বা চেয়েছিলেন। পরাক্রমশালী ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণের প্রয়োজন রয়েছে বলে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সেই কারণে তিনি মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করে বঙ্কিম তাঁর নিজস্ব ধাঁচে 'কৃষ্ণ চরিত' (১৮৮৬) রচনা করলেন যিনি বুদ্ধি এবং শক্তিতে ঐক্যবদ্ধ ভারত গড়তে সক্ষম। মহাভারতে যুগে ধর্মীয় জাতীয় জাগরণ আনতে সক্ষম হয়েছিলেন সেই কৃষ্ণ চরিত্রকে তিনি তাঁর রচনায় প্রকাশ করলেন। জাতীয় জাগরণে চিন্তার স্ফুরণ দেখতে পেয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে দিয়ে। শক্তির পুজারি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। পরবর্তীকালে তিনি আবার শ্রীকৃষ্ণ পুজারিতে পরিণত হন। ধর্মীয় জাতীয় জাগরণের মন্ত্রে পরিণত হল 'বন্দে মাতরম'। আজকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে 'ভারত মাতা কি জয়' বলে স্লোগান দেওয়া হয়ে থাকে। সেটা কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত 'ভারত মাতা'র ছবি সূচনা কাল থেকেই এসেছে। 'ভারতমাতা' (১৯০৫) ছবি অঙ্কিত করতে শিল্পী অবনীন্দ্রনাথকে প্রেরণা দান করেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। স্বাধীনতার পরে 'বন্দে মাতরম' রাজনৈতিক স্লোগানে পরিণত হল। বঙ্কিমচন্দ্র যে ধর্মীয় জাতীয় জাগরণের কথা বলেছেন সেখানে কোনও বিভেদ নীতি ছিল না। সেখানে সব ধর্মের ভারতীয়দের স্থান রাখা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখতে পাওয়া গেল যে বঙ্কিমবাবুর জাতীয় জাগরণের মধ্যে হিন্দুত্বের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। ফলে তাকে এক শ্রেণির সম্প্রদায় লোকেরা বর্জন করতে শুরু করলো। কালের গতিতে বঙ্কিমচন্দ্রকে ভাগের অংশীদারে পরিণত হলেন। পরাধীন ভারতবর্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের যে সঙ্গীত 'বন্দেমাতরম' জাতীয় জাগরণের অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত ছিল পরবর্তীকালে দেখতে পেলাম বিরোধ। স্বাধীনতার পর কিন্তু রাজনীতির কবলে পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র ভাগ হয়ে গেলেন। এটাই হল ভারতের রাজনীতির করুণ ট্রাজেডি। আসলে আমরা ভাগ করতে শিখেছি। এক করতে জানি না। এক কাকে বলে সেটা শেখিনি। খণ্ডিত করতে শিখেছি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে' গানে এক হয়ে চলার কথা বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর সঙ্গীতে এক হওয়ার কথা বলেছেন। 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত জনপ্রিয়তা লাভ করলো ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় থেকে। সেই সময়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে বেড়াতেন 'বন্দে মাতরম'। জাতীয় চেতনা শক্তিকে বলিয়ান করতে কবিগুরু বঙ্কিমবাবুর রচিত এই গানটিকে অস্ত্র করে ইংরেজদের বঙ্গভঙ্গ বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। সেই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম' বাংলা তথা ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গৃহীত হয়। মহাত্মা গান্ধি তাঁর রচিত 'স্বরাজ হিন্দ' বইতে লিখেছেন বাংলার বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনই ভারতের জাতীয় জগরণের পথ তৈরি করে দেয়। সেই সময়ে রচিত হয়েছিল দুটি বিখ্যাত সঙ্গীত। একটি হচ্ছে- 'বাংলার মাটি বাংলার জল পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান।' আর একটি সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' যা এখন স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। এর পাশাপাশি ছিল 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত। প্রকৃত অর্থে 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীতের মধ্যে একটি শক্তি রয়েছে সেটা বুঝতে পারা যায় যদি এক মনে এই গানটি গাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রে ভাষার মধ্যে শক্তি ছিল। সেই শক্তি আরও বেশি করে জাগ্রত হয়ে উঠেছিল বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত এই সঙ্গীতে। সেই কারণে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত দুটো- একটি হচ্ছে 'বন্দে মারতম।' আর এর একটি হচ্ছে 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে'। কংগ্রেস অধিবেশনে 'বন্দে মাতরম' সভা অনুষ্ঠান শুরু হওয়া আগে গাওয়া হয়ে থাকে। সভার শেষে গাওয়া হয় 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে।'

সরস্বতী পুজো না হওয়া নিয়ে স্কুলের গেটে বিক্ষোভ দেখাল শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা

দুরন্ত বার্তা, খড়িবাড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ পুজো চাই, পুজো চাই! সরস্বতী পুজো চাই! এই স্লোগান নিয়ে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ। সরস্বতী পুজো না হওয়া নিয়ে স্কুলের গেটে বিক্ষোভ দেখাল শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। সোমবার খড়িবাড়ির দিলসারাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য এলাকায়। দীর্ঘ প্রায় ২ ঘণ্টা ধরে চলে বিক্ষোভ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সরস্বতী পুজো না হওয়া নিয়ে ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা। এদিন স্কুলের গেটে পুজো চাই, পুজো চাই! সরস্বতী পুজো চাই! এদিন সেজে গুজে এসে স্কুলে পুজো না হওয়ায় মন খারাপ শিক্ষার্থীদের। বিদ্যালয়ের অভিভাবকদের বুলি সিংহের দাবি বছরে একবার পুজো তাও হচ্ছে না। তালাবদ্ধ হয়ে রয়েছে স্কুল। স্কুলে কেন পুজো হচ্ছে না তার জবাব দিতে হবে। পাশাপাশি অভিভাবকদের আরো দাবি বিদ্যালয়ে পঠন- পাঠন ঠিক মতো হচ্ছে না, বিদ্যালয়ে শিক্ষক- শিক্ষিকারা সময় মতো বিদ্যালয়ে আসে না। প্রাক্তনীর দাবি, বলার ভাষা নেই, এর জবাব দিতে হবে শিক্ষকদের। অন্যদিকে পুজো হবে টেলিফোনে মত প্রদান শিক্ষকের। কেন পুজো হচ্ছে না খতিয়ে দেখতে হবে টেলিফোনে দাবি শিলিগুড়ি প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যানের। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পরবর্তীতে পূজা না করে ফিরে যেতে হল শিক্ষক- শিক্ষিকাকে।

মুরগির মাংসের চাহিদা মেটাতে রাজ্যে অত্যাধুনিক মানের উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ মুরগির মাংসের চাহিদা মেটাতে রাজ্যে অত্যাধুনিক মানের উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র তৈরি করা হচ্ছে। নেদারল্যান্ডস থেকে আনা যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত প্রায় ৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে নদীয়ার কল্যাণীতে এই প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রটি তৈরি করা হচ্ছে বলে রাজ্যের প্রাণিসম্পদ বিকাশ দফতর সূত্রে জানা গেছে। ২০২৫ সালের জুন মাসের মধ্যেই এই কারখানা তৈরি হয়ে যাবে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা হরিণঘাটা মিটের বিপণি থেকে উন্নত গুণমানের এই মাংস বিক্রি করা হবে। বর্তমানে রাজ্য সরকারের হাতে মোট দু'টি মুরগির মাংস প্রক্রিয়াকরণের কেন্দ্র রয়েছে। প্রতিটিতে রোজ গড়ে ১৫ হাজার মুরগির মাংস প্রক্রিয়াজাত করে বিক্রির জন্য তৈরি করা হয়। সেখানে নতুন কেন্দ্রটি তৈরি হলে সেখানে প্রতিদিন গড়ে ৩০ হাজার মুরগির মাংস প্রক্রিয়া করা যাবে। এর ফলে রাজ্যে মুরগির মাংসের জোগান অনেকটাই বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। রাজ্যের বাইরেও প্রসেসড চিকেন পাঠানোর পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন দফতর।

বাঁধের রাস্তা-শ্মশানে বাঘের পায়ের ছাপ, ফের আতঙ্ক মৈপীঠে

দুরন্ত বার্তা, কুলতলি, ৩ ফেব্রুয়ারিঃ আবারো বাঘের পায়ের ছাপ ঘিরে আতঙ্ক ছড়ালো কুলতলির মৈপীঠ উপকূল থানার উত্তর বৈকুণ্ঠপুর এলাকায়।

সোমবার সকালে চাষের কাজ করতে গিয়ে এক কৃষক এই পাগমার্ক দেখেন। এর পরই গ্রামের লোকজনকে খবর দেন। খবর দেওয়া হয় বনদপ্তরেও। গত ডিসেম্বর মাস থেকে মৈপীঠে একাধিক বার বাঘ আসার খবর সামনে এসেছে। কিছু দিন আগেই দেবীপুরে এক মহিলার বাড়িতে বাঘ ঢুকে পড়েছিল। গত সপ্তাহেই হরিযাখালি বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে একেবারে বাঘের সামনে পড়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন অনুপম গিরি নামে স্থানীয় এক যুবক। উত্তর বৈকুণ্ঠপুরে বাঘের আতঙ্ক এ বার। ভয়ে কাঁপছেন গ্রামের মানুষ। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, নদীবাঁধ লাগোয়া একটাই রাস্তা। বাঁধের ধারে মানুষের বসবাস। ক্রমেই তা বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। প্রায় প্রায়ই বাঘের আতঙ্ক ছড়াচ্ছে, ঠিক যেমন ছড়িয়েছে সোমবার। এলাকার বাসিন্দা অজয়কুমার দাস জানান, সামনেই শ্মশান। পাশে ধানের জমিতে সোমবার কৃষক কাজ করছিলেন। তিনিই প্রথম বাঘের পায়ের ছাপ দেখেন। একেবারে টাটকা পায়ের ছাপ। অজয় বলেন, ''সকালেই বাঘ এসেছিল। রাস্তায় হেঁটেছে, শ্মশানে, জঙ্গলেও ঘুরেছে। তাতেই গ্রামের মানুষ আতঙ্কিত। বারবার এখানে বাঘ আসছে। বনদপ্তর কিছু ব্যবস্থা নিক।'' খবর পেয়ে আসেন মৈপীঠ-বৈকুণ্ঠপুর গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান জ্যোৎস্না শী। তিনি জানান, পায়ের ছাপ অনুসরণ করেই বাঘের অবস্থান বোঝার চেষ্টা করছেন বনদপ্তরের কর্মীরা। এলাকার লোকজন জানান, আজমলমারি ১২ নম্বর জঙ্গল থেকে মাকড়ি নদী সাঁতরে বারবার লোকালয়ে ঢুকছে বাঘ। পঞ্চায়েত প্রধানের বক্তব্য, গবাদি পশু মরলে তা জঙ্গল এলাকায় না ফেলে মাটি খুঁড়ে যাতে পুঁতে দেন, তার জন্য মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে। গবাদি পশু মারা গেলে, জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় ফেললে, তার টানে বাঘ বারবার জঙ্গল ছেড়ে লোকালয় সংলগ্ন এলাকায় চলে আসছে।

পাচার রুখতে গণবিবাহের আসর

দুরন্ত বার্তা, খড়্গপুর, ৩ ফেব্রুয়ারিঃ কারও বাবা নেই। কারও মা পরিচারিকার কাজ করে সংসার চালান। এমন অবস্থায় মেয়ের বিয়ের আয়োজন করতে গিয়ে হিমশিম খান বাবা-মা। ছোট করে বিয়ের অনুষ্ঠানের আয়োজনও তাঁদের পক্ষে অসম্ভব। আবার অনেক সময়ে দেখা যায় অভাবী পরিবারকে টার্গেট করে বাইরের কিছু যুবক। অভিযোগ, বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে মেয়েদের নিয়ে পালায় তারা। এ

ভাবে বিয়ের নামে পাচারের তথ্যও মিলেছে। সেই সব গরিব অসহায় বাবা-মায়ের চিন্তা দূর করতে এগিয়ে এসেছে খড়্গপুর শহরের তালবাগিচার ভলক্যানো ক্লাব। ওই ক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তারা প্রতিবছরই গণবিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ক্লাবের সভাপতি দীপঙ্কর দাস ও সম্পাদক সুব্রত তাপালির কথায়, ''অনেক গরিব বাবা-মা টাকার অভাবে মেয়ের বিয়ে দিতে পারেন না। এই যে শোনেন মেয়েরা সব পাচার হয়ে যাচ্ছে, তার পিছনে অন্যতম কারণ এটাও।'' এখনও পর্যন্ত ভলক্যানো এ ভাবে ১০৪ জন তরুণীর বিয়ে দিয়েছে। ২০১৭-এ ১১ জনের গণবিবাহ দিয়ে পথ চলা শুরু ভলক্যানোর। কোনও বছর ১৭ জোড়া, কোনও বছর ২১ জোড়া পাত্রপাত্রীর বিয়ে দিয়েছে তারা। আর এ বছরে গণবিবাহের আসরে বিয়ে হবে ১৪ জোড়া পাত্র-পাত্রীর। আজ, সোমবার সরস্বতী পুজোর দিনই বসে সেই বিয়ের আসর। খড়্গপুরের শহরের বিভিন্ন ক্লাব, ব্যবসায়ী, মানুষ, কাউন্সিলাররা এই অনুষ্ঠানে সাহায্য করেন। বিয়ের আগে পাত্র-পাত্রীর আধার কার্ড এবং বয়সের প্রমাণপত্র নেয় ক্লাব। স্থানীয় কাউন্সিলার বা পঞ্চায়েত সদস্যর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। বিয়েতে আপত্তি নেই বলে তাঁদের কাছ থেকে লিখিত নেওয়া হয়। তারপরই বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

ডোক নদীতে বাঁশের সাঁকো তৈরি করলেন গ্রামবাসীরা, স্থায়ী সেতুর দাবি

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ ডোক নদীর উপর দীর্ঘদিনের সেতুর দাবি। তা পূরণ না হওয়ায় বাধ্য হয়ে সোমবার বাঁশের সাঁকো বানালেন উত্তর দিনাজপুর জেলার দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বালাবাড়ি ও আঠারোখারি এলাকার বাসিন্দারা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসনের কাছে সেতুর দাবি জানানো হলেও কোনও স্থায়ী সমাধান মেলেনি। ফলে প্রতিদিন নদী পার হতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে স্কুলপড়ুয়া থেকে শ্রমিক-সকলকেই। স্থানীয়দের অভিযোগ, নদী পারাপারের এই সমস্যা নতুন নয়। দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রাম থেকে বহু মানুষ বালাবাড়ি হয়ে মাঝিয়ালী গ্রামে যান কাজের খোঁজে। অন্যদিকে, বালাবাড়ির প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আশপাশের গ্রাম থেকে পড়তে আসতে হয় শিশুদের। কিন্তু নদীর উপর কোনও সেতু না থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন হাতে নিয়ে নদী পার হতে হয়। তাই গ্রামবাসীরাই উদ্যোগ নিয়ে বাঁশের সাঁকো তৈরি করলেন, যাতে অন্তত ঝুঁকি কমিয়ে কিছুটা সহজ হয় যাতায়াত।

আসানসোল থেকে 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট'-এর নামে টাকা তুলে চিন-দুবাইয়ে ট্রান্সফার? চাঞ্চল্যকর তথ্য

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ৩ ফেব্রুয়ারিঃ টার্গেট আসানসোল? 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট'-এর নামে প্রতারণার ছক, মাত্র ২ সপ্তাহে শিকার তিনজন। তদন্তে নেমে ব্যারাকপুর এবং কেরালার অপরাধ চক্রের সূত্র খুঁজে পেয়েছে পুলিশ। প্রতারণার মাধ্যমে হাতিয়ে নেওয়া টাকা পাঠানো হচ্ছে চিন, দুবাইয়ের মতো দেশে? তদন্তে উঠে এসেছে একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য। সাইবার প্রতারকদের নয়া টোপ 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট'। এক্ষেত্রে ফোন করে বা হোয়াটসঅ্যাপ কল করে কোনও ব্যক্তিকে প্রতারকরা গ্রেপ্তারির মিথ্যে ভয় দেখায়। সেই গ্রেপ্তারি এড়ানোর জন্য চাওয়া হয় মোটা টাকা। আর এই প্রতারণা চক্রে পা দিয়ে সম্প্রতি আসানসোলের চঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায় ১ কোটি ৩ লক্ষ, পরেশ রঞ্জন সাহু ৪ লক্ষ ৪৪ হাজার ৮১ টাকা, দুর্গাপুরের বাসিন্দা তরুণ কুমার কেশ ৯ লক্ষ ৬০ হাজার ৪৯৮ টাকা খুইয়েছেন। অভিযোগ, গত ১৮ জানুয়ারি থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত আসানসোল সাইবার থানায় ৩টি ডিজিটাল অ্যারেস্টের অভিযোগ জমা পড়েছিল। গত ১৮ জানুয়ারি আসানসোল দক্ষিণ থানার সমীরণ রায় রোডের বাসিন্দা চঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায় সাইবার থানার দ্বারস্থ হন। তিনি দূরদর্শনের অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক। তাঁর অভিযোগ ছিল, গত ১০ জানুয়ারি থেকে ১৬ জানুয়ারি তাঁকে ফোন করে সাইবার প্রতারকরা ডিজিটাল অ্যারেস্ট করার হুঁশিয়ারি দেয়। তাঁর সঙ্গে দাউদ ইব্রাহিমের স্লিপারসেলের যোগসূত্র থাকার নথি রয়েছে সিবিআই এবং দিল্লি পুলিশের কাছে, এই হুমকি দেওয়া হয়। এরপর সাত দিনে ধাপে ধাপে তাঁর থেকে এক কোটির বেশি টাকা হাতিয়ে নেয় প্রতারকরা। অন্যদিকে, গত ২৮ জানুয়ারি ডিজিটাল অ্যারেস্টের অভিযোগ তুলে আসানসোল সাইবার থানার দ্বারস্থ হন বার্নপুরের বাসিন্দা পরেশ রঞ্জন সাহু। তিনি অভিযোগ করেন তাঁকে ২০ দিন 'ডিজিটাল গ্রেপ্তার' দেখিয়েছিল সাইবার জালিয়াতরা। পাশাপাশি দুর্গাপুরের বাসিন্দা তরুণকুমার কেশ জানিয়েছেন, তাঁর কাছে একটি অচেনা নম্বর থেকে ফোন এসেছিল গত ২৫ জানুয়ারি। যেখানে এক ব্যক্তি নিজেকে মুম্বইয়ের ডুগড়ি থানা সাব-ইন্সপেক্টর আকাশ বর্মা বলে পরিচয় দেয়। তিনি আর্থিক দুর্নীতি চক্রের সঙ্গে যুক্ত বলে অভিযোগ তোলে প্রতারকরা এবং টাকা না দিলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে বলে ভয়ও দেখানো হয়। এরপর প্রতারকরা তাঁর থেকে ৯ লক্ষের বেশি টাকা হাতিয়ে নেয়। গত ৩১ জানুয়ারি তিনিও সাইবার থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। চঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগের প্রেক্ষিতে তদন্তে নেমে ব্যারাকপুর এবং কেরালার চক্রের যোগ পান তদন্তকারীরা। এই ঘটনায় দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ এবং বাংলা থেকে মোট ৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের জেরা করে একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য পেয়েছেন তদন্তকারীরা। পুলিশ সূত্রে খবর, জেরায় জানা গিয়েছে, কলকাতা এবং দিল্লিতে ডিজিটাল অ্যারেস্টের নামে প্রতারণা করে সেই টাকা পাঠানো হচ্ছিল বিদেশে। আর এই সাইবার অপরাধ ব্যারাকপুর এবং কেরালা থেকে অপারেট করা হচ্ছে। কে বা কারা এই চক্রের মাথা? তলিয়ে দেখছে পুলিশ। আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারের ডিসি (সদর) অরবিন্দ আনন্দ জানান, ডিজিটাল অ্যারেস্ট নিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে।

বিএসএফ-কে চিনিয়ে দিয়েছিলেন বাড়ি, রাগে পঞ্চায়েত সদস্যকে বেধড়ক মার দুষ্কৃতীর

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ পুলিশের খাতায় নাকি ফেরার। সেই দুষ্কৃতীর মারে রক্তাক্ত গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য। মারধরের পর আবার চম্পট দেয় বাংলাদেশের দিকে। কিন্তু লাভের লাভ হল না। পরে পুলিশের জালে ধরা পড়ল অভিযুক্ত। রবিবার দুপুরের ওই ঘটনায় শোরগোল পড়েছে হিলি থানার অন্তর্গত ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটাতারের ওপারে ভারতীয় ভূখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রামে। এ দিকে, এই ঘটনায় প্রাথমিক চিকিৎসার পর রবিবার বিকেলেই পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছে ওই গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য। হিলি থানার পুলিশ অভিযোগ পেতেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। সোমবার হিলি থানার পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছে অভিযুক্ত। এদিন ধৃতকে বালুরঘাট জেলা আদালতে তোলা হলে দুদিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে এদিন সন্ধ্যায় ডিএসপি হেড কোয়ার্টার বিক্রম প্রসাদ জানিয়েছেন। হিলি থানার ধলপাড়া পঞ্চায়েতের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটাতারের ওপারের ভারতীয় ভূখণ্ডের শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রামের বাসিন্দা তথা তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য অরুণ মাহাত। ওই গ্রামেরই বাসিন্দা মচ্ছিরউদ্দিন মণ্ডলের বাড়িতে গতকাল রাতে পুলিশ বিএসএফ যৌথ অভিযান চালায়। ওই অভিযানে আইনানুগ কারণে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অরুণ। তিনি মচ্ছিরউদ্দিন বাড়ি চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন। এরপর রবিবার সকালে জমিতে চাষের কাজে বেরিয়েছিলেন পঞ্চায়েত সদস্য। পথে গ্রামবাসীর সঙ্গে কথা বলছিলেন। অভিযোগ, সেইসময় আচমকাই অরুণবাবুর পথ আটকে দাঁড়ায় মচ্ছিরউদ্দিন। পুলিশ দিয়ে কেন তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়েছে, সেই অভিযোগ তুলে বচসা শুরু করে। তারপরেই পঞ্চায়েত সদস্যকে বেধড়ক মারধর শুরু করে অভিযুক্ত। তারপরই বাংলাদেশের দিকে চম্পট দেয় ওই দুষ্কৃতী। সেখানেই বেশ খানিকক্ষণ লুকিয়ে ছিল সে। কিন্তু সময় পেরিয়ে গেলে ফের ভারতে ঢোকার চেষ্টা করে অভিযুক্ত। তখনই ধরা পড়ে প্রথমে বিএসএফ-এর কাছে। তারপর তাকে গ্রেফতার করে হিলি থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মচ্ছিরউদ্দিন মণ্ডল বিরুদ্ধে হিলি থানায় একাধিক মামলা রয়েছে। ভিন রাজ্যেও মামলা রয়েছে। অবৈধ চোরাচালান, অনুপ্রবেশকারীদের এ দেশে ঢোকানোর চক্রে জড়িত সে। দীর্ঘদিন থেকে ওই দুষ্কৃতীকে বাগে পেতে খোঁজ করছিল পুলিশ। অবশেষে হাতেনাতে ধরা পড়ল সে। এ দিন, অরুণবাবু বলেন, বিএসএফ এলাকায় গিয়েছিল। আমায় জিজ্ঞাসা করছিল এটা মছিরুদ্দিনের বাড়ি? আমি বললাম হ্যাঁ স্যার। এদিন সকালে চাষের কাজে যাচ্ছিলাম। সেই সময় আমায় মারধর করেছে।

নেই-মানুষদের এখনও ঠিকানা 'চাইবাসা'

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ জন্মের পর থেকে মরে যাওয়া পর্যন্ত, হেঁটে যাওয়া পথটার দু'ধারে লুকিয়ে থাকে বেঁচে থাকার মাধুর্য, মহিমা, সারল্য আর জীবনের উৎসবের কত শব্দ, নৈঃশব্দ! তারই সহোদর হিংস্রতা, লোভ, আর আকাশছোঁয়া চাহিদা। তবু আমরা ভালোবাসি এই জীবন। কত আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মানুষ দূরদেশে পাড়ি দেয় নতুন কিছুর আশায়। পুরোনো কবরখানা আর সাহেবি বাংলোগুলোর প্রতি আমার অমোঘ আকর্ষণ রয়েছে। এই অনুষঙ্গে ডুয়ার্সের একটা কবরখানার কথা না-বললেই নয়। 'চাইবাসা' কবরখানার কথা। মালবাজার থেকে একটু উঠে রাঙামাটি চা বাগানের মধ্যেই 'চাইবাসা ব্রিটিশ সেমেট্রি'। একটা তোরণ আজও এই দাঁড়িয়ে আছে জীবিত যাপনের অভ্যর্থনায়। পশ্চিম ডুয়ার্সের এই সমাধিস্থল সম্ভবত এই অঞ্চলে প্রাচীনতম। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে সম্ভবত এই কবরখানা স্থাপিত হয়েছিল, অন্তত এখানে সবচেয়ে পুরোনো সমাধি ১৮৮৯ সালের। ডুয়ার্সে সাম্রাজ্য গড়লেও প্রকৃতির রোষে জীবন বড় সংক্ষিপ্ত ছিল ইউরোপিয়ানদের। চোখে পড়ে রাঙামাটি চা বাগানের ম্যানেজার ডব্লিউডি কাউলের স্ত্রী মারিয়ান ইডার সমাধি। একটি শ্বেতপাথরের পরীর মূর্তি দিয়ে সাজানো সমাধি। আশপাশের ডামডিম, বাগরাকোট, লিশ রিভার, বড়দিঘি, মিনগ্লাস চা

বাগানের মালিক, ম্যানেজার এবং তাঁদের পরিবারের সমাধিও রয়ে গিয়েছে। একদিকে অপার্থিব নিসর্গ, বিলাসের বাহুল্য, অন্যদিকে চা বাগান, শ্রম, শ্রমিক আর ছোটনাগপুর থেকে উপড়ে আনা মানুষের রক্ত-ঘামের ইতিবৃত্ত। ম্যালেরিয়া বা কালাজ্বরের ছোবল, যা খেটে খাওয়া মানুষের জীবনের গণ্ডিও ছোট করে দিয়েছে। সবুজে ঘেরা নদ পাহাড়ের এই সমাহিত সাম্রাজ্যে চিরনিদ্রায় মগ্ন সকলে। নদী আর জঙ্গলে ভরা তরাই বা ডুয়ার্স অঞ্চলে চা বাগান বসাতে এসেছিলেন সাগরপাড়ের সাহেবরা। পাহাড় বা তরাই-ডুয়ার্সের অদ্ভুত সুন্দর সব বাংলোতে বসে হয়তো বৃষ্টি পড়তেও দেখেছেন। পথের কিনারায় যেখানে পাকদণ্ডি হঠাৎ হারিয়ে যায়, অস্তিত্বহীন সেই পাহাড়ি বৃষ্টির মধ্যে তাঁদেরও উপস্থিতি হয়ে উঠেছিল রহস্যময়। রক্তমাংসের বাস্তবের মধ্যেই গহনঘন অমানুষী অবাস্তব গল্প বলে মনে হয় 'চাইবাসা' কবরখানা আর 'ওয়েস্টার্ন ডুয়ার্স ক্লাব' গড়ে ওঠার যোগসূত্রকে। এই কবরখানার শিকাটা আবার মনে হয় ওয়েস্টার্ন ডুয়ার্স ক্লাবের বিশাল চত্বরে লুকিয়ে আছে। রাঙামাটি থেকে প্রায় চার কিলোমিটার পথ। পাহাড়ের গা ঘেঁষে বয়ে গিয়েছে চেল নদী। বর্ষায় ডুয়ার্সের অন্য নদীর মতোই ফুঁসে ওঠে। এর পরে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। আগে ব্রিটিশ আমলে একটি এয়ারফিল্ড ছিল, এখন গলফ খেলার মাঠ। চায়ের স্বাদগন্ধ আর চা বাগানের ছককাটা নিসর্গে বৈভবের প্রতীক বলে মনে হয় বিশাল পুরোনো ব্রিটিশ বাংলোকে। হয়তো ইতিহাসের স্রষ্টা থেকে পাদটীকায় চলে যাওয়া, বিস্মৃত হয়ে যাওয়াটাকেই মান্যতা দিয়ে চলেছে এই বাংলো আর সুবিশাল প্রান্তর। যা নেই বা যেটা সত্যিই থাকবে না, সেটাকে মেনে নিতেই হয়। জীবন চলতে থাকে, তার কিছু আসে যায় না।

ব্যান্ডেল আমবাগানে রেল কোয়ার্টারে উচ্ছেদের নোটিশ ঘিরে বিতর্ক

দুরন্ত বার্তা, ব্যান্ডেল, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ ব্যান্ডেল আমবাগানে রেল কোয়ার্টারে উচ্ছেদের নোটিশ বিতর্ক। বিধায়কের নেতৃত্বে আন্দোলনে তৃণমূল। উল্লেখ্য, ব্যান্ডেল স্টেশনের কাছে আমবাগান এলাকায় রয়েছে রেলের কোয়ার্টার। সেখানে বসবাস করে অনেক পরিবার। সম্প্রতি একটি নোটিস ঘিরে ছড়ায় চাঞ্চল্য। কোয়ার্টারের বাসিন্দাদের উদ্দেশ্যে নোটিস দেওয়া হয়, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে রেল কোয়ার্টারে বসবাসকারীরা কোয়ার্টার খালি করতে হবে। না হলে রেল কর্তৃপক্ষ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। নোটিসের নীচে লেখা রয়েছে ' অনুসারে পূর্ব রেলওয়ে হাওড়া'। সেই নোটিসের বিরোধিতা করে সোমবার আমবাগানে সভা করে তৃণমূল। পরে মিছিল করে ইন্সপেক্টর অফ ওয়ার্কসের অফিসে যান আন্দোলনকারীরা। বিধায়ক অসিত মজুমদার বলেন, পুনর্বাসন ছাড়া কোন রকম উচ্ছেদ করা যাবে না। রেল কোয়ার্টারে যারা বসবাস করছেন কেউ ত্রিশ চল্লিশ বছর ধরে রয়েছেন। অনেকেই রয়েছেন, যাঁদের দাদু বাবা রেলে চাকরি করতেন। এখন তাঁদের উচ্ছেদ করলে কোথায় যাবে। ব্যান্ডেলে রেলের অনেক জায়গা আছে। এখানে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় হয়েছে আমরা সাহায্য করেছি। রেল গাজোয়ারি যদি করে তার উত্তর গাজোয়ারিতেই হবে। বিজেপির হুগলি সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক সুরেশ সাউ বলেন, রেল তার জায়গা তো নেবেই। রাজ্য সরকারের জায়গা তো নিতে যাচ্ছে না। রাজ্য সরকারি জায়গাগুলো দখল করে তৃণমূলের পার্টি অফিস হয়েছে। সেখানে ওই মানুষদের থাকতে দিন না বিধায়ক। কোয়াটারের এক বাসিন্দা বলেন, আমি পরিচারিকার কাজ করি। বাইরে ভাড়া থাকতে গেলে ৫০০০ টাকা লাগবে। কোথায় পাব এত টাকা? রেলের লোকেরা এসে বলছে কোয়াটার ছেড়ে দিতে। না হলে গ্রেফতার করে নিয়ে যাবে। খুব ভয়ে ভয়ে থাকি।

রীতি ভেঙে বিশ্বভারতীর হস্টেলে সরস্বতী পুজো, নিন্দা আশ্রমিক থেকে প্রাক্তনীদের

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও মূর্তিপুজোর রীতি নেই। সেই রীতি ভেঙে বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তিশ্রী ছাত্রাবাসের একটি ঘরে এবার সরস্বতী পুজোর আরাধনা হল। আর তাই নিয়েই চরম বিতর্ক তৈরি হল। নিন্দায় সরব প্রাক্তনী, পড়ুয়া, প্রবীণ আশ্রমিক থেকে স্থানীয় বাসিন্দারা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে এখানে নিরাকার ব্রহ্ম উপাসনা কেন্দ্র । পরবর্তীতে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। দেশের আর পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে বিশিষ্টতায় আলাদা বিশ্বভবিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতি, পঠনপাঠন পদ্ধতিও। এখানে মূর্তিপুজো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। অথচ সেই রীতিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরুষ ছাত্রাবাসে কেন পুজো হবে? সেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। প্রবীণ আশ্রমিক ঠাকুর পরিবারের সদস্য সুপ্রিয় ঠাকুর বলেন, বিশ্বভারতী ক্যাম্পাসের মধ্যে মূর্তিপুজো ও ব্যক্তিপুজো বিরোধী। এখানে আশ্রম প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ অথবা বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও কোনও মূর্তি নেই। এমন কাজ যদি পড়ুয়ারা করে থাকে অবশ্যই নিন্দার। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের নজরদারি প্রয়োজন। প্রাক্তনী সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সরস্বতী পুজোকে ঘিরে পড়ুয়াদের এমন আচরণ অত্যন্ত নিন্দার। যা কখনই কাম্য নয়। অন্যদিকে তৃণমূল ছাত্র সংগঠনের রাহুল আচার্য বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে মূর্তিপুজোর চল নেই। শান্তিশ্রী বয়েজ় হস্টেলে কিভাবে সরস্বতী পুজোর আয়োজন হতে পারে। কর্তৃপক্ষের অবশ্যই নজরদারির প্রয়োজন। যারা এই কাজ করলেন, খতিয়ে দেখা প্রয়োজন তাঁরা বিশ্বভারতীর পড়ুয়া কিনা। যদিও এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

টেলারিং দোকানের আড়ালে সাট্টার আসর, প্রতিবাদে সরব বাসিন্দারা

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ দোকানের বাইরে টেলারিং বোর্ড, আর ভেতরে অবাধে চলছে সাট্টার আসর। অভিযোগ এমনই। জনবহুল বাজারের মধ্যেই প্রকাশ্যে বসছে সাট্টার ঠেক, যেখানে প্রতিদিন বহু মানুষ সর্বস্ব খুইয়ে নিঃস্ব হচ্ছেন। এই বেআইনি জুয়ায় আসক্ত হয়ে চুরি-ছিনতাইয়ের ঘটনাও বাড়ছে, সংসারে অশান্তি ছড়াচ্ছে, এমনকি সংসারও ভাঙছে। পুলিশে একাধিক অভিযোগ জানিয়েও কোনও কাজ না হওয়ায় রবিবার সন্ধ্যায় স্থানীয় বাসিন্দারা সরাসরি সাট্টার আসরে গিয়ে প্রতিবাদে সরব হন। জানা গেছে, গত কয়েক মাস ধরে দুর্গাপুর, লাউদোহা, পান্ডবেশ্বর, অণ্ডাল- সহ শিল্পাঞ্চলে অপরাধমূলক কার্যকলাপ বেড়েছে। বাড়িতে চুরি, পথচলতি নারীদের গলার হার ছিনতাই, এমনকি সরকারি আবাসনে ডাকাতির মতো ঘটনাও ঘটছে। গত ডিসেম্বর মাসে বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী গ্রেফতার হওয়ার পর জানা যায়, তারা মাদক ও লটারির টাকা জোগাড় করতেই চুরি-ছিনতাই করছে। দুর্গাপুর নিউটাউনশিপ থানার মামড়া বাজারে একটি টেলারিংয়ের দোকানে সাট্টা চলার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা প্রতিবাদে নামে। অভিযোগ, দোকানের বাইরের সাইনবোর্ডে টেলারিং লেখা থাকলেও ভেতরে চেয়ার-টেবিল পেতে চলছে সাট্টার আগাম বুকিং। ৩ জন ব্যক্তি সেখানে খাতা-কলম নিয়ে টাকা নিচ্ছিলেন। স্থানীয়রা ঘটনাটি ভিডিও করে পুলিশকে জানান। বিজেপির দুর্গাপুর-বর্ধমান সাংগঠনিক জেলার যুব মোর্চার সহ-সভাপতি তরুণ দাস বলেন, শাসকদল ও পুলিশের মদতে এই বেআইনি সাট্টা চলছে। এর ফলে এলাকায় অপরাধ বাড়ছে, বহু মানুষ সর্বস্বান্ত হচ্ছেন। অবিলম্বে এই সাট্টা বন্ধ করতে হবে, না হলে বিজেপি বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে। বাসিন্দাদের প্রতিবাদের পর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছাতেই সাট্টার বুকিরা দোকানের তালা বন্ধ করে পালিয়ে যায়। যদিও পুলিশ জানান, ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

মৌসুনীতে সরস্বতী পূজাতে থিমের ছোঁয়া

দুরন্ত বার্তা, সুন্দরবন, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ সুন্দরবনের প্রত্যন্ত দ্বীপ মৌসুনীতে সরস্বতী পূজাতে থিমের ছোঁয়া। নতুন ভাবনায় নতুন আঙ্গিকে সেজে উঠেছে মৌসুনী নবদিগন্ত ক্লাবের এবছরের সরস্বতী পূজার মন্ডপ। এদের সরস্বতী পূজা এবছর ১১ তম বছরে পদার্পন করেছে। তাদের এবছরের থিম লাইব্রেরি ও সহজপাঠ। মন্ডপের বাইরে থিম রয়েছে লাইব্রেরি ও ভিতরের থিম রয়েছে সহজ পাঠ। এছাড়াও রয়েছে হস্তশিল্প,কৃষি,ছবি আঁকা প্রদর্শনী। রবিবার দিন স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের প্রদীপ প্রজ্জলোন ও মৌসুনী গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মানসী ভর্ট্টাচার্যে ফিতে কাটার মাধ্যমে এই মন্ডপের উদ্বোধন করা হয়।ফিতে কাটার পরেই মন্ডপ ও প্রতিমা দেখতে দর্শকরা ভিড় জমায়।

কালনা-শান্তিপুর ফেরি পরিষেবা বন্ধ, যাত্রীদের দুর্ভোগ

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ পূর্ব বর্ধমানের কালনা-শান্তিপুর ফেরিঘাটে ঘন কুয়াশার কারণে সকাল থেকে ফেরি পরিষেবা বন্ধ থাকায় যাত্রীদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়। সোমবার সরস্বতী পুজো উপলক্ষ্যে বাইরে থেকে আসা বহু মানুষ বাড়ি ফিরতে গিয়ে সমস্যায় পড়েন। রবিবার রাত দশটা থেকে কুয়াশার ঘনত্ব বেড়ে যাওয়ায় ফেরি চলাচল বন্ধ রাখা হয় সোমবার সকালেও। তবে বেলা বাড়লে কুয়াশার ঘনত্ব কমলে আবারও পরিষেবা স্বাভাবিক হয়। ফেরিঘাটের ম্যানেজার জয় গোপাল ভট্টাচার্য্য জানান, সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী, যতক্ষণ না কুয়াশা কমে, ততক্ষণ ফেরি সার্ভিস চালানো যাবে না। উল্লেখ্য, ঘন কুয়াশার কারণে ফেরি চলাচল বন্ধ হওয়ার ঘটনা এই প্রথম নয়। এর আগে ১৭ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখেও একই কারণে ফেরি পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছিল।

কানাইপুর মাদার মেরি পাবলিক স্কুলের নতুন ভবনের উদ্বোধন

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কোন্নগর কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কানাইপুর বাঁ শা ই অটো স্ট্যান্ডের কাছে মাদার মেরি পাবলিক স্কুলের নতুন ভবনের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন রিষড়া পৌরসভার পৌরপ্রধান বিজয় সাগর মিশ্রা । সরস্বতী পুজোর মধ্য দিয়ে স্কুলের নতুন ভবনের সূচনা হয়, ওই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়া পৌরসভার পৌরপ্রধান দিলীপ যাদব, রিষড়া পৌরসভার পৌরপ্রধান শ্রী বিজয় সাগর মিশ্রা, স্কুলের সম্পাদক অরুন কুমার মিশ্রা , শ্রীমতি কাঞ্চন মিশ্রা প্রধান শিক্ষিকা, আয়ুষ মিশ্রা বিশিষ্ট সমাজসেবক সহ বিশিষ্টজনেরা। বিদ্যালয়ের সম্পাদক অরুন কুমার মিশ্রা বলেন সকলের সহযোগিতায় এই নতুন ভবনটি নির্মিত হয়েছে। বাসরিক সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে প্রদীপ প্রজ্জলন, পুষ্পস্তবক, উত্তরীয়, প্রদানের মাধ্যমে সম্মানীয় অতিথি বর্গকে সম্মানিত করা হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রদর্শনের মাধ্যমে নিজ নিজপারদর্শিতা তুলে ধরে। বাৎসরিক পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের পারদর্শিতা মূলক স্থান অধিকার কে কেন্দ্র করে তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে উৎসাহ মূলক বক্তৃতা রাখেন রিষরা পৌরসভার পৌর প্রধান বিজয় সাগর মিশ্রা। বিদ্যালয়ের সম্পাদক অরুন কুমার মিশ্রা সহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা বক্তব্য রাখেন। এই উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সকলের নজর কাড়ে।

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1. Name of Work: "Provision for temporary IT infrastructural arrangement in connection with the inauguration programme to be attended by VVIP at Biswa Bangla Convention Centre under Technocity PS for Bengal Global Business Summit, Kolkata on 05th and 6th February , 2025" **[Job No. KIT/RW/087 of 24-25] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-051/KIT/Q of 24-25)** Bid Submission Closing : **05.02.2025 up to 03.00 PM** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

SBFC

এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেড
(পূর্ববর্তী এসবিএফসি ফাইন্যান্স প্রাইভেট লিমিটেড)
নিবন্ধিত অফিসঃ- ইউনিট নং ১০৩, প্রথম তলা, সিএন্ডবি স্কোয়ার, সঙ্গম কমপ্লেক্স, গ্রাম চাকালা, আন্ধেরি-কুরলা রোড, আন্ধেরি (পূর্ব), মুম্বাই-৪০০০৫৯।

চাহিদা বিজ্ঞপ্তি

যদিও এখানে উল্লেখিত ঋণগ্রহীতাসহ-ঋণগ্রহীতারা দেওয়ান হাউজিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন লিমিটেড (ডিএইচএফএল) থেকে আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন। ১৪ জুন ২০১৯ তারিখের অ্যাসাইনমেন্ট ডিড অনুসারে, ডিএইচএফএল আর্থিক সম্পদ এবং অন্যান্য অধিকার সিকিউরিটাইজেশন ট্রাস্টের অনুকূলে স্থানান্তর এবং বরাদ্দ করে। পরবর্তীকালে, সিকিউরিটাইজেশন ট্রাস্ট এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেডকেঅন্তর্নিহিত সিকিউরিটিজ প্রয়োগে সহ এই জাতীয় সমস্ত কাজ করার জন্য নিযুক্ত করে। আমরা উল্লেখ করছি যে আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করা সত্ত্বেও, ঋণগ্রহীতা / বন্ধককারীরা নির্ধারিত তারিখ অনুসারে সুদ এবং মূলধন পরিশোধে বিভিন্ন খেলাপি করেছেন। রিজার্ভ ব্যাংকের নির্দেশিকা অনুসারে, অ্যাকাউন্টটি এখানে উল্লিখিত তারিখগুলিতে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। এর ফলে, ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট (SARFAESI অ্যাক্ট) এর অধীনে অনুমোদিত কর্মকর্তা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের ৩ নম্বর বিধির সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, নিম্নোক্ত তারিখগুলিতে ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছেন। এই তারিখগুলিতে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখ করা হয়েছে। ঋণগ্রহীতা / বন্ধকদারদের নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদির উপর চুক্তিভিত্তিক হারে আরও সুদ সহ নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অর্থপ্রদানের তারিখ পর্যন্ত ঋণ পরিশোধ করতে হবে।
তাদের সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় জারি করা নোটিশগুলি অকার্যকরভাবে ফিরে এসেছে এবং তাই তাদেরকে জনসাধারণের নোটিশের মাধ্যমে এ বিষয়ে অবহিত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম ঠিকানা	চাহিদার তারিখ বিজ্ঞপ্তি এবং এনপিএ	ঋণ এবং বকেয়া পরিমাণ	সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ
	১. গ্যালাক্সি আউটডোর অ্যাডভারটাইজিং সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ২. রতনপ্রিয়া দাশগুপ্ত, ৩. পান্না দাশগুপ্ত, ৪. লাল্টু ঝেরাইত, ৫. গ্যালাক্সি ইকো ব্রিকস প্রাইভেট লিমিটেড, ৬. অতনুদাশগুপ্ত, ৫৩০৩, নিউ আপার চেলিডাঙ্গা,শিব মন্দিরের কাছে, বর্ধমান, আসানসোল,পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩৩০৪. এসবিএফসি এলএপি ট্রাস্টজুন ২০১৯ (সিকিউরিটিজেশন ট্রাস্ট)।	বিজ্ঞপ্তির তারিখ ০৬ ডিসেম্বর ২০২৪ এনপিএঃ ১লা সেপ্টেম্বর ২০২৩	ঋণ চুক্তি নম্বরঃ ১০৭০০০১৮৯০ডিএইচ(পিআর০ ০৬৮৫৫২৫)ঋণের পরিমাণঃ ৫১৩০৮৪৩- টাকা (একান্ন লাখত্রিশ হাজার আটশো তেতাল্লিশ টাকাএক লক্ষ টাকা) ত্রিশ হাজার আশি টাকামাত্র তেতাল্লিশ টাকা)বকেয়া পরিমাণ ৪৩৯৮৬১৬- টাকা(তিতাল্লিশ লক্ষ আটানব্বই হাজারছয় শত ষোলো টাকা) ৫ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে	সমস্ত সম্পত্তির টুকরো এবং অংশ যার মধ্যে ৩টি কোটা বা ৫ শতাংশ জমি রয়েছে - পৌরসভার মধ্যে, জে. এল. নং ২০, প্লটনং সি. এস.- ১১০, আর. এস.- ২৬২১, কে. এইচ. নং সি. এস.- ২০১,২০২,২০৩,২০৮ আর. এস.২০৯, এডিএসআর আসানসোল, পি. এস. আসানসোল (এস), আসানসোল পৌরসভার অধীনেকর্পোরেশন, ওয়ার্ড নং ০৩, হোল্ডিং নং ৫৩০৫, জেলা বর্ধমান,যে বাড়ির মধ্যে এবং উত্তর- পি. কে. এর বাড়ি দ্বারা আবদ্ধভান্ডারী, দক্ষিণ- এস. বি. গোপের বাড়ি, পূর্ব- কিরণের বাড়িচক্রবর্তী, পশ্চিম- পৌর রোড।

উপরে উল্লিখিত পরিস্থিতিতে, উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতাদের, এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ভবিষ্যতের সুদ এবং প্রযোজ্য চার্জ সহ উপরে উল্লিখিত বকেয়া পরিশোধ করার জন্য নোটিশ দেওয়া হচ্ছে, যদি তা না করা হয়, তাহলে এই নোটিশের ৬০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে SARFAESI আইনের ধারা ১৩(৪) এবং এর অধীনে প্রযোজ্য বিধি অনুসারে ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতাদের সুরক্ষিত সম্পদের দখল নেওয়া সহ সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে আরও পদক্ষেপ নেওয়া হবে। দয়া করে মনে রাখবেন যে SARFAESI আইনের ধারা ১৩(১৩) অনুসারে, কোনও ঋণগ্রহীতা সুরক্ষিত পাওনাদারের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়া নোটিশে উল্লেখিত তার সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়, লিজ বা অন্য কোনওভাবে স্থানান্তর করতে পারবেন না।

তারিখঃ০৪.০২.২০২৫
স্থানঃ ওয়েস্ট বেঙ্গল

অনুমোদিত কর্মকর্তা
এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেড

বিজ্ঞান

পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছে '২০২৪ ওয়াইআর৪' নামের এক গ্রহাণু

যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা জানিয়েছে, পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছে '২০২৪ ওয়াইআর ৪' নামের এক গ্রহাণু। প্রায় ২০০ ফুট চওড়া এই গ্রহাণুর পৃথিবীতে আঘাত হানার সম্ভাবনা রয়েছে। এই গ্রহাণু কোনো ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় আঘাত হানলে বড় ধরনের ক্ষতি হতে পারে। নাসার তথ্যমতে, পৃথিবীর দিকে ধেয়ে এলেও গ্রাহাণুটির আঘাত হানার সম্ভাবনা বেশ কম, মাত্র ১.২ শতাংশ। এ বিষয়ে আর্থ ইমপ্যাক্ট মনিটরিং সিস্টেম জানিয়েছে, গ্রহাণুটির সরাসরি আঘাতের সম্ভাবনা ১.৩ শতাংশ। তবে গ্রহাণুটি আঘাত হানলে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে শুরু করে আফ্রিকার যেকোনো অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। নাসা এই গ্রহাণুকে শহর ধ্বংসকারী গ্রহাণু হিসেবে আখ্যা দিলেও দ্বিমত পোষণ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির বিজ্ঞানী রিচার্ড পি বিনজেল। পৃথিবীর দিকে ধেয়ে এলেও গ্রহাণুটি নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই বলে জানিয়েছেন তিনি। তাঁর মতে, ১.২ শতাংশ ও ১.৩ শতাংশের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। গ্রহাণুটির বিষয়ে এখনো সব তথ্য জানা যায়নি। নাসার অনুমান, ২০৩২ সালের ডিসেম্বর মাসে পৃথিবীতে গ্রহাণুটি আঘাত হানতে পারে। আঘাত না হানলেও পৃথিবী থেকে ৬৬ হাজার মাইলের মধ্যে চলে আসবে গ্রহাণুটি। আর তাই গ্রহাণুটিকে ঝুঁকির তালিকায় রাখা হয়েছে।

শারীরিক ও মানসিক সমস্যা সুনিতার

মাত্র আট দিন আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে থাকার কথা থাকলেও নিজেদের মহাকাশযান ফুটো হয়ে হিলিয়াম গ্যাস ছড়িয়ে পড়ার পাশাপাশি ইঞ্জিনে গোলযোগ দেখা দেওয়ায় প্রায় আট মাস ধরে পৃথিবীতে ফিরতে পারছেন না নাসার দুই নভোচারী সুনিতা উইলিয়ামস ও বুচ উইলমোর। দীর্ঘদিন মহাকাশে থাকার কারণে বিভিন্ন ধরনের শারীরিক ও মানসিক সমস্যা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন সুনিতা উইলিয়ামস। সুনিতা উইলিয়ামস বলেন, 'আমি এখানে অনেক দিন ধরে আছি। এই মুহূর্তে মনে করার চেষ্টা করছি, হাঁটতে কেমন লাগে। আমি এখানে হাঁটছি না, আমি বসতে পারি না। আমি শুতে পারছি না এখানে।' দীর্ঘদিন মহাকাশে থাকার কারণে শারীরিকভাবে বিভিন্ন সমস্যাও হচ্ছে বলে জানিয়েছেন সুনিতা উইলিয়ামস। গত বছরের ৫ জুন মার্কিন উড়োজাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বোয়িংয়ের তৈরি স্টারলাইনার মহাকাশযানে চড়ে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে গিয়েছিলেন সুনিতা উইলিয়ামস ও বুচ উইলমোর। বেশ কয়েকবার তাঁদের বহনকারী মহাকাশযান মেরামত করে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হলেও তা সফল হয়নি। আর তাই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই ডোনাল্ড ট্রাম্প স্পেসএক্সের প্রতিষ্ঠাতা ইলন মাস্ককে দ্রুত মহাকাশ স্টেশনে আটকে পড়া দুই নভোচারীকে ফিরিয়ে আনতে বলেছেন। নাসার তথ্যমতে, দীর্ঘদিন মহাকাশে থাকলে নভোচারীদের নানা ধরনের শারীরিক ও মানসিক সমস্যা হতে পারে। এ কারণে শরীরের মাংসপেশিতে অ্যাট্রোফি নামের সমস্যা হওয়ার পাশাপাশি হাড়ের ঘনত্ব হ্রাস পায়। এমনকি শরীরের তরল পদার্থ ভারসাম্য হারিয়ে দেহের ওপরের অংশে চলে যায়। এর ফলে মুখ ফুলে যাওয়ার পাশাপাশি নাক বন্ধ ও চোখের ওপর চাপ পড়ে। এর ফলে দৃষ্টিশক্তির সমস্যা দেখা দেয়। এ ছাড়া কার্ডিওভাসকুলার সমস্যা হওয়ায় হৃৎপিণ্ডও ঠিকমতো কাজ করে না।

সমুদ্রের তাপমাত্রা যেমন বেড়েছে, তেমই বেড়েছে সুমদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা

নানা কারণে বিশ্বের তাপমাত্রা বাড়ছে। একই সঙ্গে সমুদ্রের তাপমাত্রাও বাড়ছে। ভবিষ্যতে এই প্রবণতায় সমুদ্রের তাপমাত্রা বেশ বাড়বে বলে আশঙ্কা করছেন বিজ্ঞানীরা। যদিও বিজ্ঞানীদের ধারণার চেয়ে সমুদ্রের তাপমাত্রা দ্রুতগতিতে বাড়ছে বলে এক গবেষণায় জানা গেছে। চল্লিশ বছর ধরে বিভিন্ন সমুদ্রের তাপমাত্রা বেশি গতিতে বাড়ছে বলে যুক্তরাজ্যের রিডিং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের একটি নতুন গবেষণায় বলা হয়েছে। সমুদ্রের উষ্ণতার প্রমাণ নানাভাবে আমরা দেখছি। সমুদ্রের উষ্ণতার নিয়ে এক গবেষণায় দেখা যায়, ১৯৮০এর দশকে যে হারের সমুদ্র উষ্ণ হয়েছে, তার থেকে এখন প্রায় ৪০০ গুণ হারে বাড়ছে। এই প্রবণতা বেশ উদ্বেগজনক বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। ১৯৮৫ থেকে স্যাটেলাইট পর্যবেক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিভিন্ন তথ্য ও পরিসংখ্যানগত মডেল পর্যালোচনা করে বিজ্ঞানীরা এই মাত্রা খুঁজে বের করেছেন। আশির দশকের শেষ থেকে প্রতি দশকে সমুদ্র প্রায় ০.০৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস হারে উষ্ণ হচ্ছিল। এখন প্রতি দশকে এই হার প্রায় ০. ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গবেষণার ফলাফল এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ লেটারস জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। রিডিং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী ক্রিস মার্চেন্ট বলেন, এখন সমুদ্র অনেক দ্রুত উষ্ণ হচ্ছে। উষ্ণায়নের গতি বেড়েছে। এই উষ্ণায়নের গতি কমানোর জন্য বিশ্বব্যাপী কার্বন নির্গমন কমাতে হবে। বিশ্বের বিভিন্ন সমুদ্রের সামগ্রিক উষ্ণায়নকে বিজ্ঞানীরা বিশ্বব্যাপী গড় সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা নামের একটি সূচকে প্রকাশ করেন। পৃথিবীর শক্তি ভারসাম্যহীনতার কারণে সমুদ্রের তাপমাত্রা বাড়ছে বলে মনে করেন তাঁরা। কার্বন ডাইঅক্সাইড ও অন্যান্য গ্রিনহাউস গ্যাসের ঘনত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী বেশি শক্তি শোষণ করছে। এতে বিভিন্ন সাগর ও মহাসাগর উষ্ণ হচ্ছে। গবেষকেরা লক্ষ্য করেছেন, উষ্ণতা বৃদ্ধির হার রৈখিক নয়। গত ৪০ বছরে যে বৃদ্ধি হয়েছে, তা আগামী ২০ বছরের কম সময়ের মধ্যে আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে দেখা যায়, ২০২৩ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে সমুদ্র টানা ৪৫০ দিন ধরে রেকর্ড উচ্চ তাপমাত্রা ধারণ করছে। যদিও এই তাপপ্রবাহের কারণ ছিল এল নিনো নামের একটি ঘটনা, যা প্রশান্ত মহাসাগরের উষ্ণ পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্ত। রেকর্ডমাত্রার উষ্ণতার জন্য ৪৪ শতাংশ দায়ী হচ্ছে সমুদ্রের তাপমাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধি। বিশ্ব উষ্ণায়নের হার আগামী দশকের দ্রুত পরিবর্তনের কোনো সম্ভাবনা নেই বলে মনে করেন বিজ্ঞানীরা। কার্বন নির্গমনের কমানোর বিকল্প নেই বলে মনে করেন তাঁরা।

বেন্নু গ্রহাণুর নমুনায় প্রাণ

২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার ওসিরিস-রেক্স মহাকাশযান 'বেন্নু' নামের একটি গ্রহাণুর নমুনা নিয়ে এসেছিল পৃথিবীতে। সেই নমুনা বিশ্লেষণ করে চমকপ্রদ তথ্য পেয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের স্মিথসোনিয়ানস ন্যাশনাল মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্ট্রি ও যুক্তরাজ্যের লন্ডনের ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামের বিজ্ঞানীরা। গ্রহাণুটির নমুনায় থাকা অণু ও খনিজ বিশ্লেষণ করে অ্যামিনো অ্যাসিড, নিউক্লিওবেস ও অ্যামোনিয়ার মতো জৈব যৌগ খুঁজে পেয়েছেন তাঁরা। গ্রহাণুটিতে প্রাণ তৈরির মৌলিক উপাদান থাকায় পৃথিবীর বাইরেও প্রাণের বিকাশের সম্ভাবনা দেখছেন বিজ্ঞানীরা। নেচার ও নেচার অ্যাস্ট্রোনমি সাময়িকীতে প্রকাশিত এক গবেষণায় এ তথ্য জানা গেছে। গবেষণায় বলা হয়েছে, বেন্নু গ্রহাণুর নমুনায় প্রোটিন গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় ২০টি অ্যামিনো অ্যাসিডের মধ্যে ১৪টি পাওয়া গেছে। এ ছাড়া ডিএনএ এবং আরএনএতেও পাঁচটি নিউক্লিওবেস মিলেছে। সেখানে অ্যামোনিয়া ও ফরমালডিহাইডের উপস্থিতিও লক্ষ করা গেছে, যা জটিল জৈব অণু গঠনে কাজ করে। এসব নমুনা বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, বেন্নু গ্রহাণুর উপাদান জীবন বিকাশের শুরুতে বিশেষ অবদান রাখতে পারে। নাসার বিজ্ঞানী ড্যানি গ্লাভিন জানিয়েছেন, গ্রহাণুটির নমুনার খনিজে ক্যালসাইট, হ্যালাইট ও সিলভাইটের মতো বাষ্পীভূত খনিজের উপস্থিতি দেখা গেছে। এসব খনিজ জলের উপস্থিতি নির্দেশ করে। বেন্নুর নমুনায় পাওয়া বিভিন্ন খনিজ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাষ্পীভূত হয়ে যায়। বামন গ্রহ সেরেস ও শনির চাঁদ এনসেলাডাসের মতো মহাকাশীয় বস্তুতে একই ধরনের নমুনা পাওয়া গেছে।

শুধু পৃথিবীর কাছাকাছি জায়গায় কোরাস তরঙ্গের উপস্থিতি পাওয়া যায়

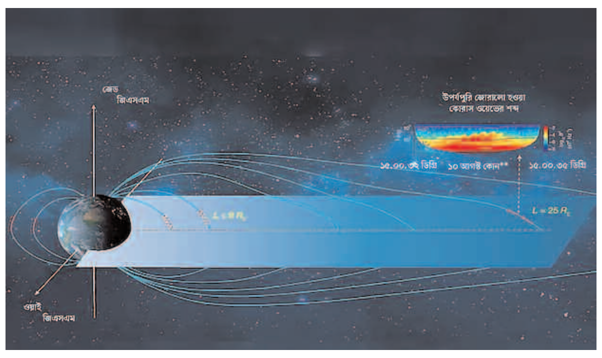

পাখির কিচিরমিচির আমাদের চারপাশেই শোনা যায়। বিজ্ঞানীরা পৃথিবী থেকে দেড় লাখ কিলোমিটার দূর থেকে এমন কিচিরমিচিরের খোঁজ পেয়েছেন। আসলেই কি এই কিচিরমিচির কোনো পাখির শব্দ, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই শব্দ মহাকাশ বিকিরণের জটিল আচরণ ও আমাদের গ্রহের ওপরে তার প্রভাব বোঝার জন্য নতুন পথ খুলে দিয়েছে। নেচার সাময়িকীতে প্রকাশিত নতুন এক গবেষণায় বলা হচ্ছে, পৃথিবী থেকে অনেক দূরে একই ধরনের বিকিরণের খোঁজ পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। ১ লাখ ৬৫ হাজার কিলোমিটার দূরে এমন তরঙ্গের খোঁজ মিলেছে। সেই তরঙ্গের উৎস কী, তা নিয়ে জানতে আগ্রহী বিজ্ঞানীরা।

এত দূরে পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের প্রভাব আছে কি না, তা বিশদভাবে জানতে চান বিজ্ঞানীরা। মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি গ্রহসহ অন্যান্য অনেক গ্রহে এমন কোরাস তরঙ্গ দেখা যায়। বিভিন্ন গ্রহের চারপাশে চৌম্বকীয় ক্ষেত্র কেমন, তা জানতে সহায়তা করে এই তরঙ্গ। নতুন শব্দ উৎস পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রে বিস্তৃতি নিয়ে জানার সুযোগ দেবে বিজ্ঞানীদের। মহাকাশে অনেক সময় শক্তিশালী প্রাকৃতিক বিদ্যুৎচৌম্বকীয় (ইলেকট্রোম্যাগনেটিক) তরঙ্গের নির্গমন দেখা যায়। বিপজ্জনক ধরনের এমন বিকিরণ মানুষ ও উপগ্রহকে প্রভাবিত করতে পারে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের একটি আন্তর্জাতিক দল দূরের মহাকাশের একটি অঞ্চল থেকে এমন অদ্ভুত ধরনের কিচিরমিচির শনাক্ত করেছে। এসবকে কোরাস তরঙ্গও বলা হয়, যা আসলে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক বিকিরণের ক্ষুদ্র স্পন্দন। পৃথিবী পৃষ্ঠের ওপরেও এমন শব্দতরঙ্গের উপস্থিতি রয়েছে। এর আগে পৃথিবী থেকে ৫১ হাজার কিলোমিটার দূরে এমন তরঙ্গ শনাক্ত হয়েছিল।

পৃথিবীর কাছাকাছি অবস্থান করছে অনেক গ্রহাণু

২০২৪ সালের আগস্টে মাসে পৃথিবীর খুব কাছে সন্ধান মেলে '২০২৪ পিটি৫' নামের একটি গ্রহাণুর। পৃথিবীর কাছাকাছি অবস্থান করায় গ্রহাণুটিকে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে থাকেন বিজ্ঞানীরা। সম্প্রতি গ্রহাণুটির বিষয়ে নতুন এক রোমাঞ্চকর তথ্য জানা গেছে। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, গ্রহাণুটিতে থাকা খনিজের সঙ্গে চাঁদের শিলার অনেক মিল রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, হাজার হাজার বছর আগে এই গ্রহাণু চাঁদের অংশ ছিল। গ্রহাণুটি নিয়ে আরও গবেষণা করলে চাঁদের পুরোনো ইতিহাস জানা যেতে পারে। বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, অন্যান্য গ্রহাণু থেকে ২০২৪ পিটি ৫ বেশ আলাদা। গ্রহাণুটি পৃথিবীর কাছাকাছি একটি কক্ষপথে রয়েছে। আর তাই ধারণা করা হচ্ছে, পৃথিবী বা চাঁদ থেকে এই গ্রহাণু তৈরি হতে পারে। অন্য গ্রহাণুর তুলনায় আকারে ছোট গ্রহার্ণুটির ওপরে পৃথিবীর মহাকর্ষীয় প্রভাব নেই। ফলে গ্রহাণুটি চাঁদের অংশ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। গ্রহাণুটির গঠন বিশ্লেষণ করে চাঁদের শিলার সঙ্গে বেশ মিলও পাওয়া গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনায় লোয়েল ডিসকভারি টেলিস্কোপ ও হাওয়াইতে নাসার ইনফ্রারেড টেলিস্কোপ ব্যবহার করে এসব তথ্য জানা গেছে। বিজ্ঞানী টেডি কেরেটা বলেন, চাঁদে প্রচুর পরিমাণে সিলিকেট খনিজ রয়েছে। সাধারণ গ্রহাণুতে এই খনিজ বেশ বিরল। সিলিকেটের উপস্থিতি বলছে গ্রহাণুটি চাঁদের অংশ হতে পারে। ধারণা করা হচ্ছে, লাখো বছরের পুরোনো ৯ গ্রহাণুটি। সম্ভবত হাজার বছরের পুরোনো এই গ্রহাণুর আবিষ্কার প্রমাণ করেছে, মহাকাশে চাঁদের আরও অংশ থাকতে পারে।

ইউএসএআইডির কর্মীদের বাড়িতে থাকার নির্দেশ ট্রাম্পের

যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ইউএসএআইডির ওয়াশিংটনের প্রধান কার্যালয় স্থানীয় সময় সোমবার হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সংস্থাটির কর্মীদের গতকাল রাতে সামান্য পরে এক ইমেইলে অফিসে না আসতে বলা হয়েছে। বিষয়টি সম্পর্কে জানেন এমন একাধিক সূত্র এই তথ্য নিশ্চিত করেছে। ইমেইলের একটি কপি সংবাদমাধ্যমের হাতে এসেছে। এতে বলা হয়েছে, 'সংস্থার নেতৃত্বের নির্দেশনায় ওয়াশিংটন ডিসির রোনাল্ড রিগ্যান ভবনে অবস্থিত ইউএসএআইডির প্রধান কার্যালয় সংস্থার কর্মীদের জন্য সোমবার, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ বন্ধ থাকবে। ইউএসএআইডির যেসব কর্মী সাধারণত প্রধান কার্যালয়ে কাজ করেন, তাঁরা সোমবার বাড়িতে থেকে কাজ করবেন। তবে একান্ত প্রয়োজনে কোনো কর্মীকে কর্মস্থলে এবং ভবন রক্ষণাবেক্ষণের কাজে আসতে হলে প্রবীণ নেতৃত্ব তাঁদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করবেন।' এই পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক সংস্থাটির জন্য সর্বশেষ অশুভ সংকেত। কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কারের অংশ হিসেবে সংস্থাটি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ইলন মাস্কের তোপের মুখে পড়েছে। ট্রাম্প ও তাঁর মিত্ররা বলেছেন, ইউএসএআইডি অনেক বেশি পক্ষপাতদুষ্ট এবং ডেমোক্র্যাটদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। সোমবার সকালে এক্স স্পেসে (সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সের লাইভ অডিও কথোপকথন) এক আলাপচারিতায় প্রযুক্তি উদ্যোক্তা ইলন মাস্ক বলেছেন, সংস্থাটি 'বন্ধ করতে' ট্রাম্প সম্মত হয়েছেন। তবে কয়েক দিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন সংস্থাটির ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা চলছে। বিশেষ করে সংস্থাটির তহবিল অবরুদ্ধ এবং এর কয়েকজন কর্মীকে ছুটিতে পাঠানোর পর এই ধরনের আলোচনা বাড়তে থাকে। ইলন মাস্ক বলেছেন, 'ট্রাম্পের সঙ্গে আমি ইউএসএআইডি নিয়ে ''কয়েকবার কথা বলেছি। ট্রাম্প নিশ্চিত করেছেন, তিনি সংস্থাটি বন্ধ করতে চান।' বিশ্বের দেশে দেশে মানবিক সহায়তা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার জন্য প্রতিবছর সংস্থাটির জন্য শত শত কোটি ডলার বরাদ্দ দেয় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার। গতকাল রোববার সন্ধ্যায় ইউএসএআইডি নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, 'এটি একদল উগ্র পাগলের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। আমরা তাদের বের করে আনছি এবং তারপর আমরা এর ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেব।' এক্স ও টেসলার মালিক বিশ্বের শীর্ষ ধনী ইলন মাস্ককে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি দক্ষতা বিভাগের (ডিওজিই) প্রধান হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সম্প্রতি ওয়াশিংটন ডিসিতে ইউএসএআইডির প্রধান কার্যালয়ে ওই বিভাগের ব্যয়সংকোচন-সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের সদস্যদের সংরক্ষিত এলাকায় ঢুকতে দেননি নিরাপত্তা কর্মকর্তারা। এ ঘটনার পর গতকাল ইউএসএআইডিকে 'অপরাধী সংস্থা' বলে আখ্যা দেন মাস্ক। গতকাল ইলন মাস্ক এক্সে লিখেছেন, 'এটি (ইউএসএআইডি) বন্ধ করে দেওয়ার সময় এসেছে।'

গাজায় নিহতের সংখ্যা দাড়িয়েছে ৬২ হাজারে

ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলের আগ্রাসনে ৬১ হাজার ৭০৯ জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় কয়েক হাজার ফিলিস্তিনি এখনো নিখোঁজ। ধারণা করা হচ্ছে, তাঁরা আর বেঁচে নেই। এসব নিখোঁজ ব্যক্তির সংখ্যা হালনাগাদ করে মৃতদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে গাজার হামাস নিয়ন্ত্রিত সরকার। হামলায় ১ লাখ ১১ হাজার ৫৮৮ জন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে তারা। গাজা সরকারের তথ্য বিভাগের প্রধান সালামা মারুফ এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান। তিনি বলেন, ইসরায়েলের হামলায় নিহত ৭৬ শতাংশ ফিলিস্তিনির মরদেহ উদ্ধার করে বিভিন্ন হাসপাতালে আনা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, প্রায় ১৪ হাজার ২২২ ফিলিস্তিনি এখনো ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছেন। অথবা সেসব জায়গায় উদ্ধারকর্মীরা পৌঁছাতে পারেননি। গাজা সিটির আলশিফা হাসপাতালে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে জানা গিয়েছে, নিহতদের মধ্যে ১৭ হাজার ৮৮১টি শিশু, যার মধ্যে ২১৪টি নবজাতক রয়েছে। ইসরায়েলের আগ্রাসনে ২০ লাখের বেশি ফিলিস্তিনি বাস্তুচ্যু ত হয়েছেন। এঁদের বিরাট এক অংশ মৌলিক সুবিধাবঞ্চিত হয়ে ভয়ানক পরিস্থিতির মধ্য রয়েছেন। অনেক বাড়িঘর গোরস্তানে পরিণত হয়েছে। ২০২৩ সালের অক্টোবরে ইসরায়েলে হামলা চালায় ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। হামলায় প্রায় ১ হাজার ২০০ মানুষের মৃত্যু হয়। বন্দী করে গাজায় নিয়ে যাওয়া হয় ২৫০ জনকে। এর প্রতিক্রিয়ায় গাজায় নির্বিচার হামলা চালায় ইসরায়েল। দেড় বছর ধরে চালানো স্থল ও বিমান হামলায় গাজা এখন প্রায় বিরানভূমি। গত মাসে হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে বহুল প্রতীক্ষিত সাময়িক যুদ্ধবিরতি চুক্তি কার্যকর হয়। আগামী মাসের শুরু পর্যন্ত এই যুদ্ধবিরতি চলবে। এই সুযোগে গাজার বিভিন্ন এলাকায় উদ্ধার অভিযানে নেমেছেন ফিলিস্তিনি উদ্ধারকর্মীরা। গাজার আলরশিদ স্ট্রিট থেকে আলজাজিরার সাংবাদিক তারেক আবু আজম বলেছেন, মানবিক ও চিকিৎসার দায়িত্বে নিয়োজিত দলগুলো এখন উদ্ধার অভিযান রেখে পুনরুদ্ধারের কাজে নেমেছে। শত শত বাড়ি কবরস্থানে পরিণত হয়েছে। মারুফ আরও বলেন, ইসরায়েল আগ্রাসন চালিয়ে ১ হাজার ১৫৫ জন স্বাস্থ্যকর্মী, ২০৫ সাংবাদিক ও ১৯৪ বেসামরিক প্রতিরক্ষাকর্মীকে হত্যা করেছে।

প্রতিযোগিতার মুখে নতুন সুবিধা

যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান ওপেনএআই সোমবার তাদের চ্যাটজিপিটি প্রোগ্রামে 'ডিপ রিসার্চ' নামে নতুন সুবিধা যুক্ত করেছে। ওপেনএআইয়ের প্রধান স্যাম অল্টম্যান জাপানের রাজধানী টোকিওতে গুরুত্বপূর্ণ এক বৈঠকের আগে চ্যাটজিপিটিতে নতুন এ সুবিধা যুক্ত করার ঘোষণা দেন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে চীনের ডিপসিক চ্যাটবট প্রতিযোগিতা আরও বাড়িয়ে তুলেছে। এ পরিস্থিতিতে ওপেনএআইয়ের পক্ষ থেকে নতুন সুবিধার ঘোষণা করা হয়েছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে নবাগত ডিপসিকের উন্নত দক্ষতা ও কম খরচের কারণে ইতিমধ্যে সিলিকন ভ্যালিকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। এ কারণে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানটি প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যেতে দ্রুত অন্য সুবিধা যুক্ত করছে। ওপেনএআইয়ের তৈরি চ্যাটজিপিটি ২০২২ সালে উন্মুক্ত হয়। ওপেনএআইয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়, তাদের 'ডিপ রিসার্চ' নামে নতুন 'ফিচার' ১০ মিনিটেই গবেষণা করে দেবে যা মানুষের জন্য কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত সময় লেগে যায়। ওপেনএআই এক বিবৃতিতে জানায়, ডিপ রিসার্চ হলো ওপেনএআইয়ের পরবর্তী ভার্চুয়াল সহকারী বা এজেন্ট যা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। একে প্রম্পট বা নির্দেশ দেওয়া হলে এটি বিস্তৃত প্রতিবেদন তৈরি করার জন্য শত শত অনলাইন উৎস খুঁজে বের করবে, বিশ্লেষণ করবে এবং তা থেকে তথ্য নিয়ে পরিপূর্ণ প্রতিবেদন তৈরি করে দিতে পারবে। আজ জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবা জাপানের সফটব্যাংক গ্রুপের প্রধান মাশায়োসি সনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার কথা।

সফটব্যাংক ও ওপেনএআই যুক্তরাষ্ট্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অবকাঠামোয় ৫০০ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত বিনিয়োগের ঘোষণা দিয়েছে। এ সপ্তাহে ওয়াশিংটন সফরে যাচ্ছেন ইশিবা।

মাদকদ্রব্য পাচারের অভিযোগে মহিলা সহ ধৃত ৩

নববারাকপুর, ৩ ফেব্রুয়ারিঃ ট্রলি ব্যাগে বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য পাচারের অভিযোগে নব বারাকপুর থেকে মহিলা সহ ধৃত ৩। জানা গিয়েছে, নব বারাকপুর থানার অন্তর্গত তালবান্দা পুলিশ আউটপোস্ট ফাঁড়ির কাছে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রবিবার বিকেলে প্রায় ১২ কেজি ৩৮০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরা। একজন মহিলা সহ মোট তিনজনকে গ্রেফতার করা হয় ওই বিপুল পরিমাণ মাদক দ্রব্য (গাঁজা) বাজেয়াপ্ত সহ। ধৃতরা বছর ২৭ এর দেবাশীষ বৈরাগী বাড়ি দত্তপুকুর এলাকায়, বছর ২৪ এর মহিলা নিশা ঘোষ এর বাড়ি গোবরডাঙা এবং প্রসেনজিৎ রায় কুচবিহার জেলার সাহেবগঞ্জ থানার এর বাসিন্দা বছর ২৪ এর যুবকের। ঘটনার খবর পেয়েই ছুটে আসেন নব বারাকপুর থানার আইসি সুমিত কুমার বৈদ্য, ঘোলা এসিপি তনয় চ্যাটার্জি সহ বিশাল পুলিশবাহিনী। সোমবার বাজেয়াপ্ত গাঁজা সহ দুষ্কৃতীদের আদালতে ম্যাজিস্ট্রেট হাজির করার আগে নববারাকপুর থানায় সাংবাদিক দের মুখোমুখি হয়ে ঘোলা এসিপি তনয় চ্যাটার্জি জানান গোটা ঘটনা তদন্তে নেমেছে পুলিশ। ট্রলি করে কিভাবে কোথা থেকে এই বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য এনে, কোথায় বিক্রি করার চেষ্টা করা হচ্ছিল, এর পিছনে আর কারা আছে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী আধিকারিকেরা। ২০ এনডিপিএস অ্যাক্ট এ তিন জনকে ব্যারাকপুর মহকুমার আদালতে পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতে আবেদনে সোমবার হাজির করা হয়। ঘোলা এসিপি তনয় চ্যাটার্জি জানান, পুলিশ তদন্তে নেমেছে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। খুব শীঘ্রই বড় চক্রের হদিস ধরা পড়বে।

মৌসুনিতে সরস্বতী পুজোয় নবদিগন্ত ক্লাবের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

দুরন্ত বার্তা, নামখানা, ৩ ফেব্রুয়ারিঃ সুন্দরবনের প্রত্যন্ত দ্বীপ মৌসুনিতে সরস্বতী পুজোয় এবার নতুনত্বের ছোঁয়া। মৌসুনি নবদিগন্ত ক্লাব তাদের ১১তম বর্ষের পুজোয় থিম হিসেবে বেছে নিয়েছে লাইব্রেরি ও সহজপাঠ। মণ্ডপের বাইরে লাইব্রেরির আদলে তৈরি করা হয়েছে এক অনন্য সাজসজ্জা, আর মণ্ডপের ভেতরে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সহজপাঠ-এর আবহ। শুধু মণ্ডপসজ্জাই নয়, পুজোর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে হস্তশিল্প, কৃষি ও ছবি আঁকা প্রদর্শনীও। নবদিগন্ত ক্লাবের ৭০ জন সদস্যের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা এই পুজো দ্বীপবাসীর জন্য এক বিশেষ আকর্ষণ হয়ে উঠেছে। চারদিকে নদী বেষ্টিত মৌসুনি দ্বীপ বারবার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। নদী বাঁধ ভাঙন এখানকার নিত্যসঙ্গী।

তবে এই প্রতিকূলতার মধ্যেও নবদিগন্ত ক্লাবের সদস্যরা পুজোর আয়োজন করে চলেছেন।

Name Change

I, Moushumi Chakraborty (Old Name) wife of Krishnendu Bhattacharjee, residing at 390A, Panchanan Tala Road, Paschim Patuari, Kolkata-700042, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Mousumi Bhattacharjee (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 31/01/2025. Mousumi Bhattacharjee (New Name) and Moushumi Chakraborty (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I,SK HASIR HOSSAIN AND HASIR HOSSAIN(OLD NAME),SON OF NESAR HOSSAIN,RESIDING AT VILL - NTPC MORE,RAJU OXIGEN,POST - NABARUN,PS - FARAKKA, MURSHIDABAD - 742236,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK HASSIR HOSSAIN (NEW NAME)VIDE AN AFFIDAVIT NO 12 SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC KOLKATA ON 31/01/2025.THAT SK HASIR HOSSAIN AND HASIR HOSSAIN ALSO SK HASSIR HOSSAIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Monju Gupta (Old Name) wife of Dinesh Gupta, residing at 13, Khetro Chatterjee Lane, P.S.- Golabari, Howrah- 711106, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Manju Devi Gupta (New Name) as declared before the Notary Public (affidavit no 11) at Kolkata, dated 31/01/2025. Manju Devi Gupta (New Name) and Monju Gupta (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I,PRASENJIT MONDAL(OLD NAME),SON OF GOBINDA CHANDRA MONDAL,RESIDING AT VILL - CHALTABERIA, PS- JOYNAGAR, SOUTH 24 PARGANAS,PIN-743337,WEST BENGAL, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PROSENJIT MONDAL(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC KOLKATA ON 31/01/2025.THAT PRASENJIT MONDAL(OLD NAME) AND PROSENJIT MONDAL (NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Prasanta Kumar Jana (old name) son of Anil Jana, residing at Vill.- Purba Gurguria, P.O.- Madhya Gurguria, Maipith, South 24 parganas, pin-743349, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Prashanta Jana (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 31/01/2025. Prashanta Jana (new name) and Prasanta Kumar Jana (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, SANJAY AGARWAL (Old Name) Son of LILADHAR AGARWALA residing at SHANTIKUNJ APARTMENT 4TH FLOOR, 52/2B HAZRA ROAD, P.O.- BALLYGUNGE, KOLKATA -700019, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as SANJAY AGARWALA (New Name) as declared before the 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata, dated 31/01/2025. SANJAY AGARWALA (New Name) and SANJAY AGARWAL (Old Name) both are same and identical person.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমি SUDDHASWATTA JASH পিতা SATYENDRA KUMAR JASH ঠিকানা Kaichar, Bardhaman, Pin-713143, নতুন EC পাইবার জন্যে W.B.L.C.S.C এ আবেদন কারিয়াছি। যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের ভিতর চেয়ারম্যান W.B.L.C.S.C 1 Beliaghata Road, Kolkata-14 যোগাযোগ করুন।

জমি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

আমি বিজয় চৌরাশিয়া, পিতা ত্রিবেনী প্রসাদ চৌরাশিয়া। আমি বিগত ১৭/২/২০১৫ সালে এল. আর ১২৬৮, ১২৬৯ দাগ ও খতিয়ান ৪০৪, ৪০৫ মানকুন্ডু মৌজার অন্তর্গত জমিটি রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ক্ষমতা প্রাপ্ত অবস্থায় জমিটি কেনা হয়। এখন আমি জমিটি নিজের নামে করতে চাইছি। যদি আপনার কোনো আপত্তি থাকে আপনি আইনি ব্যবস্থা নিতে পারেন

বিজ্ঞপ্তি

আমি, কল্যাণী ৪ নং ওয়ার্ড, ঘোষপাড়া, পোঃ ও থানা-কল্যাণী, জেলা নদিয়ার বাসিন্দা গৌতম দাস, পিতা-গোবিন্দ দাস এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, আমার পিতার নাম ভুলবশতঃ আমার পুরানো জন্ম শংসাপত্র (নং B/2024/0126566) ও পাসপোর্টে (নং V0974900) গোবিন্দ দাসের জায়গায় গোবিন্দ চন্দ্র দাস হয়ে গিয়েছিল। ০৭ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে কল্যাণী আদালতে এফিডেভিট বলে আমি উপরে উল্লিখিত সমস্ত নথিতে আমার পিতার নাম সংশোধন করেছি। আমার পিতার আসল নাম (গোবিন্দ দাস) আমার আধার কার্ডে (নং 2309 5617 6705) উল্লেখ আছে। আমি সুনিশ্চিত করছি যে গোবিন্দ দাস এবং গোবিন্দ চন্দ্র দাস একই ব্যক্তি।

বিজ্ঞপ্তি

১৫ জানুয়ারী, ২০২৫ -এ নদীয়ার তেহট্ট মহকুমা আদালতে এফিডেভিট বলে আমি, শোভা মণ্ডল, (৬৫), মৃত শ্রীদাম মণ্ডলের স্ত্রী, প. বঙ্গের নদীয়া জেলার গ্রামঃ আরশিগঞ্জ, ডাকঘর রঘুনাথপুর, থানাঃ তেহট্ট পিনঃ ৭৪১১৬০ এর বাসিন্দা এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে আমার ডাক নাম সবিতা মন্ডল এবং নামটি আমার ছেলে উত্তম মন্ডলের নথিতে ভুলবশতঃ লেখা হয়েছে। আমার আধার কার্ডের নম্বর ৮৩০৩৪৭২৬১৮৬১। আমার ছেলে এখন ভারতীয় সেনাবাহিনীতে [(নং JC294612X), র‍্যাঙ্ক - NB SUB (DMT), ইউনিট 122 SATA, REGT. (প্লেন), C/O 56 A.P.O.] কর্মরত। আমি নিশ্চিতভাবে ঘোষণা করছি যে, শোভা মন্ডল এবং সবিতা মন্ডল একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

Name Change

I, Golab Ch Pandey S/o Late Amrit Lal Pandey Residing at 5 J, Gopi Mondal Lane, P.o+P.s - Cossipore, District - Kolkata, Pin- 700002 West Bengal India shall henceforth be known as Gulab Chandra Pandey. I declare that Golab Ch Pandey and Gulab Chandra Pandey is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 31-01-2025.

Name Change

I, JAWAHAR LAL JAISWAL (Old Name) S/O ASARFI LAL JAISWAL Residing at 14, Haralal Das Street, P.O.& P.S.-Entally, District - Kolkata, Pin - 700014, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as JAWAHAR JAISWAL (New Name) as declared before the Notary Public govt of India vide affidavit Dated 31-01-2025. JAWAHAR LAL JAISWAL (Old Name) and JAWAHAR JAISWAL (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, MOINUDDIN SARDAR (Old Name) S/O AMIR SARDAR Residing at Manoharpur Mallickpara, P.S.-Dankuni, District - Hooghly, Pin - 712311, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as MAINUDDIN SARDAR (New Name) as declared before the Notary Public govt of India vide affidavit Dated 31-01-2025. MOINUDDIN SARDAR (Old Name) and MAINUDDIN SARDAR (New Name) both are same and one identical person.

যৌথ অভিযান চালিয়ে গাঁজা বোঝাই গাড়ি সহ ৫ জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ

দেবাশিস কংশবণিক, নবদ্বীপ, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ আবার বড়সড়ো সাফল্যের মুখ দেখল নবদ্বীপ থানার পুলিশ। সোমবার ভোররাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জেলা পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের সঙ্গে যৌথ অভিযান চালিয়ে একটি ছোট গাড়ি সহ পাঁচ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল নবদ্বীপ থানার পুলিশ। দুপুরে ধৃত ৫ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা রুজু করে কৃষ্ণনগর বিশেষ আদালতে পেশ করে নবদ্বীপ থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানতে পারা যায়, গ্রেপ্তার হওয়া ৫ অভিযুক্তের নাম যথাক্রমে প্রমোদ ধামাই, সুব্রত ঘোষ, কৃষ্ণ ঘোষ, মোঃ আফেক ও বাপন সরকার। তাদের মধ্যে ৪ জনের বাড়ি জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি যাদব পল্লী এবং নকশালবাড়ি এলাকায়। চতুর্থজনের বাড়ি নবদ্বীপ থানার মনিপুর এলাকায়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নবদ্বীপ থানার অন্তর্গত নবদ্বীপ কৃষ্ণনগর রাজ্য সড়কে গৌরাঙ্গ সেতু সংলগ্ন ফরেষ্টডাঙ্গা মোড়ে জেলা পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের সঙ্গে যৌথ অভিযান চালিয়ে একটি বোলেরো গাড়ি সহ তিনটি বস্তায় ৫২,১০০ গ্রাম নিষিদ্ধ গাঁজা সহ পাঁচ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে নবদ্বীপ থানার পুলিশ। বাজেয়াপ্ত হওয়া গাঁজার আনুমানিক মূল্য বেশ কয়েক লক্ষ টাকা বলে জানা যায়। সোমবার ধৃতদের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা রুজু করে কৃষ্ণনগর বিশেষ আদালতে পেশ করে থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানতে পারা যায়, রবিবার গভীর রাতে সোর্স মারফত খবর আসে কোচবিহার থেকে বেশ কয়েকজন ব্যক্তি ছোট একটি গাড়িতে নবদ্বীপের উদ্দেশ্যে নিয়ে আসছে নিষিদ্ধ মাদক গাঁজা। খবর পাওয়া মাত্রই জেলা পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপকে সঙ্গে নিয়ে গৌরাঙ্গ সেতু রোডে পৌঁছে যায় নবদ্বীপ থানার পুলিশ। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর ফরেষ্টডাঙ্গা মোড়ে গাঁজা বোঝাই গাড়িটি পৌঁছাতেই বাহিনী নিয়ে গাড়িটি ঘিরে ফেলে পুলিশ। দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর ৫ অভিযুক্তকে ঘটনাস্থল থেকে আটক ও গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে তিনটি বস্তায় থাকা ৫২ কিলো একশো গ্রাম নিষিদ্ধ গাঁজা বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। পরে পাঁচ অভিযুক্তকে গ্রেফতারের পাশাপাশি গাঁজা বহনকারী গাড়িটিকে আটক করা হয়। নবদ্বীপ থানার আইসি জলেশ্বর তিওয়ারি জানান, ছোট চার চাকার গাড়িতে প্রচুর পরিমাণে গাঁজা পাচার করার অভিযোগে ৫ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পাশাপাশি গাড়িটিকেও আটক করা হয়েছে। তিনি বলেন, কোচবিহার থেকে ওই গাড়িতে বিপুল পরিমাণে গাঁজা নিয়ে নবদ্বীপের এক ব্যক্তির কাছে আসছিল। যদিও ওই ব্যক্তির নাম জানতে পারিনি পুলিশ। আসল মালিকের নাম ও পরিচয় জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। সামগ্রিক ঘটনায় এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে তীব্র চাঞ্চল্য।

পুজো মণ্ডপ থেকে উধাও মা সরস্বতীর মূর্তি, আজব ঘটনা শহর শিলিগুড়িতে!

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ সরস্বতী পূজার দিনে ঘটলো শহর শিলিগুড়িতে এক আজব ঘটনা। পুজো মণ্ডপ থেকে হঠাৎই উধাও হয়ে গেল মা সরস্বতীর মূর্তি। ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ি সংলগ্ন ডাবগ্রাম দুই অঞ্চলের আশিঘর মাঝাবাড়ি এলাকায়। এই ঘটনায় রীতিমতো চোখ কপালে উঠেছে স্থানীয়দের। জানা যায়, মাঝাবাড়ি এলাকায় স্থানীয় মহিলা ও বাচ্চাদের প্রয়াসে এবছর সরস্বতী পুজোর আয়োজন করা হয়। ঠিক সেই মতো গতকালই সব জোগারযন্ত্র করে বেলা বারোটার পর থেকেই তিথি থাকায় সরস্বতী পুজো সেরে ফেলা হয় এলাকাবাসীদের তরফে। এবং রাতে নাচ গানের আয়োজন করা হয়। ঠিক সেই সময় ঘটে বিপত্তি। অভিযোগ রাতে নাচ- গান চলাকালীন ওই এলাকারই কিছু যুবক মন্ডপের পাশে এক ফাঁকা জায়গায় বসে মদ্যপান করতে থাকে। এবং এলাকাবাসীদের তরফে তাদের বাধা দেওয়ায় শুরু হয় বচসা। এই বচসাই গড়িয়ে যায় অনেক দূর। এলাকাবাসীদের অভিযোগ মদ্যপ অবস্থায় থাকা যুবকরা তাদের বাঁধায় কোন কর্ণপাতই করেনি বরং গালিগালাজ শুরু করে দেয় সেই যুবকরা। পরে মন্ডপের লাইটিং থেকে শুরু করে মন্ডপে চারিপাশে সাজানো সমস্ত কিছুই ওলট-পালট করতে শুরু করে সেই মদ্যপ যুবকেরা। এবং তাদের বাধা দিতে গেলে স্থানীয়দের ধমকি দেয় সেই যুবকরা। পরে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলেও যুবকদের সেখান থেকে চলে যেতে অনুরোধ করে এলাকাবাসীরা, কিন্তু সেই কথা তো কর্ণপাত না করে মণ্ডপের পাশেই একটি বাড়ি তে পাথর মেরে জানালার কাঁচ ভেঙে দেয় এবং এলাকাবাসীদের চোখের সামনেই মন্ডপ থেকে সরস্বতী প্রতিমা উঠিয়ে নিয়ে চলে যায় সেই মদ্যপ যুবকেরা। পরে এই ঘটনা জানাজানি হতেই ক্ষিপ্ত হয়ে যায় স্থানীয়রা। এবং সেই মদ্যপ যুবকদের মধ্যেই মূল পান্ডা অমর দাসের বাড়ি যায় স্থানীয়রা, সেখানে গিয়েই চোখ কপালে ওঠে স্থানীয়দের। তারা দেখতে পায় সরস্বতীর প্রতিমা ভেঙে ফেলেছে সেই মদ্যপ যুবক, হাত পা ভাঙ্গা পড়ে রয়েছে মাটিতে, সরস্বতীর প্রতিমার মুখো বিকৃতি করে রেখেছে সেই মদ্যপযুবক। সোমবার সকালে এই বিষয়ে অভিযোগ জানানো হয় আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশকে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় আশিঘর ফাঁড়ির বিরাট পুলিশ বাহিনী ও ডাবগ্রাম ২ নম্বর অঞ্চলের প্রধান মিতালী মালাকর। ইতিমধ্যেই এই পুরো ঘটনার বিষয় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে স্থানীয় এলাকাবাসীরা। অপরদিকে এই ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন প্রধান মিতালী মালাকার। তার অভিযোগ এ বাংলা ক্রমশ বাংলাদেশ হয়ে যাচ্ছে, তাই এরূপ দোষীদের কঠোর শাস্তি দাবি জানিয়েছেন তিনি। ইতিমধ্যে এই বিষয় পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ। এখন পুলিশে আস্থা এলাকার মানুষের।

তীব্র টানাপোড়েন, নন্দীগ্রামের সীতানন্দ কলেজে পুলিশি নিরাপত্তায় হচ্ছে সরস্বতী পুজো

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ এবার সরস্বতী পূজোয় ব্রতী থাকাকে কেন্দ্র করে TMCP ও ABVP দ্বন্দ্ব নন্দীগ্রামে, পুলিশি নিরাপত্তায় সরস্বতী পুজো নন্দীগ্রাম সীতানন্দ কলেজে শুভেন্দু অধিকারীর বিধানসভা কেন্দ্র নন্দীগ্রাম। সেই নন্দীগ্রামের সীতানন্দ কলেজে এ বছর পুলিশি নিরাপত্তায় হচ্ছে সরস্বতী পুজো। কলেজের ছাত্র-ছাত্রী সূত্রে জানা গেছে কিছুদিন আগেই কলেজের প্রিন্সিপালের উপস্থিতিতে পুজোকে কেন্দ্র করে একটি মিটিং এর আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে পুজোয় ব্রতী থাকার জন্য সুমন জানা নামের একটি কলেজ পড়ুয়ার নাম উঠে আসে। সিদ্ধান্ত হয় কলেজে এবছর পুজোয় সুমনই ব্রতী থাকবে। পরবর্তীকালে ব্রতী থাকাকে কেন্দ্র করে এবিভিপি এবং টিএমসিপি-র মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এবিভিপির অভিযোগ, কলেজ কর্তৃপক্ষ থেকে মিটিংয়ে আলোচনা হয়ে সুমন জানাকে ব্রতী রাখা হয়েছে। পুজোর একদিন আগে সুমন জানাকে পুজোয় ব্রতী থাকতে টিএমসিপির ছেলেরা এসে বাধা দিচ্ছে। যদিও সম্পূর্ণ অভিযোগ অস্বীকার করেছে নন্দীগ্রাম সীতানন্দ কলেজের টিএমসিপি-র নেতারা। উল্টে টিএমসিপি, বিজেপির দিকেই অভিযোগের আঙুল তুলেছে। টিএমসিপির দাবি এবিভিপি প্রতিনিয়ত কলেজে গন্ডগোল করার চেষ্টা চালাচ্ছে। কলেজের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে শুভজিত দাস নামের এক ছাত্র সরস্বতী পুজোর ব্রতী থাকছে যাতে কলেজে কোন গন্ডগোল না হয় তাই এই ব্যবস্থা। আর পুজোতে ব্রতী থাকাকে কেন্দ্র করেই সমস্যার সূত্রপাত নন্দীগ্রাম সীতানন্দ কলেজে। কলেজ কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে কয়েকদিনের মধ্যেই কলেজে নেক (NAAC) এর পরিদর্শন রয়েছে। তাই এবছর খুব বড় করে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বড় প্যান্ডেল কিংবা বড় আয়োজন করতে নিষেধ করা হয়েছে। আপাতত কলেজের সাইকেল স্ট্যান্ডের সামনে ছোট্ট একটি ব্যান্ডেল করেই সরস্বতী পূজো হচ্ছে সীতানন্দ কলেজে। তবে পুলিশি নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

বইখাতার পাশাপাশি ল্যাপটপ ট্যাবও ঠাঁই পেয়েছে সরস্বতী চরণে, সম্প্রীতির পুজো শান্তিপুর মুসলিম উচ্চ বিদ্যালয়ে

দুরন্ত বার্তা, শান্তিপুর, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ চারিদিকে সরস্বতী পুজোর রব। তিথি অনুযায়ী এবছর পুজো রবি ও সোম দুইদিন পড়লেও বেশিরভাগ স্কুল-কলেজ গুলিতে রবিবার দিনেই পুজো

সম্পন্ন হচ্ছে। ঠিক তেমনি এক ব্যতিক্রমী পুজোর ছবি ধরা পরল শান্তিপুর মুসলিম উচ্চ বিদ্যালয়ে। যেহেতু স্কুলের নাম শান্তিপুর মুসলিম উচ্চ বিদ্যালয় সেই কারণে স্কুল প্রতিষ্ঠানের পর থেকে বহু সংখ্যালঘু ছাত্ররা ওই স্কুলে পাঠরত। এবং প্রত্যেক বছর নিষ্ঠা সহিত সরস্বতী পূজোর আয়োজন হয়ে আসছে স্কুল প্রাঙ্গনে। আর সেই পুজোর আয়োজন করতে দেখা গেল সমস্ত শিক্ষক ও ছাত্রদের পাশাপাশি একাধিক সংখ্যালঘু পড়ুয়াদেরও। স্কুলের সরস্বতী পুজোর যাবতীয় কাজকর্ম সাধারণত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদেরও করতে দেখা যায়, ঠিক তেমনি এই বিদ্যালয়ে ঠাকুরের মন্ডপসজ্জা থেকে শুরু করে ঠাকুর আনা ও অন্যান্য যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম সকলের সঙ্গে পালন করল রিহান, সামিদের মত ছাত্ররাও। আর এই সরস্বতী পুজোর মাধ্যমে সম্প্রীতির বাণী ছড়িয়ে পড়ল শান্তিপুর মুসলিম উচ্চ বিদ্যালয় থেকে। স্কুলের মন্ডপ সাজানোর পাশাপাশি আয়োজন করা হয়েছিল একাধিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। স্কুলের পড়ুয়াদের আঁকা বিভিন্ন চিত্র প্রদর্শন করা হয়েছিল মন্ডপ প্রাঙ্গনে। এছাড়াও বর্তমান ডিজিটাল যুগে পড়াশোনার অন্যতম মাধ্যম ট্যাবলেট। আর সেই কারণেই ওই খাতার পাশাপাশি মা সরস্বতীর কাছে অর্পণ করা হয়েছিল পড়ুয়াদের সরকার থেকে দেওয়া বেশ কিছু ট্যাবও। শুধু তাই নয় স্কুলেরই এক ছাত্র নিজের হাতে সরস্বতী মূর্তি তৈরি করাতে সেই মূর্তিও অধিষ্ঠান করা হয়েছিল মন্ডপে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক শুভাশিস দত্ত জানান, প্রত্যেক বছরই সমস্ত ছাত্ররা মিলে এই পূজোর আয়োজন করে থাকে। পুজো সম্পন্ন হওয়ার পরের দিন স্কুলেই সমস্ত পড়ুয়াদের একটি প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়। এই স্কুলের প্রত্যেক পড়ুয়ার মিলেই সরস্বতী পুজোর সময় আয়োজন করে থাকে। এবং বছরের পর বছর এই পরম্পরায় চলে আসছে।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সুস্বাদু মধু এবার গুজরাটে

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বুনিয়াদপুরের সুস্বাদু মধু গুজরাটে

পাড়ি দিল। মূলতঃ জেলার বুনিয়াদপুরের বংশীহারী ও বুনিয়াদপুরের মধু ভিন রাজ্যের পাড়ি দিল। বংশীহারী ব্লক এবং বুনিয়াদপুর পুর এলাকার বিভিন্ন স্থানের মাঠের সর্ষে খেতগুলিতে গেলেই চোখে পড়বে সারিবদ্ধ করে রাখা বাক্স। বংশীহারী এবং বুনিয়াদপুরের বাগদুয়ার, জামার, জোড়দিঘি, সিহল, ডিটলহাট, করখা সর্বত্র একই ছবি। সোমবার সকালে এলাহাবাদ পঞ্চায়েতের জামারের এক মাঠে গিয়ে দেখা গেল, ডিটলের এক তরুণ ইশাহাক আলি অপু তাঁর কর্মচারীদের নিয়ে বাক্স থেকে মধু সংগ্রহ করছেন। তিনি জানান, গাছে ফুল আসার আগে মধু সংগ্রহ করার লক্ষ্যে বাক্স পাততে হয়। এই বাক্সে মৌমাছি থাকে। তাদের খাবার হিসাবে চিনি দিতে হয়। মৌমাছিরা বাক্স থেকে বেড়িয়ে সর্ষেফুল থেকে মধু নিয়ে বাক্সে জমা করে। আমরা প্রতি সপ্তাহে একবার বাক্স থেকে মধু সংগ্রহ করি। আমি গত বছর থেকে এই ব্যবসায় নেমেছি। মুর্শিদাবাদ, নদীয়া এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অনেক মধু ব্যবসায়ী আমাদের এলাকার বিভিন্ন মাঠে মধু সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বাক্স পেতেছেন। এই বিপুল পরিমাণ মধু গুজরাটের এক ব্যবসায়ী আমাদের কাছ থেকে পাইকারি দরে কিনে নিয়ে যান। সারাবছর অন্য ব্যবসা করলেও এই শীতকালে মধু সংগহের ব্যবসা করে লাভের মুখ দেখছেন ব্যবসায়ীরা।

ঠাকুর দেখে বাড়ি ফেরার পথে পথ দুর্ঘটনায় মৃত ৪, ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ সরস্বতী ঠাকুর দেখে ফেরার পথে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ৪ জনের। এমনই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার করিমপুর থানার কানাইখালীতে। পুলিশ সূত্রে খবর একই বাইকে করে মোট চারজন বাড়িতে ফিরছিল। সেই সময় কানায় খালি এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি দোকানে ধাক্কা মারে। চারজন আহত হলে প্রথমে তাদের স্থানীয় নাজিরপুর ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে নিয়ে গেলে দুজনকে মৃত বলে ঘোষণা করে কর্তব্যরত চিকিৎসক। অন্য দুজনের অবস্থার অবনতি হলে দুজনকে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালের স্থানান্তরিত করা হয়। শক্তিনগর হাসপাতালে অন্য দুজন ও মারা যায়। মৃত চারজনের নাম সুমন মন্ডল তন্ময় বিশ্বাস দ্বীপ মন্ডল এবং মনীষ বিশ্বাস। সরস্বতী পূজার দিনে এমন মর্মান্তিক ঘটনায় গোটা এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। সোমবার চারজনের মৃতদেহ শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্ত হয়। ইতিমধ্যেই এই দুর্ঘটনা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আলু ক্ষেতে জল দিতে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে যুবকের মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ তিনদিন পর বিয়ে তার আগে আলু ক্ষেতে জল দিতে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে যুবকের মৃত্যু। ধূপগুড়ি মহকুমার পূর্ব মল্লিক পাড়ার ঘটনা।

মৃত যুবকের নাম রাজু হোসেন (২৩)। সোমবার দুপুরে নিজেদের আলু ক্ষেতে পাম্পের সাহায্যে জল দিতে যায় রাজু। সে সময় আচমকা পাম্পের বিদ্যুতের তারে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে জমিতে পড়ে যায়। তাকে পড়ে থাকতে দেখে তার পরিবারের সদস্য এবং প্রতিবেশীরা ছুটে আসে। এরপর তড়িঘড়ি তাকে ধূপগুড়ি মহাকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক রাজু হোসেনকে মৃত বলে ঘোষণা করে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, আগামী বৃহস্পতিবার রাজুর বিয়ে, নেমন্তন্ন করা শেষ। কিন্তু তার আগেই ঘটে গেল মর্মান্তিক ঘটনা। খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে আসে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে দুই পরিবার সহ প্রতিবেশীদের মধ্যে।

জাতি ধর্ম ভুলে সম্প্রীতির পুজো

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ স্কুলে সবমিলিয়ে ১০৫ জন ছাত্রছাত্রী। এর মধ্যে ৮৮ জন সংখ্যালঘু পড়ুয়া। জাতি ধর্ম ভুলে তারাই মেতে উঠল বাগদেবীর আরাধনায়। সরস্বতী পুজোয় সম্প্রীতির অনন্য নজির গড়ল জলপাইগুড়ির গোমস্তাপাড়া চন্দ্রমোহন প্রাথমিক বিদ্যালয়। স্কুলে সব মিলিয়ে পাঁচজন শিক্ষক - শিক্ষিকা। তাঁদের মধ্যে প্রধান শিক্ষক সহ দুজন সংখ্যালঘু। পড়ুয়াদের নিয়ে তারাও মেতে উঠলেন পুজোর আনন্দে। আলপনা দেওয়া থেকে প্রতিমা আনা পূজোর আয়োজন সবেতেই হাত মেলাল সংখ্যালঘু পড়ুয়াদের পাশাপাশি শিক্ষক -শিক্ষিকারা। পুজোর দিন নিজেকে বাড়িতে আটকে রাখতে পারলেন না ওই স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক মোহাম্মদ রফি। স্কুলে এসে তিনিও সামিল হলেন পুজোর আনন্দে। এমনকী সরস্বতী পুজোর দিন স্কুলের খিচুড়ি রান্না করলেন সংখ্যালঘু মহিলারাই। সম্প্রীতির এই মেলবন্ধনের দেখে উচ্ছ্বসিত পুরোহিত প্রবীর মজুমদার। বললেন, বাংলাদেশে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সম্প্রীতির এই বার্তা দিকে দিকে ছড়িয়ে যাওয়া প্রয়োজন। এদিন এই বিদ্যালয়ে সরস্বতী পুজোয় সম্প্রীতির পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়। এখানে হিন্দু ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি প্রচুর মুসলিম সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শিশুরা পুজোয় অংশগ্রহণ করে। জাতি- ধর্ম নির্বিশেষে সরস্বতী পুজোয় মেতে ওঠে সকলে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা রঙিন শাড়ি, পাঞ্জাবি পরে চলে আসে বিদ্যালয়ে। পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ ও পুষ্পাঞ্জলি মধ্য দিয়ে বাগদেবীর আরাধনায় ব্রতী হন শিক্ষক শিক্ষিকা অভিভাবক সকলেই।

এলাকায় কংক্রিটের ব্রিজের দাবিতে আন্দোলনে দলমত নির্বিশেষে গ্রামের মানুষ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ এলাকায় কংক্রিটের ব্রিজের দাবিতে আন্দোলনে দলমত নির্বিশেষে গ্রামের মানুষ। ব্রিজ না হলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ভোট বয়কট করা হবে দাবি তাদের। মালদার পুরাতন মালদা ব্লকের বলরামপুর এলাকায় ব্রিজের দাবিতে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ। পুরাতন মালদা ব্লকের মহিষবাথানি গ্রাম পঞ্চায়েতের বলরামপুর ও রতুয়া ২ নম্বর ব্লকের পীরগঞ্জ গ্রাম পঞ্চাযেতের অন্তর্গত পীরগঞ্জ গ্রামের মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে মহানন্দা নদী। বিভিন্ন সময়ে এখানে কংক্রিটের পাকা ব্রিজ তৈরি করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। আজ পর্যন্ত সেই প্রতিশ্রুতি রাখা হয়নি। ব্রিজের মাঝখানের ভাঙ্গা বাঁশের সেতু দিয়েই প্রাণ হাতে করে গ্রামবাসীদের যাতায়াত করতে হয়। যে কোন সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এর আগেও ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটেছে এই এলাকায়। গ্রামবাসীরা দীর্ঘদিন ধরে ব্রীজের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এর আগে রাজ্যের মন্ত্রী থেকে শুরু করে বিভিন্ন জনপ্রতিনিধিরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ব্রিজ তৈরি করার কিন্তু এখনো পর্যন্ত ব্রিজ হয়নি। প্রতিবাদে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ। কিছু বলার নাই এই নিয়ে শাসক দলকে একহাত নিয়েছেন জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। পাল্টা তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি গ্রামবাসীরা , দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে লিখিতভাবে দিন তাদের দাবিগুলি নিশ্চয়ই সমস্যার সমাধান হবে।

চাষের জমি থেকে নিখোঁজ আদিবাসী তরুণীর মৃতদেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ ছাগল চরাতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল আদিবাদী এক তরুণী। পরে রাতের দিকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হল। এলাকারই একটি চাষের জমি থেকে সেই মৃতদেহ উদ্ধার হয়। ঘটনাটি বাঁকুড়ার ছাতনা থানার ঝাঁটিপাহাড়ি এলাকার। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই তরুণী শনিবার বেলায় বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। সন্ধ্যে হয়ে গেলেও তিনি বাড়ি ফেরেননি। মেয়ে না ফেরায় এলাকায় খোঁজাখুঁজি করেন পরিবারের লোকজন ও স্থানীয়রা। রাতের দিকে গ্রামেরই একটি চাষের জমিতে ওই তরুণীর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। স্থানীয়রাই পুলিশে খবর দেন। গভীর রাতে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে। রবিবার মৃতদেহ বাঁকুড়া সম্মেলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। কী কারণে এই ঘটনা? খুন নাকি ধর্ষণের পর খুন? সেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পুলিশ প্রাথমিকভাবে মনে করছে, শ্বাসরোধ করে ওই তরুণীকে খুন করা হয়েছে। ধর্ষণ হয়েছে কিনা, সেই বিষয় ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই জানা যাবে বলে দাবি পুলিশের। রবিবার এলাকায় গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। মাঠ থেকেও নমুনা সংগ্রহ করা হয়। ঘটনায় জড়িত থাকার সন্দেহে এলাকারই এক যুবককে আটক করা হয়েছে। সোমবার সকালে মৃতার মা থানায় খুনের লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

বুলড্রোজার দিয়ে বন্য হাতিকে আঘাত, চালক সহ বাহন আটক করলো পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ বুলডোজার দিয়ে হাতিকে উত্যক্ত করায় থানা এবং বন দফতরে পরিবেশপ্রেমীদের অভিযোগের ভিত্তিতে বুলডোজার সহ আটক বুলডোজার চালক। গত শনিবার আপালচাঁদ বনাঞ্চল থেকে বের হয়ে আসা একটি বুনো হাতি দিনভর মাল মহকুমার পশ্চিম ডামডিম ও পূর্ব ডামডিমে সারাদিন অবস্থান করে। আর সেখানেই হাতিটিকে উত্যক্ত করতে থাকে স্থানীয় কিছু মানুষ। শেষ পর্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে হাতিটি একটি নজরমিনারে ধাক্কা মারে। তখন নজরমিনারটির উপরে ছিলেন পর্যটকরাও। এতে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন উপস্থিত সকলে। পরে একটি জেসিবি নিয়ে হাতিটিকে আক্রমণ করা হয়। হাতিটিও উত্তেজিত হয়ে জেসিবিতে ধাক্কা দেয়। এতে জখমও হয় হাতিটি। বিষয়টি সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, পরিবেশবিদরা নড়েচড়ে বসেন। গ্রিন ডুয়ার্স ফাউন্ডেশন ও মাউন্টেন ট্রেকার ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে মালবাজারে বন দপ্তরের রেঞ্জারের কাছে বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। সংগঠনের স্বরূপ মিত্র ও তানিয়া হক জানিয়েছেন, জেসিবি ব্যবহার কার অনুমতিতে করা হলো সেই বিষয়েও এদিন বনদপ্তর এর আধিকারিকদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে। এদিনের এই ডেপুটেশন প্রদান প্রসঙ্গে বন্যপ্রাণ বিভাগ মালবাজার রেঞ্জ এর সূত্রে জানা গেছে ঘটে যাওয়া ঘটনার বিষয়ে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ করা হবে। বন্যপ্রাণ শাখার পাশাপাশি মালবাজার থানাতেও লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিয়ে। পরবর্তীতে বুলডোজার সহ চালককে আটক করেছে মালবাজার থানার পুলিশ।

বউমা-শাশুড়ির অশান্তিতে রক্তাক্ত পরিবার

দুরন্ত বার্তা, ময়নাগুড়ি, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ বউমা ও শাশু।রি ঝগড়া কোন সংসারে না হয়। কিন্তু তাই বলে ঝগড়া থেকে শুরু করে হাতাহাতি, শেষ পর্যন্ত ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা! শাশুড়ি-বউমার কোন্দলে রক্তাক্ত পরিবার। শেষমেশ জল গড়াল থানাতেও। সোমবার এমনই কাণ্ডের সাক্ষী থাকল ময়নাগুড়ি ব্লকের রামসাই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। ঘটনায় উভয়পক্ষই পরস্পরের বিরুদ্ধে ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলার অভিযোগ করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বউমা বর্তমানে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। অন্যদিকে, শাশুড়ি তুলসী রায় সৎ ছেলে ও বৌমার বিরুদ্ধেই ময়নাগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। সূত্রের খবর, ধারালো অস্ত্রের কোপে বউমা ডলি রায়ের আঙুল কেটে ফেলার অভিযোগ উঠেছে শাশুড়ির বিরুদ্ধে। অপর দিকে ছেলে ও বউমার বিরুদ্ধে ধারালো অস্ত্র দিয়ে দু'হাতে কোপ মারার অভিযোগ তুলেছেন শাশুড়ি! ঘটনায় আহত হয়েছেন অভিযোগকারী তুলসী রায়ের সৎ ছেলে শ্যামল রায়ও। তিনি বর্তমানে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ছেলে শ্যামল রায়ের দাবি, মায়ের উপর কেউ হামলা চালায়নি। এই অভিযোগ ভিত্তিহীন জানিয়ে তাঁর দাবি, মা আমাদের উপর হামলা চালিয়েছে। আমার স্ত্রীর একটি আঙুল কেটে গেছে। মাথায় কোপ মেরেছে। আমাকে মেরেছে।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল দুর্গা প্রসাদ মুখার্জি, সাঁতরাগাছির ষষ্ঠীতলা কোনা রোডের বাসিন্দা প্রয়াত পঞ্চু গোপাল মুখার্জির নাতি, ০৯.০৮.১৯৫৬ তারিখের একটি দলিল হারিয়েছেন এবং উক্ত দলিলটি হাওড়া জেলা রেজিস্ট্রি অফিসে যথাযথভাবে নিবন্ধিত ছিল এবং বই নং ১, খণ্ড নং ৩১, পৃষ্ঠা ১০৭ থেকে ১১১ পর্যন্ত ১৯৫৬ সালের জন্য বিইং নং ২০৭০ হিসাবে লিপিবদ্ধ ছিল এবং ২৫.০১.২০২৫ তারিখের জি.ডি. এন্ট্রি নং ১৩৪৫ অনুসারে জগাছা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরিও দায়ের করেছে। যে কোনও ব্যক্তির এই বিষয়ে কোনও দাবি, ভাগ, অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ, বা যে কোনও আপত্তি থাকলে, এই তারিখ থেকে সাত দিনের মধ্যে সহায়ক দলিল প্রমাণ সহ নিম্নস্বাক্ষরকারীকে তা অবহিত করতে হবে, যেখানে দাবির পরে যদি কোনও দাবি থাকে তবে তা মওকুফ বলে গণ্য করা হবে এবং আর কোনও দাবি গ্রহণ করা হবে না।

পল্লবী কর্মকার
অ্যাডভোকেট
ফোন নম্বর ৯০০৭৮২৪৯৫৭

পুকুর থেকে বন্দুক উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ সরস্বতী পুজোর দিনে সিজানো পরবের সময় মাছ ধরতে গিয়ে পুকুর থেকে উঠে এল একনলা বন্দুক। সোমবার এই ঘটনা ঘটেছে কাঁকসার বিষ্ণুপুর গ্রামে। যা নিয়ে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয়রা জানান, পরব উপলক্ষ্যে গ্রামের মানুষ পুকুরে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন। সেই সময়ই জালের সঙ্গে উঠে আসে একটি মরচে ধরা দেশি একনলা বন্জুক। খবর পেয়েই কাঁকসা থানার মলানদিঘি ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বন্দুকটি উদ্ধার করে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, বন্দুকটি বহুদিন ধরে জলে পড়ে ছিল। কোথা থেকে এটি এলো বা কোনও অপরাধের সঙ্গে যুক্ত কিনা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বন্যা প্রতিরোধে ভুটান সরকার চুক্তিবদ্ধ হয়েছে

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি ঃ বন্যা প্রতিরোধে ভারতের সীমান্তবর্তী উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণে ভুটান সরকার চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। গত সপ্তাহে জলপাইগুড়ির চালসাতে দুই দেশের মধ্যে আয়োজিত জাতীয় স্তরের এই সমন্বয় বৈঠকে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। বর্ষার মরসুমে ভূটানে বৃষ্টিপাতের পরিমানের সব তথ্য উত্তরবঙ্গের সেচ বিভাগকে দেওয়া হবে বলে বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও সীমান্তে বন্যপ্রানীর দেহাংশ পাচার, মাদক চোরাচালান সহ অপরাধ দমনে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় তথ্য বিনিময়ের চুক্তিও বৈঠকে গৃহীত হয়েছে। এই বৈঠকে উত্তরবঙ্গের বিভাগীয় কমিশনার সহ জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারের জেলাশাসকরা উপস্থিত ছিলেন।

ফাউন্ড্রি ফুয়েল প্রোডাক্টস লিমিটেড

নিবন্ধিত অফিসঃ ৭সি, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড, থানা- শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা- ৭০০০১৭
টেলিফোন নংঃ ০৩৩ ৪০৬৬ ৮০৭২,
ওয়েবসাইটঃ www.foundryfuel.in
ইমেল আইডিঃ foundryfuelgmail.com
CIN: L50500WB1964PLC026053

বিজ্ঞপ্তি

সেবি (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের সাথে পঠিত ২৯(১)(ক) এবং ৪৭(১)(ক) অনুসারে এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভা ১২ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ তারিখে বুধবার দুপুর ২.৩০ মিনিটে মুম্বাইয়র ৮৪, মেকার চেম্বার III, নারিমান পয়েন্ট , মুম্বই-৪০০০২১-এ অনুষ্ঠিত হবে। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য কোম্পানির স্বতন্ত্র অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা, অনুমোদন এবং রেকর্ডে গ্রহণের জন্য এই তথ্য কোম্পানির ওয়েবসাইট www.foundryfuel.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com-এও পাওয়া যাবে।

ফাউন্ড্রি ফুয়েল প্রোডাক্টস লিমিটেডের জন্য
স্বাক্ষর /-(নিকেশ ওসওয়াল)
পরিচালক
DIN: 07895357
স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০১.০২.২০২৫

Shaping Dual Intelligence

GTT DATA SOLUTIONS LIMITED
(Formerly known as Cinerad Communications Limited)

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং ৯ মাসের জন্য অনিরীক্ষিত একত্রিত আর্থিক ফলাফলের উদ্ধৃতি

(লক্ষ টাকা)

বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩১.১২.২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩ মাস শেষে ৩০.৯.২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩ মাস শেষে ৩০.১২.২৩ (অনিরীক্ষিত) (নোটঃ৩)	৯ মাস শেষে ৩১.১২.২৪ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ শেষে ৩১.৩.২৪ (পরীক্ষিত) (নোটঃ৩)
রাজস্ব থেকে আয়	৪৫৯.১১	৩৫৩.৬২	এনএ	১,১১১.১৪	১,৩৯৯.০৮
ব্যতিক্রমী আইটেম এবং কর	(১০১.০৯)	(৪৮.২১)	এনএ	(২৫৬.২৬)	১,৬৫১.৩৩
করের আগে লাভ / (ক্ষতি)	(১০১.০৯)	(৪৮.২১)	এনএ	(২৫৬.২৬)	(১৩৭.২১)
করের পরে লাভ / (ক্ষতি)	(১০০.৮৮)	(৬৬.৬৬)	এনএ	(২৮৯.১৮)	(৭১.১৬)
করের পরে লাভ / (ক্ষতি)	(১০৬.০৯)	(৬৬.৬৬)	এনএ	(৩০১.৬৯)	(৫০.০১)
এই সময়ের জন্য মোট সামগ্রিক আয়	(১০০.৮৮)	(৮৮.৮৬)	এনএ	(২৮৯.১৮)	(৬১.২৭)
পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (FV: প্রতিটি ১০ টাকা)	১,৯১৬.১৯	১,৯১৬.১৯	এনএ	১,৯১৬.১৯	১,৯১৬.১৯
সংরক্ষিত ব্যালেন্স শিটে দেখানো হিসাবে রিজার্ভ(পুনর্মূল্যায়নের রিজার্ভ বাদে)	এনএ	এনএ	এনএ	এনএ	(৪১৭.০৯)
প্রতি ইকুইটি শেয়ার আয় ভিত্তি					
মূল	(০.৫৩)	(০.২৬)	এনএ	(১.৫১)	(০.৩২)
মিশ্র	(০.৫৩)	(০.২৬)	এনএ	(১.৫১)	(০.৩২)

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং ৯ মাসের জন্য অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের উদ্ধৃতি (লক্ষ টাকা)

বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩১.১২.২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩ মাস শেষে ৩০.৯.২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩ মাস শেষে ৩০.১২.২৩ (অনিরীক্ষিত) (নোটঃ৩)	৯ মাস শেষে ৩১.১২.২৪ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ শেষে ৩১.৩.২৪ (পরীক্ষিত) (নোটঃ৩)
পরিচালনা থেকে রাজস্ব	১৪২.৪৩	৬.৫৩	এনএ	১৫১.৬৭	এনএ
করের আগে লাভ / (ক্ষতি)	(২০৪.৫২)	(১২৯.০২)	(১২.৫০)	(৪১৪.১৬)	(১৭.৮৮)
করের পরে লাভ / (ক্ষতি)	(২০৪.৫২)	(১২৯.০২)	(১২.৫০)	(৪১৪.২৩)	(২৪.৪৫)

দ্রষ্টব্যঃ
১. উপরে উল্লিখিত তথ্যটি SEBI (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং রেগুলেশনের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি অংশ। বিস্তারিত ফর্ম্যাটে ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফল, BSE ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.gttdata.ai-তে পাওয়া যাবে।
২. অ-নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল (স্বতন্ত্র এবং একীভূত) অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হযেছে এবং ২ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে।
৩. কোম্পানি ১৩ মার্চ, ২০২৪ তারিখে গ্লোবাল ট্যালেন্ট ট্র্যাক প্রাইভেট লিমিটেড এবং ইটেরিয়াম টেকনোলজিস ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড নামে দুটি সহায়ক সংস্থা অধিগ্রহণ করেছে। তাই ১৩ মার্চ, ২০২৪ তারিখকে অধিগ্রহণের তারিখ হিসাবে বিবেচনা করে একীভূতকরণ প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়াও, এটি কোনও সহায়ক সংস্থার অধিগ্রহণের প্রথম বছর হওয়ায় পূর্ববর্তী বছরের কোনও অনুরূপ ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যান রিপোর্ট করা হয়নি।
৪. বর্তমান সময়ের শ্রেণীবিভাগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য পূর্ববর্তী সময়ের পরিসংখ্যানগুলি পুনর্গঠিত / পুনঃশ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে এবং তাদের পক্ষে
সদস্য-পঙ্কজ রমেশ সামানি
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
DIN:06799990

তারিখঃ ০২-০২-২০২৫

+91 7719913351
info@gttdata.ai
CIN L62099WB1986PLC218825
www.gttdata.ai
Registered Office : 80 Burtolla Street, Barabazar, Kolkata, West Bengal - 700007

আইপিএল-এর আগে চাপ বাড়ল দ্রাবিড়ের রয়্যালসের

জয়পুর, ৩ ফেব্রুয়ারিঃ সামনেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে টুর্নামেন্ট শুরু। তারপর রয়েছে ক্রিকেট প্রেমীদের অত্যন্ত আগ্রহের আইপিএল। তার আগে টিম ইন্ডিয়ার আর কোনও টি-২০ সিরিজ নেই। সদ্য দেশের মাটিতে ইংল্যান্ডকে টি-২০ সিরিজে হারিয়েছেন স্কাইরা। ওই ম্যাচে আঙুলে চোট পেয়েছিলেন সঞ্জু স্যামসন। এ বার তাঁর চোটের আপডেট পাওয়া গিয়েছে। যা এই মুহূর্তে চিন্তা বাড়িয়ে দিয়েছে রাহুল দ্রাবিড়ের রাজস্থান রয়্যালসের। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বোর্ডের এক সূত্র সংবাদসংস্থা পিটিআইকে সঞ্জুর চোটের বিষয়ে জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ''সঞ্জু স্যামসনের ডান হাতের তর্জনীতে চিড় ধরেছে। ওটা সেরে ওঠার পর নেটে ফেরার জন্য ওর হয়তো পাঁচ থেকে ছয় সপ্তাহ লাগতে পারে। ফলে পুনেতে ৮-১২ ফেব্রুয়ারি অবধি হতে চলা রঞ্জি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে কেরলের হয়ে ওকে দেখার সম্ভবনা নেই। সব ঠিক মতো এগোতে থাকলে হয়তো ও আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের হয়েই আবার মাঠে ফিরবে।'' আইপিএলের প্রথম সংস্করণের চ্যাম্পিয়ন রাজস্থান রয়্যালস। সেই টিমের অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসন। দলের উইকেটকিপারও তিনি। ফলে তাঁর চোট মানে পিঙ্ক আর্মির কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের বড় চিন্তা। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পঞ্চম টি-২০ ম্যাচে চোট পান কেরলের উইকেটকিপার ব্যাটার সঞ্জু। ৬ দিয়ে ইনিংস শুরু করেছিলেন। এরপর তিনটে ডট বল দেন জোফ্রা আর্চার। তার মধ্যে প্রথম ওভারের তৃতীয় বলে সঞ্জুর আঙুলে চোট লাগে। জোফ্রা আর্চার এই সিরিজে সঞ্জুকে বেশ চাপে ফেলেছেন। তিনি সঞ্জুকে প্রায় ১৪২-১৪৫ কিমিঘণ্টা গতিতে বল করেছেন এই সিরিজে। দ্বিতীয় ওভারের প্রথম বলে মার্ক উড তুলে নেন সঞ্জুর উইকেট। যে ডেলিভারিতে তিনি আউট হয়েছিলেন, তাতে বেশি বাউন্স ছিল। এক ওভারে ১৬ রান তুলে মাঠ ছাড়েন সঞ্জু। এ বার দেখার কবে পুরোপুরি তাঁর আঙুলের চোট সেরে ওঠে।

পরিবর্ত নামানো উচিত হয়নি

শিবম-হর্ষিত কনকাশন সাব বিতর্কে সরব সানি

মুম্বই, ৩ ফেব্রুয়ারিঃ দেশের মাটিতে ৪-১ ব্যবধানে ইংলিশ ব্রিগেডকে হারিয়েছে সূর্যকুমার যাদবের ভারত। দাপট দেখিয়ে টিম ইন্ডিয়া এই সিরিজ জয়ের পরও একটা বিষয় নিয়ে সমালোচনা থামছে না। তা হল শিবম দুবের কনকাশন পরিবর্ত হিসেবে হর্ষিত রানার খেলা। দেশ-বিদেশের একাধিক প্রাক্তন ক্রিকেটার জানিয়েছেন, তাঁদের মনে হয়নি হর্ষিত রানাকে নিয়ম অনুযায়ী শিবম নামানো উচিত ছিল না। যদি ব্যাটিংয়ের সময় পেশিতে টান পড়ত, তা হলে বিকল্প নামানো যেত। আর তারপরও একান্তই কেউ নামলে তাকে দিয়ে শুধু ফিল্ডিং করানো যেত, বোলিং করানো ঠিক হত না।'' সেখানেই থেমে যাননি সানি। তিনি আরও বলেন, ''(লাইক-টু-লাইক) সমতুল্য ক্রিকেটার হিসেবে কখনওই শিবম এবং হর্ষিতকে একই সারিতে রাখা যায় না। মজার ছলে বলা যেতেই

দুবের লাইক টু লাইক রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে সঠিক ব্যবহার করা হয়েছে। এ বার ভারতের কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকর টেলিগ্রাফের এক কলামে লিখেছেন এ নিয়ে নিজের মতামত। সানির মতে, সিরিজের চতুর্থ টি-২০-তে শিবম দুবের পরিবর্ত নামানোই উচিত হয়নি। আর কী বললেন গাভাসকর? সানির কথায়, ''পুনের ম্যাচে শিবম দুবের হেলমেটে বল লাগলেও শেষ পর্যন্ত ও ব্যাটিং করেছে। ফলে এটা স্পষ্ট যে কনকাশন হয়নি। সুতরাং ওই ম্যাচে ওর পরিবর্ত ক্রিকেটার পারে যে, ওদের দুজনের উচ্চতা একরকম। ফিল্ডার হিসাবেও দুজন সমমানের। কিন্তু কখনই ওদের দুজনকে সমতুল্য বলা যায় না। তাই এই বিষয়টি নিয়ে ইংল্যান্ডের সরব হওয়ার যথেষ্ট অধিকার রয়েছে।'' এই কনকাশন সাব নিয়ে বিতর্কের জন্য ভারতীয় টিমের এই সিরিজ জয়কে খাটো করার কোনও কারণ দেখছেন না সানি। তাঁর মতে, ভারত এই সিরিজে দারুণ পারফর্ম করেছে। ফলে এ ভাবে সেই জয়কে কালিমালিপ্ত করার কোনও মানে হয় না।

স্ক্যান করতে বেঙ্গালুরু পৌঁছলেন বুমরাহ

নজরদারিতে বোর্ডের শীর্ষ আধিকারিকেরা

বেঙ্গালুরু, ৩ ফেব্রুয়ারিঃ লক্ষ্য চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির বাছাই পনেরোয় নাম তোলা। দলকে অক্সিজেন জোগানো। সেই কারণে রিহ্যাবে যোগ দিতে বেঙ্গালুরু পৌঁছলেন জসপ্রীত বুমরাহ। এখানেই রয়েছে ন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমি (এনসিএ)। যেখানে জসপ্রীতের চোট কতটা গুরুতর তা পরীক্ষা করা হবে। সেরে ফেলা হবে দরকারি স্ক্যান। সবই বিসিসিআইয়ের শীর্ষ আধিকারিকদের নজরদারিতে। তারপর সেই টেস্টের রিপোর্ট পাঠানো হবে নিউজিল্যান্ডের অর্থোপেডিক সার্জেন ডা. রোয়ান স্খাউটেনের কাছে। উল্লেখ্য, গত মাসেই বিসিসিআইয়ের নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকর বলেছিলেন, ফেব্রুয়ারির প্রথমেই স্পষ্ট হয়ে যাবে, বুমরাহ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলবেন কি খেলবেন না। বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির শেষ টেস্ট ছিল সিডনিতে। সেই ম্যাচেই চোট পান বুমরাহ। যে কারণে শেষ ইনিংসে বল করতে নামতেও পারেননি তিনি। এরপর চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে বছর একত্রিশের পেসার পাঁচ সপ্তাহের 'অফলোডিং প্রসেসে'র মধ্যে ছিলেন। ক্রিকেটীয় পরিভাষায় এর সরল অর্থ হচ্ছেঃ কিছুদিনের জন্য শীতঘুমে চলে যাওয়া। মূলত টেস্ট ক্রিকেটে কোনও দলের হয়ে সবচেয়ে বেশি ওভার বল করা পেস বোলারকে সংশ্লিষ্ট মরশুমে তিন সপ্তাহের জন্য ছুটি নিতে বলা হয়। ওই কুড়ি-একুশ দিন তিনি মাঠে নামা থেকে বিরত থাকেন। নেন পরিপূর্ণ, অখণ্ড বিশ্রাম।

জসপ্রীতের এই অফলোডিংয়ের মেয়াদ সম্প্রতি শেষ হয়েছে। ১১ তারিখ আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অংশ নিতে চলা সমস্ত দেশকে তাদের চূড়ান্ত টিমলিস্ট যাবতীয় কাটছাঁট এবং রদবদলের পর আইসিসির টেবিলে জমা করতে হবে। সেই তালিকায় বুমরাহ জায়গা করে নিতে পারেন কি না, এখন সেটাই দেখার।

এবার আন্তর্জাতিক টেস্ট চার দিনের?

জোরালো হচ্ছে সম্ভাবনা

দুবাই, ৩ ফেব্রুয়ারিঃ ইতিমধ্যেই ঠিক হয়ে গেছে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল কাদের মধ্যে হবে। তবে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের বর্তমান ফরম্যাটটি বদলাতে আগ্রহী আইসিসি। সেই মতো আলোচনা শুরু করেছে তারা। টেস্টে টু-টিয়ার সিস্টেম চালু করতে চায় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক মঞ্চে চালু হতে পারে চার দিনের টেস্ট। আগামী ২০ জুন হেডিংলিতে ইংল্যান্ড এবং ভারতের মধ্যকার প্রথম টেস্ট দিয়ে পরবর্তী চক্রের টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হবে। তার আগে পুরোনো ফরম্যাট বদলে ফেলতে চাইছে আইসিসি। বর্তমান ফরম্যাট নিয়ে একাধিক প্রশ্ন রয়েছে। এই পদ্ধতিতে কোনও দলের ম্যাচ সংখ্যা বেশি, তো কারও কম। আবার কিছু দল ভালো খেলতেও পারছে না। তাই 'স্বচ্ছ প্রতিযোগিতার' স্বার্থে টু-টিয়ার টেস্ট সিস্টেম চালু করার ভাবনা বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার। এমনটাই ইঙ্গিত পাওয়া গেছে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান রিচার্ড থমসনের কথায়, যিনি আবার আইসিসির স্ট্র্যাটেজিক গ্রোথ কমিটির হেড। এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ''বর্তমান কাঠামোটি যেভাবে কাজ করা উচিত, সেভাবে কাজ করছে না। আমাদের একটি ন্যায্য, ভালো প্রতিযোগিতা খুঁজে বের করতে হবে। কিন্তু এই মুহূর্তে কোনও সুপারিশ করা হয়নি। আমাদের এই বিষয়ে কাজ করার জন্য পাঁচ মাস সময় আছে। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপটি আরও ন্যায্য এবং আরও প্রতিযোগিতামূলক হওয়া উচিত। এটা এমন হওয়া উচিত যাতে দলগুলি ফাইনাল খেলার জন্য মুখিয়ে থাকে এবং বাকি দলগুলিকে টেস্ট খেলার জন্য উৎসাহ দিয়ে থাকে।'' সম্প্রতি আইসিসির চেয়ারম্যান জয় শাহের সঙ্গে নতুন পদ্ধতিতে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চালুর বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন রিচার্ড থমসন। সেই সময় চার দিনের টেস্ট ক্রিকেট খেলা নিয়ে আলোচনা হয়। মনে করা হচ্ছে যেই ভাবে দিন দিন ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট লিগ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে তাতে করে চার দিনের খেলা চালু হলে আরও বেশি করে ৩ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ জনপ্রিয় হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে অ্যাশেজ বা বর্ডার গাভাসকর ট্রফির মতো মার্কি সিরিজগুলিতে ৫ দিনের টেস্ট ক্রিকেটই খেলা হবে। অর্থাৎ টু-টিয়ার টেস্ট সিস্টেম চালু হলে প্রথম সারির দলগুলি ৫ দিনের ম্যাচই খেলবে। সেক্ষেত্রে ভারতের চার দিনের টেস্ট খেলার সম্ভাবনা কমই।

ম্যান ইউ ছেড়ে অ্যাস্টন ভিলায় র‍্যাশফোর্ড

বার্মিংহ্যাম, ৩ ফেব্রুয়ারিঃ ক্লাব ছাড়ার জল্পনা ছিল অনেকদিন ধরেই। শেষ কয়েকদিনে আরও বেড়েছিল সেটা। অবশেষে সেই আশঙ্কাকেই সত্যি করে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ছাড়লেন মার্কাস র‍্যাশফোর্ড। লোনে যোগ দিলেন প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব অ্যাস্টন ভিলায়। এই মরশুমের শেষ অবধি ওই ক্লাবের হয়েই খেলবেন ২৭ বছর বয়সি ইংল্যান্ডের এই স্ট্রাইকার। জানা গিয়েছে এই চুক্তিতে লোন শেষ হলে র‍্যাশফোর্ডকে পাকাপাকি ভাবে কিনে নেওয়ার অপশনও আছে। তবে ভিলার তেমন পরিকল্পনা না থাকলে মরশুম শেষে ম্যান ইউতেই ফিরতে হবে তাঁকে। নিজের ইনস্টাতে র‍্যাশফোর্ড লেখেন, 'ম্যান ইউ এবং অ্যাস্টন ভিলাকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই এই ডিল সম্পূর্ণ করার জন্য। অনেক ক্লাবই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল কিন্তু অ্যাস্টন ভিলায় যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত সহজ ছিল। কোচের চিন্তাধারা এবং এই মরশুমে যেভাবে খেলছে ভিলা, তা প্রশংসার যোগ্য। ভালো ফুটবল খেলতে চাই এবং প্রথম দলে শুরু করাই আমার লক্ষ্য।'

রঞ্জি ট্রফিতে আর কি খেলবেন বিরাট কোহলি?

দিল্লির কোচ বললেন, 'ও তো বলেছে সুযোগ পেলেই খেলবে'

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারিঃ কিং কোহলির ব্যাট না জ্বলে উঠলে তাঁর অনুরাগীদের মন ভারাক্রান্ত থাকে। দীর্ঘ ১২ বছর পর রঞ্জি ট্রফিতে ফিরেছিলেন বিরাট কোহলি। কিন্তু মাত্র ১৫ বলেই তাঁর ইনিংস শেষ হয়ে যায়। কোহলির ভক্তরা যা দেখে অত্যন্ত হতাশ হয়েছেন। ঘরোয়া ক্রিকেটে এতদিন ভারতের তারকা ক্রিকেটারদের সেই অর্থে দেখা যেত না। বোর্ড সম্প্রতি ঘরোয়া ক্রিকেট খেলা নিয়ে কড়া নির্দেশিকা জারি করেছে। তারপর ছবিটা বদলেছে। রঞ্জি ট্রফির ষষ্ঠ রাউন্ডে রোহিত-শুভমনদের খেলতে দেখা গিয়েছিল। এরপর বিরাটকেও দেখা গিয়েছে দিল্লির হয়ে খেলতে। আর কি এই টুর্নামেন্টে খেলতে দেখা যাবে কোহলিকে? দিল্লি রঞ্জি টিমের হেড কোচ সরনদীপ সিং জানিয়েছেন যে, বিরাট কোহলি ভবিষ্যতেও রঞ্জি ট্রফিতে খেলার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। এক সংবাদমাধ্যমে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সরনদীপ সিং বলেন, ''একটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ও বলেছে যখনই সুযোগ পাবে রঞ্জি ট্রফিতে খেলবে। ও ঘরোয়া ক্রিকেট ভালোবাসে। এখানে খেলতেও চায়। কিন্তু যেহেতু ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের তিন ফর্ম্যাটেই (ভারত টি-২০ বিশ্বকাপ জেতার পর বিরাট কোহলি আন্তর্জাতিক টি-২০

ক্রিকেটকে অবসর জানিয়েছেন) খেলে এবং ভারতীয় টিমের বরাবর ব্যস্ত সূচি নজরে পড়ে। তাই সময় বের করা কঠিন হয়ে পড়ে। আবার মাঝে মাঝে ঘরোয়া মরসুম ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সূচি মিলে যায়। ফলে ওর তো বিশ্রামেরও প্রয়োজন।'' কোহলির মধ্যে ক্রিকেট বিন্দুমাত্র ফুরোয়নি। তিনি অফ ফর্মে রয়েছেন বলে প্রবল সমালোচিত হচ্ছেন। কিন্তু তাঁর অনুশীলনে কোনও খামতি নেই। দিল্লি রঞ্জি টিমের কোচ বলেছেন, ''ও প্রতিদিন অনুশীলন করেছে। সকাল ৮টায় অনুশীলনে চলে আসত। দলের সকলের সঙ্গে কথা বলত। এরপর ৯-৯.৩০ অবধি নেটে কাটাত। দলের ছেলেরা ওর থেকে অনেক মূল্যবান পরামর্শ পেয়েছে।''

যোগ্য দল হিসেবে জামশেদপুর ম্যাচ জিতেছে, জানিয়ে দিলেন মানোলো

জামশেদপুর, ৩ ফেব্রুয়ারিঃ জয় দিয়েই জানুয়ারি শুরু করেছিল এফসি গোয়া। অনায়াসেই তাঁরা পরাজিত করেছিল সার্জিও লোবেরার ওডিশা এফসিকে। তবে পরের দুইটি ম্যাচে আটকে যেতে হলেও সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়াতে খুব একটা সমস্যা হয়নি আইএসএলের এই ফুটবল দলের। টানা দুইটি ম্যাচে তাঁরা জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল ইমামি ইস্টবেঙ্গলের পাশাপাশি চেন্নাইয়িন এফসির মতো ফুটবল ক্লাবের বিপক্ষে। কিন্তু এবার বজায় থাকল না সেই ধারা। গত রবিবার অ্যাওয়ে ম্যাচে শক্তিশালী জামশেদপুর এফসির কাছে আটকে যেতে হয় বোরহা হেরেরাদের। যারফলে একটা সময় লিগ শিল্ড জয়ের দৌড়ে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের অন্যতম প্রতিপক্ষ হিসেবে এগিয়ে আসলে ও এই ম্যাচ পরাজয়ের ফলে এই খেতাব জয়ের থেকে অনেকটাই পিছিয়ে গেল গোয়ার এই ফুটবল ক্লাব। অন্যদিকে, সমান সংখ্যক ম্যাচ খেলে গোয়ার থেকে এক পয়েন্ট বেশি নিয়ে লিগ টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে জামশেদপুর এফসি। তবে যোগ্য দল হিসেবেই জয় ছিনিয়ে নিয়েছে শিল্প নগরীর এই ফুটবল ক্লাব। ম্যাচ শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ঠিক এমনটাই জানান গোয়া তথা জাতীয় দলের হেড কোচ মানোলো মার্কুয়েজ। তিনি বলেন, ''জামশেদপুর এফসি আমাদের চেয়ে অনেক ভালো খেলেছে। প্রথমার্ধে, তাঁরা আমাদের চেয়ে হাজার গুণ ভালো ছিল। তবে ড্রিঙ্কস ব্রেকের পর আমাদের ছেলেরা খেলার দখল নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। সেই মুহূর্তে প্রতিপক্ষ দল অনেকগুলো সুযোগ নষ্ট করেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে আমরা পরপর দুটি গোল হজম করেছি। তবে হাফ টাইমের আগে আমরা গোল পাওয়ায় আত্মবিশ্বাস কিছুটা বেড়েছিল দলের ফুটবলারদের। দ্বিতীয়ার্ধে সেটার প্রভাব পড়েছিল। কিন্তু যখন তাঁরা তৃতীয় গোলটি তুলে নেয়, তখন থেকেই ম্যাচ হাতের বাইরে যেতে শুরু করে। সেটাই হয়েছে।'' তবে এক্ষেত্রে দলের ফুটবলারদের সঙ্গে আলোচনা করে পরবর্তী ম্যাচ থেকেই জয়ে ফিরতে মরিয়া মানোলো মার্কুয়েজ। হাতে মাত্র দুটো দিন। তারপরেই শক্তিশালী ওডিশা এফসির বিপক্ষে খেলতে নামবে আর্মান্দো সাদিকুদের ফুটবল দল।

জাতীয় গেমসে বাঙালি মেয়ের সাঁতারে ঝড়, লক্ষ্য হ্যাটট্রিক

নয়াদিল্লি, ৩ ফেব্রুয়ারিঃ বছর দেড়েক আগে গোয়ায় অনুষ্ঠিত জাতীয় গেমসে দুটি রূপো নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল হাওড়ার সাঁতারু সৌবৃতি মণ্ডলকে। কিন্তু এবার তিনি ঠিক করে নিয়েছিলেন উত্তরাখণ্ড যাওয়ার আগেই সোনার পদক জিতবেন। কিছুদিন আগে ২০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকে সোনা জয়ের পর তার লক্ষ্য আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এবার তিনি চান তিনটি বিভাগেই সোনা জিতে হ্যাটট্রিক করতে। রবিবার ১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকে সোনা জিতে সেই লক্ষ্য পূরণের দিকে আরও একধাপ এগিয়ে গেছেন সৌবৃতি। এই সোনাটি জয়ের সময় সৌবৃতি ১ মিনিট ৬.৬৬ সেকেন্ড নেন। যা তার ব্যক্তিগত সেরা ১ মিনিট ৫.৫৩ সেকেন্ডের চেয়ে কিছুটা বেশি। তবে উত্তরাখণ্ডের পুলে অন্যান্য রাজ্যের প্রতিযোগীদের পাশাপাশি সৌবৃতির সামনে আরও কিছু চ্যালেঞ্জ ছিল। তিনি বলেন, ''এখানে আমার সাইনাসের সমস্যা রয়েছে, যার কারণে শ্বাসকষ্ট এবং কাশি হচ্ছে। পাহাড়ি এলাকায় যাতায়াতের সময়ও শ্বাসকষ্ট অনুভব করেছি। এছাড়া এখানে পুলের জল অনেক ঠাণ্ডা এবং প্রচণ্ড হাওয়া থাকায় প্রতিযোগিতার পরিবেশ আরও কঠিন হয়ে উঠেছে।'' তবে সৌবৃতি তার এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার উপায় বের করেছেন। তিনি বলেন, ''আমরা সাধারণত স্কিনটাইট সুট পরে সাঁতার কাটার সময়। এতে ঠাণ্ডায় পেশির নড়াচড়া কমে যায় এবং শরীর ভারী হয়ে যায়। আমি পুলে নামার আগে ঠিক করে নিয়েছিলাম যত দ্রুত সম্ভব ১০০ মিটার পেরিয়ে যেতে হবে। সেই পরিকল্পনা অনুসরণ করেই সোনা জিতলাম।'' ২০০ মিটার এবং ১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকে সোনার পর এখন সৌবৃতির লক্ষ্য ৫০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকে সোনা জিতে হ্যাটট্রিক করা। তিনি বলেন, ''গোয়ায় জাতীয় গেমসে দু'টি রূপো জিতেছিলাম। এখানে ইতিমধ্যেই দুটি সোনা পেয়েছি। আগামী সোমবার আরও একটি ইভেন্ট আছে, যেখানে একই ফলাফলের লক্ষ্য নিয়ে নামব।''

এমবাপেকে গতানুগতিক স্ট্রাইকারের মতো খেলতে বারন রোনাল্ডোর

আক্রমণভাগে প্রতিভাবান সব ফরোয়ার্ডের ভীড়েও রিয়াল মাদ্রিদের গোলের মূল ভার কিলিয়ান এমবাপের কাঁধে। কিন্তু তিনি তো সত্যিকারের 'নাম্বার নাইন' নন। তাই তাকে গতানুগতিক স্ট্রাইকারের মতো খেলতে বারন করলেন ক্রিস্তিয়ানো রোনাল্ডো। পর্তুগিজ মহাতারকা বললেন, তিনি যেভাবে খেলেছিলেন, এমবাপেও যেন রিয়ালে ঠিক সেভাবেই খেলে।

রিয়াধ, ৩ ফেব্রুয়ারিঃ এল চিরিনগিতো টিভিতে এদু আগিরের সঙ্গে আলাপচারিতায় রিয়াল, এমবাপেসহ অনেক প্রসঙ্গেই কথা বলেন রোনাল্ডো। সেখানে ফরাসি ফরোয়ার্ডকে আগলে রাখতে সমর্থকদের তাগিদ দেন তিনি। ''তার যত্ন নাও। তার যত্ন নাও। আমি রিয়াল মাদ্রিদ ভক্তদের বলছি ছেলেটার যত্ন নাও। এমবাপে খুব ভালো এবং রিয়াল মাদ্রিদের তাকে সাহায্য ও রক্ষা করতে হবে। আমার কোনো সন্দেহ নেই যে, সে রিয়াল মাদ্রিদ ভক্তদের জন্য অনেক আনন্দ বয়ে আনবে।'' সেই ছোট্টবেলা থেকে রোনাল্ডোর ভক্ত এমবাপে। ফ্রান্সের এই বিশ্বকাপজয়ী ফরোয়ার্ড নিজের আর্দশ মানের রিয়ালের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতাকেই। আগিরে সেই প্রসঙ্গ মনে করিয়ে দিলে রোনাল্ডো বলেন, এমবাপের প্রতি তার অনুরাগও কম নয়। ''আমি তাকে খুবই ভালোবাসি। তার ছোটবেলায় যখন সে ক্রিস্তিয়ানো রোনাল্ডোকে খুব ভালোবাসত, সে তার আদর্শ ছিল- কেবল

এই গল্পের জন্য নয়। তাকে আমি অসাধারণ একজন খেলোয়াড় হিসেবে দেখি এবং সে রিয়াল মাদ্রিদের জন্য অনেক খুশির উপলক্ষ বয়ে আনবে।'' সান্তিয়াগো বার্নাব্যুও ছাড়ার পর জুভেন্তাস ঘুরে এখন রোনাল্ডো খেলছেন সৌদি প্রো লিগের দল আল নাসরে। এখনও কি রিয়ালের খেলা দেখেন তিনি? ''সময়ে সময়ে আমি রিয়াল মাদ্রিদের খেলা দেখি। কারণ, আমার ছেলে মাতেও এমবাপেকে খুব পছন্দ করে।'' পিএসজি ছেড়ে রিয়ালে এসে নতুন পজিশনে খেলতে হচ্ছে এমবাপেকে। রোনাল্ডোর মনে হচ্ছে না, স্ট্রাইকার তার জন্য সঠিক পজিশন। তবে যে কোনো চ্যালেঞ্জে তার উতরে যাওয়ার সামর্থ্য দেখেন পর্তুগাল অধিনায়ক। ''আমার মতে, স্ট্রাইকারের পজিশন এমবাপেকে কিছুটা ঝামেলায় ফেলে দিয়েছে কারণ সে জানে না স্ট্রাইকার হিসেবে কীভাবে খেলতে হয়। এমন নয় যে, সে জানে না, এটা স্রেফ তার জায়গা নয়।'' সহজাত পজিশন না হলেও এমবাপে যে স্ট্রাইকার হিসেবেও আলো ছড়াবেন, এ নিয়ে কোনো সংশয় নেই রোনাল্ডোর। নিজেকেই উদাহারণ হিসেবে তুলে ধরলেন তিনি। ''আমি যদি এখনও রিয়াল মাদ্রিদে থাকতাম তাহলে তাকে শেখাতাম কীভাবে একজন নাম্বার নাইন হিসেবে খেলতে হয়। কারণ, আমি একজন স্ট্রাইকার ছিলাম না। স্ট্রাইকার হিসেবে খেলতে অভ্যস্ত হয়েছিলাম। মানুষ ভুলে গেছে আমি উইংয়ে খেলতাম। কিলিয়ানের একজন গতানুগতিক স্ট্রাইকার হওয়া উচিত হবে না। যদি আমি সে হতাম, তাহলে ক্রিস্তিয়ানো রোনাল্ডো স্ট্রাইকার হিসেবে যেভাবে খেলেছে কমবেশি সেভাবেই খেলতাম।''

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com